❋ সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

ESTD. 1878 REGD. NO. C 1080

আনন্দবাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

৫০ বর্ষ, ৫ সংখ্যা | বৃহস্পতিবার, ৪ চৈত্র, ১৩৭৭ (২৭ ফাল্গুন, ১৮৯২ শক) | Thursday, March 18, 1971 | মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

সি পি এম জোটের বাইরে অন্তত ১৪১ জন নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন প্রায় স্থির

রাজনৈতিক সংবাদদাতা

এখনও অবশ্য কিছু পাকা হয়নি, তবে পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম-বিরোধী সরকার গঠনের সম্ভাবনা গত তিন দিনের চেয়ে বুধবার অনেক স্পষ্ট। এখনও নানা দলের নানা পরিকল্পনা রয়েছে, নানা পার্টি নানা শর্ত আরোপ করেছেন—কিন্তু এই সব কিছুর মূলে যে সত্যটা তা হল, পশ্চিমবঙ্গের অন্তত ১৪১ জন নব নির্বাচিত এম এল এ-র মুখপাত্ররা রাজ্যের জন্য একটি সি পি এম-বিরোধী সরকার গঠনে সম্মত হয়েছেন।

এই মন্ত্রিসভা শুধু নব কংগ্রেসই করবেন, না নব কংগ্রেস কোনও কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গড়বেন তা অবশ্য এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ঠিক হয়নি মুখ্যমন্ত্রীর নামও। নব কংগ্রেস একা মন্ত্রিসভা গড়লে তাঁদের কোনও নেতাই মুখ্যমন্ত্রী হবেন। কিন্তু কোয়ালিশন হলে শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়েরই আবার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা।

বুধবার এই সি পি এম-বিরোধী সরকার গঠনের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে সি পি আইয়ের সিদ্ধান্ত। সে সিদ্ধান্ত এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয়নি। হবে আজ বৃহস্পতিবার। তবে, জানা গিয়েছে যে, কয়েকটি কর্মসূচী রূপায়ণের শর্তে সি পি আই সরকার গঠনে নব কংগ্রেসকে সমর্থন জানাতে সম্মত। মন্ত্রিসভার ভেতরে গিয়ে নয়, বাইরে থেকে। সি পি আইয়ের মোট এম এল এ সংখ্যা ১৩। দলের যেসব নেতার এই সিদ্ধান্তে আপত্তি আছে তাঁরাও নাকি এই দিন দলের রাজ্য পরিষদে নিজ নিজ আপত্তির কারণ জানিয়ে শেষ পর্যন্ত বলে এসেছেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত তাঁরা মেনেই নেবেন। সেইমতই চলবেন।

ইতিমধ্যে মুসলীম লীগ সহ আরও বহু দলও নব কংগ্রেসকে সমর্থন করতে রাজী হয়েছেন। কেউ বিনা শর্তে, কেউ বা শর্তাধীন। স্পষ্ট সি পি এম-

পঞ্চম পৃষ্ঠায় চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

সর্বসম্মত নেতা

শ্রীমতী গান্ধী সরকার গঠনে আমন্ত্রিত

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৭ মারচ—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আবার নব কংগ্রেস সংসদীয় দলের সর্বসম্মত নেতা নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নাম প্রস্তাব করেন শ্রীজগজীবন রাম, সমর্থন জানান শ্রী ওয়াই বি চবন ও শ্রীফকরুদ্দিন আলি আমেদ। দলের নেতা নির্বাচিত হওয়ার সুবাদে ইন্দিরাজীই হবেন এখন প্রধানমন্ত্রী। দলের আজকের বৈঠকের পরেই শ্রীমতী গান্ধীর নেতা নির্বাচিত হওয়ার কথা রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরিকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেন দলের সম্পাদক শ্রী আর কে সিংহ ও ডেপুটি চিফ হুইফ শ্রী ওম মেটা।

মন্ত্রিসভা গঠনের আমন্ত্রণ

রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী গান্ধীকে একটি নতুন সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তিনি মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম পাঠানোর জন্যও অনুরোধ জানিয়েছেন।

তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

তিন মূর্তি ভবনে শ্রীমতী গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৭ মারচ—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সংসদে কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত হবার পর সংসদ ভবন থেকে সোজা তিনমূর্তি ভবনে চলে যান। এই তিনমূর্তি ভবনে তিনি ১৭ বছরেরও বেশী তাঁর পিতা স্বর্গত পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে কাটিয়েছেন। বহু স্মৃতি-বিজড়িত এই ভবনে গিয়ে শ্রীমতী গান্ধী শ্রীনেহরুর ছবির সামনে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন।

—ইউ এন আই

আজ নতুন মন্ত্রীরা শপথ নেবেন

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৭ মারচ—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরির সঙ্গে দেখা করেন। দুজনের মধ্যে কুড়ি মিনিট কথাবার্তা হয়। প্রকাশ, শ্রীমতী গান্ধী রাষ্ট্রপতিকে জানান যে, আগামীকাল তিনি তাঁর (রাষ্ট্রপতির) কাছে নতুন মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের তালিকা পেশ করবেন। সেক্ষেত্রে নতুন মন্ত্রীরা আগামীকালই শপথ নেবেন।

রাষ্ট্রপতি-ভবন থেকে ফিরে শ্রীমতী গান্ধী তাঁর নিবাসে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজগজীবন রাম ও অর্থমন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চবনের সঙ্গে কথা বলেন। মনে হয়, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তাঁর আলোচনার মর্ম তিনি তাঁদের জানান।

শ্রীমতী গান্ধী কংগ্রেস সংসদীয়

পঞ্চম পৃষ্ঠায় চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

৭০ লাখ বনাম ৪৫ লাখ

স্টাফ রিপোরটার

রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ানের পক্ষ থেকে তাঁর সচিব বুধবার সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রনটের আহবায়ক শ্রীসুধীন কুমারকে তাঁর চিঠির উত্তরে জানিয়েছেন যে, রাজ্যে গণতান্ত্রিক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে সহায়তা করার জন্যই রাজ্যপাল শ্রীজ্যোতি বসুকে, তাঁর গোষ্ঠী বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন লাভ করে, এই বক্তব্য সপ্রমাণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ওই আমন্ত্রণ এখনও বহাল রয়েছে।

ওই পত্রে রাজ্যপালের সচিব আরও বলেছেন ঃ আপনি বলেছেন, রাজ্যপাল নির্বাচনে জনগণের রায়ের তাৎপর্য বুঝতে পারেননি, এটা অত্যন্ত দুঃখের। এর উত্তরে আমি একথাই বলতে চাই যে, আপনার ধারণা ঠিক নয়। রাজ্যপাল সতর্কভাবে নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনা করেছেন। সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রনটের দলগুলি যেখানে ৪৫ লাখের কিছু বেশি ভোট পেয়েছেন সেখানে যে দলগুলি ওই ফ্রনটের দাবির বিরোধিতা করে রাজ্যপালকে লিখেছেন, তাঁরা সবাই মিলে ৭০ লাখেরও বেশি ভোট পেয়েছেন। সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রনটের দলগুলি যেখানে ১২৩টি আসন পেয়েছে, সেখানে বিপক্ষ দলগুলি পেয়েছে ১৩৯টি আসন।

রাজ্যপালের সচিব এই বলে তাঁর চিঠি শেষ করেছেনঃ রাষ্ট্রপতির শাসনের অবসান ঘটানো ও একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠাই যে নির্বাচনের উদ্দেশ্য ছিল, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে রাজ্যপাল একমত। এবং রাজ্যপালের কাজই হল এইরূপ সরকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা। এজন্যই রাজ্যপাল শ্রীবসুকে তাঁর

পঞ্চম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

সেতুবন্ধ — হরিদাসপুর সীমান্তে। একদিকে বনগাঁ, ওদিকে যশোর। —নিজস্ব-চিত্র

ঢাকা বেতারে রবীন্দ্রসঙ্গীত

নয়াদিল্লি, ১৭ মারচ—ঢাকা বেতার কেন্দ্র 'বাংলা দেশের শ্রোতাদের জন্য রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করছেন। বাংলার মানুষকে তাঁর অতীত গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস স্মরণ করার আবেদন জানিয়েছেন ঢাকা বেতার কেন্দ্র। আজকের কর্মসূচীতে ঢাকা বেতার কেন্দ্র দেশের নবজাগরণে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসার জন্য মহিলাদের আহবান জানিয়েছেন।

—ইউ এন আই

আন্দোলন চলবে ঃ দ্বিতীয় দিনের বৈঠক শেষে মুজিবর

পাক রাজনীতির ভাষ্যকার

সেই দুটি শর্ত মুজিবের, গতকালই আমরা বিশ্বস্তসূত্রে যা দিয়েছি ঃ ফৌজী শাসন রদ হোক; সংবিধান রচনার ব্যাপারে "আইনগত কাঠামো" বাদ যাক। তবেই শেখ মুজিবর রহমান এক অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করে সংবিধান রচনার কাজে হাত দেবেন।

অবস্থা অচল, না সচল? কোনও কোনও মহল যদিও অন্তর্বর্তী সরকারের সম্ভাবনাটা বড় করে দেখছেন, ঢাকার ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা কিন্তু অন্যরূপ। তাঁরা অচল অবস্থার ইঙ্গিতই দেখছেন। শেখ সাহেব একদিকে যদিও নিজেই বলেছেন আলোচনা এখনও ভেঙে যায়নি, অন্যদিকে তিনিই আবার প্রেসিডেনটের সঙ্গে ব্যর্থ বৈঠকের পর ঘোষণা করেছেন, 'যতদিন না বাঞ্ছিত লক্ষ্যে উপনীত হই, ততদিন অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকবে।' পূব বাংলা বা বাংলা দেশে পশ্চিমী প্রশাসন গতকালও ছিল পক্ষাঘাতগ্রস্ত। শেখ সাহেবের সঙ্গে ইয়াহিয়া খানের আবার কবে কখন দেখা হবে ঠিক নেই।

প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খান যে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা ভুট্টো ও পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতিকে ঢাকায় ডেকে পাঠিয়েছেন, এর উপরেই, মনে হয়, আগাবাদীরা বেশি রকম ভরসা করছেন। অথচ বুধবার

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

সামরিক হত্যাকাণ্ডের তদন্ত হবে

নয়াদিল্লি, ১৭ মারচ—পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল টিককা খাঁ এক ঘোষণায় বলেন, ২ এবং ৯ মারচ তারিখের মধ্যে অসামরিক কর্তৃপক্ষের সাহায্যার্থে যে অবস্থায় সৈন্য বাহিনীকে তলব করতে হয়েছে সে সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য' প্রাদেশিক হাইকোরটের একজন

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

আজ নব কংগ্রেস সি পি আই বৈঠক

স্টাফ রিপোরটার

সরকার গড়া এবং তার কর্মসূচীর ব্যাপারে আজ বৃহস্পতিবার নব কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি আই-এর আলোচনা শুরু হবে।

বুধবার সকাল থেকেই নব কংগ্রেস মহলে তোড়জোড় দেখা যায়। ইনডিয়ান মিরর স্ট্রীটে রাজ্য নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীবিজয়সিংহ নাহারের বাড়ি এবং কিড স্ট্রীটে এম এল এ হোসটেল ঘন ঘন বৈঠক এবং মিনিটে মিনিটে টেলিফোনে সরগরম হয়ে ওঠে। বিজয়বাবু নিজেও একাধিক জায়গায় গিয়ে নানা দলের নেতা কিংবা প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে সরকার গড়ার প্রশ্নে আলোচনা করেন। এদিনই সকালে নব কংগ্রেসের নবনির্বাচিত লোকসভা সদস্যরা এবং কয়েকজন রাজ্যসভা সদস্য একই বিমানে দল বেঁধে দিল্লি রওনা হয়ে যান। শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়ও তাঁদের সঙ্গে যান। তিনি মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য মঙ্গলবার অধিক রাত্রে কলকাতা এসেছিলেন।

মঙ্গলবার নব কংগ্রেস পরিষদীয় দলের বৈঠকে সি পি এম বিরোধী সরকার গড়ার প্রশ্নে যে তিন দফা প্রস্তাব নেওয়া হয়, তার অনুলিপি এদিন বিভিন্ন দলের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এ ছাড়া বিজয়বাবু এক চিঠিতে রাজ্যপালকে জানিয়ে দেন, তাঁদের পরিষদ দল তাঁকে দলনেতা ও শ্রীআবদুস সাত্তারকে সহনেতা নির্বাচিত করেছে।

এদিন রাত্রে এক প্রশ্নের উত্তরে বিজয়বাবু সাংবাদিকদের বলেন, এই রাজ্যে সি পি এম-বিরোধী সরকার গঠিত হবে—একথা তিনি বরাবর বলে আসছেন।

নব কংগ্রেস মহলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় জানা যায়, এখন যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে তাতে আগামী দুই-তিন এপ্রিলের আগে পশ্চিমবঙ্গে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের আশা কম। এবং সে ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের ভোট অন অ্যাকাউনটস বাজেট সংসদেই পাস করাতে হবে।

এদিন মন্ত্রিসভা গড়ার ব্যাপারে বিজয়বাবুকে নানা প্রশ্ন করা হয়। যেমন—কংগ্রেস কি মন্ত্রিসভা গঠন করবে?

উঃ—তাও নির্ভর করছে অন্যান্য সি পি এম-বিরোধী দলগুলির মনো-

পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

ট্রেনে ছিনতাইয়ের চেষ্টা, যাত্রীদের হাতে ৩ জন নিহত

নিজস্ব সংবাদদাতা

মঙ্গলবার রাত্রে বনগাঁ শাখায় মসলন্দপুর স্টেশনে যাত্রীদের প্রতিরোধে তিনজন নিহত হন বলে রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। অভিযোগ, একদল ছিনতাইকারী যাত্রীদের টাকা-পয়সা, ঘড়ি-আংটি ছিনতাই করতে গেলে এই ব্যাপার ঘটে।

বনগাঁ জি আর পি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, রাত্রি সওয়া সাতটা নাগাদ হাবড়া ও মসলন্দপুর স্টেশনের মাঝে একদল ছিনতাইকারী যাত্রীদের ছোরা দেখিয়ে দামী জিনিসপত্র ছিনতাই শুরু করে। এই সময় একদল যাত্রী প্রতিরোধ করেন। স্টেশনে নামিয়ে নাকি তাদের ইঁট-পাথর দিয়ে পেটানো হয়। খবর পেয়ে রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে যান। নিহতদের পরিচয় জানা যায়নি। তাদের বয়স কুড়ি থেকে ত্রিশের মধ্যে। পরনে প্যানট ও জামা ছিল। ময়না তদন্তের জন্য মৃতদেহ মরগে পাঠানো হয়েছে।

সীমান্তের ওপারে ঃ যা দেখে এলাম

আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধির প্রত্যক্ষ-দর্শন

'আমরা প্রস্তুত। পাক জঙ্গীশাহী বাংলা দেশের উপর প্রভুত্ব কায়েম করতে মরণ কামড় দিলে শত্রুর অস্ত্র দিয়ে শত্রুদের মোকাবিলা করা হবে।'

এই দুর্জয় সংকল্প স্বাধীন বাংলা সংগ্রামী পরিষদের একার নয়। পূর্ব বাংলার ঘরে ঘরে আজ এই ধ্বনি—এই ব্রত।

এপার বাংলা পেরিয়ে ওপার বাংলার সীমান্তে পা দিতেই আমার মনে হল এ যেন ইতিহাসে পড়া সেই প্রাক-স্বাধীনতা ম্যাটসিনির ইতালির কোনও একটি জনপদ। লক্ষ লক্ষ তরুণ তরুণী জঙ্গী শাসনের অকটোপাশে বন্দী বাংলাকে স্বাধীন করার জন্য তৈয়ার। প্রাণ দিতে প্রস্তুত বাংলা মায়ের একমাত্র সন্তানও।

কথা হচ্ছিল সদ্য বিবাহিত এক তরুণের সঙ্গে। ঘিয়ে রঙের খাদির পাঞ্জাবী আর ঈষৎ চাপা পায়জামা পরনে। সংগ্রাম পরিষদের সদস্য তিনি। তাঁর এই পোশাক স্বাধীন বাংলার তরুণ সমাজের জাতীয় পোশাক। চোখে মুখে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়। সংকল্পে অটল। নাম

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

শেঠ গোবিন্দ দাস অন্তর্বর্তীকালীন স্পীকার নিযুক্ত

নয়াদিল্লি, ১৭ মারচ—লোকসভার নতুন স্পীকার নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি শ্রীশেঠগোবিন্দ দাসকে স্পীকারের কাজ চালাবার জন্য নিযুক্ত করেছেন। ২২ মারচ লোকসভার প্রথম অধিবেশনে স্পীকার নির্বাচন হবে। শ্রীদাস বর্তমান লোকসভার সবচেয়ে পুরোনো সদস্য। তিনি নব কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছেন।

চতুর্থ লোকসভার স্পীকার শ্রী জি এস ধীলন আগামী ১৯ মারচ পদত্যাগ করছেন। ওই দিনই বেলা ১১টায় নতুন লোকসভার প্রাথমিক কাজ শুরু হচ্ছে।

শ্রীগোবিন্দ দাস ১৯ থেকে ২২ মারচ লোকসভার নতুন সদস্যদের শপথ পাঠ করানোর কাজ পরিচালনা করবেন।

—ইউ এন আই

ফরাসী দেশের দখিন হাওয়ার সুগন্ধ বয়ে এনেছে

ল্যাভেণ্ডার ডিউ!

অভিজাত সাবান, ট্যাল্‌ক আর ও-ডি-টয়লেট!

সবদিক দিয়েই অপূর্ব এই তিন অভিজাত ল্যাভেণ্ডার ডিউ প্রসাধন—কোমল ফেনায় ভরা ল্যাভেণ্ডার ডিউ সাবান, রেশমের মত মোলায়েম মিহি ট্যাল্‌ক পাউডার আর সুরভি-স্নিগ্ধ ছোঁয়ায় ক্লান্তি-মুছে-নেওয়া ও-ডি-টয়লেট। তিনটি প্রসাধনই আপনার মন ভোলাবে! তিনটিই ব্যবহার ক'রে দেখুন। দূরদেশী ফরাসী ল্যাভেণ্ডারের উচ্ছ্বসিত গন্ধে নিজেকে ঘিরে রচনা করুন এক মোহময় পরিবেশ। সাবানের দাম ২ টাকা ৫০ পয়সা, ট্যাল্‌ক ৩ টাকা ৭৫ পয়সা আর ল্যাভেণ্ডার ডিউ ও-ডি-টয়লেট ৯ টাকা ৫০ পয়সা। স্থানীয় কর আলাদা।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর তৈরী

CLD 5413

আনন্দ বাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল (অতিরিক্ত)
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড ত্রিপুরা
উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি „ „ ২ পয়সা

Tele. — ANANDABAZAR, Cal.
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O.

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার:—

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা	৭৭.০০ টাকা	৩৯.০০ টাকা	২০.০০ টাকা
সডাক			
ভারতে	৯৫.০০ টাকা	৪৮.০০ টাকা	২৪.৫০ পয়সা
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	১৮৫.০০ টাকা	৯৩.০০ টাকা	৪৭.০০ টাকা
বিমান ডাকে			
আসাম	১১৮.০০ টাকা	৬০.০০ টাকা	৩১.০০ টাকা
ভারতের অন্যান্য স্থানে	২৫৯.০০ টাকা	১৩০.০০ টাকা	৬৫.৫০ পয়সা
রবিবাসরীয় সংখ্যা			
ভারতে	১৪.০০ টাকা	৭.০৫ পয়সা	××××
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	২৯.০০ টাকা	১৫.০০ টাকা	××××

অন্যান্য চাঁদার হারের জন্য যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

কর্মখালি

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞাপন নং কেইউ-২/৭১

প্রদেয় ভাতাদি ও কণ্ট্রিবিউটারি প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের সুবিধা সহ নিম্নবর্ণিত বেতনক্রমে নিম্নোক্ত পদগুলির জন্য নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে।

পদ ১। **ফিজিক্সের প্রফেসর,** ফ্যাকাল্টি অব সায়ান্স (একটি পদ)। বেতনক্রম : ১১০০-৫০-১৩০০-৬০-১৬০০ টাকা।
যোগ্যতা :

অত্যাবশ্যক : (১) আগাগোড়া ভাল শিক্ষাগত ফলাফলের রেকর্ড এবং ফিজিক্সে প্রথম শ্রেণী বা উচ্চ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টারস ডিগ্রী তৎপর ফিজিক্সে ডক্টরেট ডিগ্রী।

(২) স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অন্তত আট বৎসরের শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা।

(৩) প্রকাশিত মৌলিক রচনাদি দ্বারা প্রমাণিত মত গবেষণা কাজে উল্লেখজনক রেকর্ড এবং গবেষণা কাজ নির্দেশনায় প্রমাণিত সামর্থ্য।

বয়ঃসীমা : ৩৫ বৎসরের কম বা ৫৫ বৎসরের বেশি নয় (অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা শিথিলযোগ্য)।

পদ ২। **বটানিতে লেকচারার,** ফ্যাকাল্টি অব সায়ান্স (একটি পদ)।

বেতনক্রম : ৪০০-৪০-৮০০-৫০-৯৫০ টাকা।

অত্যাবশ্যক : (১) বটানিতে ভাল প্রথম শ্রেণীর বা উচ্চ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টারস ডিগ্রী এবং সাইটোজেনেটিক্সে এবং প্ল্যাণ্ট ব্রীডিং-এ স্পেশালিজেশন।

(২) স্নাতকোত্তর বা অনার্স পর্যায়ে অন্তত ২ বৎসরের শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা;

অথবা

প্রকাশিত মৌলিক রচনাদি দ্বারা প্রমাণিত মত গবেষনার ভাল রেকর্ড।

বাঞ্ছনীয় : বটানিতে, বিশেষত সাইটোজেনেটিক্স ও প্লাণ্ট ব্রীডিং-এ ডক্টরেট ডিগ্রী।

বয়ঃসীমা : ৪০ বৎসরের কম বাঞ্ছনীয়।

উপযুক্ত প্রার্থীগণের জন্য সিলেকশন কমিটি বেতনক্রম মধ্যে উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতনের সুপারিশ করিতে পারেন।

সিলেকশন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও বয়স শিথিল করা যাইতে পারে।

প্রত্যায়িত দলিলপত্র দ্বারা সমর্থিত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও বয়সের বিশদ বিবরণ উল্লিখিত দরখাস্ত ৪ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পৌঁছা চাই।

রেজিস্ট্রারের অনুকূলে রেখিত পোস্টাল অর্ডার দ্বারা পাঁচ টাকা আদায় দিয়া স্বয়ং গিয়া বা নিজের নামঠিকানা লিখিত ডাকটিকিট (২০ পঃ) যুক্ত খাম (৯"×৪") পাঠাইয়া নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে নির্ধারিত দরখাস্তের ফরম পাওয়া যাইবে। চাকরিতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ যথাযথ প্রণালীতে আবেদন করিবেন। নির্ধারিত দরখাস্তের ফরম চাওয়ার সময় এবং পূরণকরা দরখাস্তের ফরম পেশ করার কালে খামের উপর প্রার্থিত পদের নাম উল্লেখ করিতে হইবে।

সাক্ষাৎকারে আহূত প্রার্থিগণকে নিজ খরচায় সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হইতে হইবে।

এস এন চক্রবর্তী
রেজিস্ট্রার
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
(৩১৭৬) পশ্চিমবঙ্গ

কর্মপ্রার্থী

এম এস সি পাঠ। হাঃ সেঃ, পি-ইউ অবধি পড়াব। তপন শীল, ৩০/১৪, মতিলাল মল্লিক লেন, কলি-৩৫। (সি ৭০)

পাত্র চাই

পুঃ বঃ দঃ রাঃ সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, দীর্ঘাঙ্গী ১·৬০ মিঃ (৫'-৩") এম এ গৃহকর্মেনিপুণা, ব্রাহ্মণ পাত্রীর (২৫) জন্য উচ্চশিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান, সুন্দর উপযুক্ত পাত্র চাই। পুঃ বঃ অগ্রগণ্য। বক্স নং ৩৪২০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

ব্যক্তিগত

সৈয়দ এ কে এম কাইজার, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৭০ সালের এম এস-সি (এগ্রি) পরীক্ষায় প্ল্যাণ্ট প্যাথোলজিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। ইনি বর্ধমান জেলার গলসী থানার অন্তর্গত ভুড়ি নিবাসিনী হুরুন্নেসা বেগম সাহেবার জ্যেষ্ঠ পুত্র। প্ল্যাণ্ট প্যাথোলজিতে ডক্টরেট লাভের জন্য তাঁহার গবেষণা করার ইচ্ছা আছে। (সি ৯৮৯৩)

হারানো - প্রাপ্তি - নিরুদ্দেশ

মূল্যবান রেঃ দলিলের রসিদ হারাইয়া গিয়াছে দঃ নং ৯৫, ১৯৭০ সাল, যদি কেহ পাইয়া থাকেন দয়া করিয়া ফেরৎ দিলে উপকৃত হইব। শ্রীরাধানাথ বাছাড়, গ্রাঃ পঃ রামেশ্বপুর, থানা মহেশতলা, ২৪ পরগণা। (সি ৯৯৬৬)

টাইপরাইটার

২০০৲—৫৫০৲ মূল্যের স্ট্যাণ্ডার্ড পোর্টেবল টাইপরাইটার বিক্রয়। ম্যাক্সিম মার্ট, ১০৯বি, কেশব সেন স্ট্রীট, (দ্বিতল) কলি-৯। (সি ৭৭)

ঔষধ ও চিকিৎসক

ক্যালকাটা ক্লিনিক, পি-২৮, সি আই টি রোড, ইণ্টালি, কলিকাতা-১৪। ফোন ২৪-৪১০৩। পূর্ব যোগাযোগক্রমে বেলা ২টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সুলভ ফি-তে সর্বপ্রকার রোগ সম্পর্কে স্পেশালিস্টদের পরামর্শ পাওয়া যায়। (সি ৯৯৫৭)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ

যাদবপুর বিদ্যাপীঠ কলেজ অব এডুকেশন
পোঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলি-৩২

যাদবপুর বিদ্যাপীঠ কলেজ অব এডুকেশনের সান্ধ্যকালীন পরবর্তী বি-এড শিক্ষাবর্ষ (সহ শিক্ষামূলক) জুলাই, ১৯৭১ হইতে শুরু হইবে। উত্তম শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন (৪৫ বৎসরের অনূর্ধ্ব) স্নাতকদের নিকট হইতে ভর্তির আবেদনপত্র আহ্বান করা যাইতেছে। শিক্ষকতায় পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অনার্সপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। মাসিক বেতন ২৫৲ টাকা।

N. C. E, Bengal, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-৩২ নামে ৯৲ টাকার ক্রসড পোস্টাল অর্ডার সহ নাম-ঠিকানা লিখিত ডাকটিকেট-যুক্ত খাম পাঠাইলে বা নগদ ৯৲ টাকা মূল্যে কাজের দিনে প্রত্যহ বেলা ১১টা হইতে ৪টার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ইনফরমেশন অফিস হইতে বা বিকাল ৫টা হইতে ৮টার মধ্যে কলেজ অব এডুকেশনের অফিস হইতে নির্দিষ্ট ফরম পাওয়া যাইবে।

আবেদনপত্র ১৯৭১ সনের ১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত গৃহীত হইবে।

অবৈতনিক সম্পাদক,
বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ
(৩৪২৪)

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়

পি-১৪, গণেশ চন্দ্র এভেনিউ, কলি-১৩

১৯৭১-৭২ শিক্ষাবর্ষে বি. এড কোর্সে ভর্তির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। ভর্তির নিম্নতম মান—বি এ/বি এস-সি/বি কম। আবেদনপত্র ও নিয়মাবলী প্রত্যহ ১টা হইতে ৪টার মধ্যে নগদ দুই টাকা অথবা দুই টাকা মূল্যের পোস্টাল অর্ডার ও ডাকটিকিট-যুক্ত স্বনামঠিকানা লেখা খাম দিয়া কলেজ অফিস হইতে ৮-৪-৭১ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করিতে হইবে।
(৩৩৫০)

স্কুল কলেজ শিক্ষা

বঙ্গবাসী ইভনিং কলেজ

এক্সটারনাল ছাত্রদের জন্য গণিত এবং ইতিহাস সহ সমস্ত প্রধান প্রধান আর্টস বিষয়ে পার্ট ২ স্পেশাল অনার্স টেস্ট এবং আর্টস ও সায়েন্সে পার্ট ২ ক্যাজুয়াল টেস্ট ২৭ ও ২৮ মার্চ এখানে অনুষ্ঠিত হইবে। নোটিস বোর্ডে পরীক্ষা-সূচী দেখা যাইবে। ইচ্ছুক প্রার্থীদিগকে অবিলম্বে নাম তালিকাভুক্ত করিতে হইবে। (৩৪৪৬ এ)

নীলাম

ডিভিসনাল ফরেস্ট অফিসার, পশ্চিম মেদিনীপুর ডিভিসন, পোঃ অঃ ঝাড়গ্রাম (মেদিনীপুর), ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৭১ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত পশ্চিম মেদিনীপুর ডিভিসনের নয়টি আঞ্চলিক রেঞ্জে সাল বীজ সংগ্রহের জন্য একচেটিয়া অধিকার দিবার নিমিত্ত টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। উক্ত শিরোনামে টেণ্ডার ২৯শে মার্চ ১৯৭১ তারিখ বেলা ১১টা পর্যন্ত উক্ত ডি এফ ও কর্তৃক গহীত হইবে এবং ঐ দিনই বেলা ১২টার সময় তৎকর্তৃক খোলা হইবে। প্রতি রেঞ্জের জন্য পৃথক পৃথক দর দিবার নিমিত্ত টেণ্ডারদাতাগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে। পশ্চিম মেদিনীপুর ডিভিসনের ডিভিসনাল ফরেস্ট অফিসে অথবা যে কোনো রেঞ্জ অফিসে শর্তাবলীর বিবরণী পাওয়া যাইবে।
৯৮৯ (২) আই পি আর/এ/৭১
(৩৩১৬)

টেণ্ডার

মেটাল অ্যাণ্ড স্টীল ফ্যাকটরী
ইছাপুর

কপার স্ক্র্যাপ গ্রেড ৩ বিক্রয়

প্রত্যেকটি ১০ এম/টি এর দশটি সমান লটে ১০০ এম/টি কপার স্ক্র্যাপ গ্রেড ৩ বিক্রয়ের জন্য জেনারেল ম্যানেজার কর্তৃক প্রত্যেকটি ১০৲ টাকা (অফেরতযোগ্য) মূল্যে প্রাপ্তব্য ফরমে ২৭-৪-১৯৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টা পর্যন্ত সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে। সেই দিনই বেলা ২-৩০টায় প্রকাশ্যে টেণ্ডার খোলা হইবে। প্রত্যেক দরপত্রের সহিত জেনারেল ম্যানেজারের অনুকূলে বায়না বাবদ টেণ্ডার দেওয়া মূল্যের ১% হারে ট্রেজারী/এস বি আই ডিপোজিট অ্যাট কল রসিদ থাকা চাই। বায়নার টাকা ব্যতীত কোন টেণ্ডার গ্রাহ্য হইবে না।

সফলকাম টেণ্ডারদাতাকে তাঁহার প্রস্তাব গ্রাহ্য হওয়ার পূর্বে জামীনের টাকা হিসাবে মালগুলির টেণ্ডার দেওয়া মূল্যের ১০% জমা দিতে হইবে।

সফলকাম টেণ্ডারদাতাকে সকল ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়/প্রাদেশিক/স্থানীয় আইন অনুযায়ী প্রদেয় সেলস ট্যাক্স, এক্সাইজ ডিউটি এবং অন্যান্য ট্যাক্স অতিরিক্ত আদায় দিতে হইবে।

আরো বিবরণের জন্য ২৪-৩-৭১ তারিখের ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্নাল দেখিতে পারেন।

ডি এ ভি পি—৬৮৫(৫৬০)/৭০
(৩৩২১)

"ডায়মণ্ড হারবার রোডের ১৬ কিলোমিটারে পাইলানে, কলিকাতা, ওভাল টেস্ট ট্র্যাকের প্রস্তাবিত টেস্ট সেকশন এবং অর্ধবৃত্তাকার কার্ভড এণ্ড সংস্থাপন"-এর জন্য পিডব্লুডি-এর ১ম ও ২য় শ্রেণীর ঠিকাদার এবং বাহিরের সঙ্গতিপন্ন এবং অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের নিকট হইতে বি এফ ফরম ২৯১১(২)-তে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। অনুমিত বরাদ্দঃ—৬৩,৩০০৲ টাকা। বায়নার পরিমাণঃ—১,২৬৬৲ টাকা। কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ—তিন মাস। কলিকাতা-২৭ অধীন আলিপুরস্থিত ভবানী ভবনে (শেড বি) রোড অ্যাণ্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর তাঁহার অফিসে ২রা এপ্রিল ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেণ্ডার গ্রহণ করিবেন। সকল কাজের দিনে উক্ত অফিসে টেণ্ডারের বিস্তারিত কাগজপত্র দেখা যাইবে। ১লা এপ্রিল ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র দেখাইয়া অফিসের কার্যকালে যে কোনো কাজের দিনে ভবানী ভবনে ২নং সার্ভে ডিভিসনের এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অফিসে টেণ্ডার ফরম এবং অন্যান্য কাগজপত্র ক্রয় করা যাইবে। কোনোও কারণ না দর্শাইয়া সর্বনিম্ন টেণ্ডার গ্রহণ না করিবার বা যে কোনো টেণ্ডার বাতিল করিবার অধিকার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত।
৯৮০(২) আইপিআর/এ/৭১
(৩৩১৫)

মিলিটারি এঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস

গ্যারিসন এঞ্জিনিয়ার (এ এফ) হাসিমারা, হাসিমারায় কয়েকটি টেকনিক্যাল বিল্ডিং-এ ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার-এর ব্যবস্থাকরণের জন্য ২২-৩-১৯৭১ তারিখের মধ্যে দরখাস্ত আহ্বান করিতেছেন। অনুমিত বরাদ্দ ০·৮০ লক্ষ টাকা। অন্যান্য বিবরণীর জন্য ১০-৩-১৯৭১ তারিখের ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্নাল দ্রষ্টব্য।
ডি এ ভি পি ৬৮৩(১১৯২)/৭০
(৩২২৯)

টেণ্ডার

এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, কোল/রোডস সার্ভে-কাম-কনস্ট্রাকশন ডিভিশন (রোডস) ডিপার্ট, আফতাব ক্লাব কম্পাউণ্ড (২য় তল) বর্ধমান; বর্ধমান জেলায় এন এইচ-২-এর বর্ধমান বাইপাসের প্রথম মাইলে সয়েল স্টেবিলাইজেসন, সয়েলিং, মেটালিং, স্টেবিলাইজিং কোট ইত্যাদির জন্য বাহিরের প্রকৃত ঠিকাদার/পিডব্লু ডি-এর তালিকাভুক্ত প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদারদের নিকট হইতে বি এফ ২৯১১(২)-তে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। অনুমিত বরাদ্দ—১,১৩,৩২০ টাকা। বায়নার পরিমাণ—২,২৬৬ টাকা। প্রদত্ত সময়—৩ মাস। আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র ও আবশ্যক পরিচয়পত্রাদি দেখাইয়া ২৯শে মার্চ ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত উক্ত অফিসে টেণ্ডারের কাগজপত্র দেখা যাইবে/ক্রয় করা যাইবে। বায়নার টাকা জমা দেওয়ার চালান এবং আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের শংসাপত্রের অবিকল নকল সহ টেণ্ডার ৩০শে মার্চ ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং বেলা ৩-৩০টায় খোলা হইবে।

৯৭৮(২) আই পি আর/এ/৭১
(৩৩১৩)

এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, জলপাইগুড়ি ইরিগেশন ডিভিসন (আই অ্যাণ্ড ডব্লু ডি), ক্লাব রোড, জলপাইগুড়ি, নিম্নলিখিত কাজের জন্য আই অ্যাণ্ড ডব্লু ডি-এর তালিকাভুক্ত যথোপযুক্ত শ্রেণীর ঠিকাদার এবং বাহিরের প্রকৃত এবং নির্ভরযোগ্য (তাঁহাদের যাথার্থ সম্বন্ধে দলিলগত প্রমাণ দেখাইতে হইবে) ঠিকাদারদের নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। কাজের নাম, অনুমিত ব্যয়, বায়নার পরিমাণ, কাজ সম্পূর্ণ করার প্রদত্ত সময়, টেণ্ডার খোলার তারিখ যথাক্রমে এইরূপঃ—(১) জলপাইগুড়ি জেলায় কোতোয়ালি থানায় প্রাঙ্গা নদী ও উহার উপনদী খড়খড়িয়ার পলি অপসারণ, ২,১৫,৬৬৪৲ টাকা, ৪,২১৩৲ টাকা, ২ মাস, ২৪-৩-৭১। (২) গিরিয়া বাঁধের কে এম পি ৬·৬ এবং ৮·৪-এর নিকট সলিড স্পার নির্মাণ (৬·৬-তে স্পার), ১,৪৪,৫২৭৲ টাকা, ২,৮৯১৲ টাকা, ২ মাস, ২৩-৩-৭১। (৩) গিরিয়া বাঁধের নিকট কে এম পি ৬·৬ এবং ৮·৪-তে সলিড স্পার নির্মাণ (৮·৪ কি মি-তে স্পার), ১,৪৪,৫২৭৲ টাকা, ২,৮৯১৲ টাকা, ২ মাস, ২৩-৩-৭১। (৪) সিধাবাড়ি-চোংমারি বাঁধের চেন ৮২·০০, ১১৬·০০ এবং ১৭৫·০০-তে সলিড স্পার নির্মাণ (চেন ১৭৫·০০-তে স্পার), ১,৮১,৪৭৭৲ টাকা, ৩,৬৩০৲ টাকা, ২ মাস, ২৬-৩-৭১। (৫) সিধাবাড়ি-চোংমারি বাঁধের চেন ৮২·০০, ১১৬·০০ এবং ১৭৫·০০-তে ৩টি সলিড স্পার নির্মাণ (চেন ৮২·০০-তে স্পার), ১,৮৫,২৪০৲ টাকা, ৩,৭০৫৲ টাকা, ২ মাস, ২৬-৩-৭১। প্রতি কাজের পার্শ্বে লিখিত টেণ্ডার খোলার তারিখে বেলা ৩টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র দেখাইয়া প্রতি প্রস্থ বাবদ ৭৲ টাকা আদায় দিলে উক্ত অফিসে টেণ্ডারের কাগজপত্র ক্রয় করা যাইবে। টেণ্ডার খোলার তারিখে কোনো টেণ্ডার ফরম ইস্যু করা হইবে না।

৯৮৩(৩) আইপিআর/এ/৭১
(৩৩১৪)

জিওলজিক্যাল সারভে অব ইণ্ডিয়া
লখনৌ

গীয়ার মেন ড্রাইভ, 'ইউ এস এ' পারফেকশন মেক, ক্লাচ রিলিজ বীয়ারিং ইউ এস এ মেক ইণ্টারমিডিয়েট শ্যাফট 'জেনুইন', গীয়ার বক্স অয়েল সীল 'জেনুইন'-এর জন্য টেণ্ডার সম্পর্কে বিজ্ঞাপন নং ৬০৬(৭৪)/৭০ (যাহা ২৫-২-৭১ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল) প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলে অবহিত হইবেন যে, টেণ্ডার গ্রহণের সময় ও তারিখ ইতিপূর্বে বিজ্ঞাপিত ৫-৩-৭১ তারিখের পরিবর্তে এক্ষণে ২২-৩-৭১ তারিখ বেলা ১১টা পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য শর্তাদি অপরিবর্তিত আছে।
ডিএভিপি ৬০৬(৭৭)/৭০
(৩২২৮)

শ্রী এ বি চৌধুরী, ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, ২৪ পরগনা ডিভিসন, ৩৫, গোপালনগর রোড, কলিকাতা-২৭ ১৯৭১-৭২ সালে ১,০০,০০০টি (আনুঃ) আর এস পিলফার প্রুফ অ্যালুমিনিয়াম ক্যাপ, সাইজ ৫৩ মিঃ মিঃ ক্রয়ের জন্য সীল-করা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। বিস্তারিত টেণ্ডার নোটিস উপরোক্ত অফিসারের অফিসে যে কোন কাজের দিন অফিসের কার্যকালে দেখা যাইবে। টেণ্ডার ৩০ মার্চ, ১৯৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে।
৯৯৩(৩) আই পি আর/এ/৭১
(৩৪৫৭)

টেণ্ডার

বঙ্গবাসী কলেজ অব কমার্স

কলিকাতা-১২ অধীন ৮/১, সন্তোষ মিত্র স্কয়ারস্থিত বঙ্গবাসী কলেজ অব কমার্স-এ (সান্ধ্য) একটি চীপ ক্যাণ্টিন চালাইবার জন্য ২৩-৩-৭১ তারিখের মধ্যে টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। টেণ্ডারদাতাদিগকে কলেজ চীপ ক্যাণ্টিনগুলিতে সাধারণতঃ যে সব খাদ্য চলে, সেগুলির সর্বনিম্ন দর উল্লেখ করিতে হইবে। প্রিন্সিপ্যাল।
(৩৪৪৫ এ)

নোটিস

১৯৭০ সালের কোম্পানি দরখাস্ত নং ২৮২
কলিকাতা হাইকোর্ট
আদিম বিভাগ
১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অনুসারে
এবং
উক্ত আইনের ৪৩৯ ধারা অনুযায়ী এক দরখাস্ত সম্পর্কে
এবং
কৃষ্ণা সিলিকেট অ্যাণ্ড গ্লাস ওয়ার্কস লিঃ সম্পর্কে
ক্যালটেকস (ইণ্ডিয়া) লিঃ...... দরখাস্তকারী

"দরখাস্তের বিজ্ঞাপন"

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, কলিকাতাস্থ মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক উপরোক্তনামীয় কোম্পানি গুটাইবার জন্য উক্ত কোম্পানির জনৈক পাওনাদার ক্যালটেক্স (ইণ্ডিয়া) লিঃ কর্তৃক উক্ত আদালতে ১৩ জুলাই ১৯৭০ তারিখে এক দরখাস্ত পেশ করা হইয়াছিল এবং ২১ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে উক্ত আদালতে উক্ত দরখাস্তের শুনানীর দিন ধার্য হইয়াছে।

কোন পাওনাদার, কনট্রিবিউটরী বা অপর কোন ব্যক্তি উক্ত দরখাস্ত মূলে কোন আদেশদানের সমর্থন বা বিরোধিতা করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি তাঁহার নাম ও ঠিকানাসহ তাঁহার নিজের বা তাঁহার অ্যাডভোকেট কর্তৃক স্বাক্ষরিত তাঁহার ইচ্ছাজ্ঞাপক নোটিস দরখাস্তকারী বা উহার সলিসিটরের নিকট এরূপ সময় পাঠাইবেন, যাহাতে উহা দরখাস্তের শুনানীর জন্য ধার্য তারিখের অন্তত পাঁচ দিন পূর্বে দরখাস্তকারী বা উহার সলিসিটরের নিকট পৌঁছে এবং শুনানীর সময় তিনি স্বয়ং বা তাঁহার অ্যাডভোকেট মারফত এতদুদ্দেশ্যে হাজির হইবেন। নির্ধারিত খরচা আদায় দিলে কোন পাওনাদার বা কনট্রিবিউটরীকে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক দরখাস্তের একটি নকল দেওয়া হইবে।

দরখাস্তের বিরোধিতা করিয়া কোন এফিডেভিট ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহা আদালতে পেশ করিতে হইবে এবং শুনানীর জন্য ধার্য তারিখের অন্তত ৫ দিন পূর্বে দরখাস্তকারী বা উহার সলিসিটরের উপর উহার একটি নকল জারী করিতে হইবে।

স্বাঃ ভিক্টর মোজেস অ্যাণ্ড কোং
দরখাস্তকারী পক্ষে সলিসিটরস
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীট,
কলিকাতা।
(৩৩৪৫)

কলিকাতা করপোরেশন

কলিকাতা কর্পোরেশন
নোটিস

নিম্নবর্ণিত কাজের তফসিল অনুযায়ী একটি ২০০ অ্যাম্প, ৬·৬ কে ভি, ৩ ফেজ ভি এল টাইপ সিঙ্গল ইউনিট এম ই আই সুইচ প্যানেল সরবরাহ, ডেলিভারী ও সংস্থাপনের নিমিত্ত তিন প্রস্থে সীলকরা প্রস্তাব আহ্বান করা যাইতেছে। প্রস্তাব "গোরাগাছা ইনসিনারেটর প্ল্যাণ্টের জন্য একটি ৬·৬ কে ভি, ২০০ অ্যাম্প সুইচ প্যানেল সরবরাহ, ডেলিভারী ও সংস্থাপন" কথাগুলি উপরে লিখিত সীলকরা খামে ১৯৭১ সালের ৩১ মার্চ বেলা ১২টার পূর্বে কলিকাতা-১৩ অধীন ৫, এস এন ব্যানার্জি রোডস্থিত কলিকাতা করপোরেশনের ২য় ডেপুটি কমিশনারের নিকট দাখিল করিতে হইবে। সফলকাম পক্ষকে জামীন হিসাবে ঠিকা মূল্যের ৫% জমা দিতে, করপোরেশনের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে এবং যন্ত্রটি চালু করার তারিখ হইতে এক বৎসরের জন্য গ্যারাণ্টি থাকিতে হইবে।

তফসিল

১। ব্রেকার ইউনিট, উপযুক্ত রেটিং-এর এইচ আর সি ফিউজ এবং যথেষ্ট রাপচারিং ক্যাপাসিটি সহ সম্পূর্ণ ভি এল টাইপ এম ই আই সুইচের অনুরূপ ৬·৬ কে ভি, ২০০ অ্যাম্প ৩ ফেজ এ সি-এর জন্য শ্রেণীভুক্ত একটি সিঙ্গল প্যানেল সুইচ ফিউজ ইউনিট এক্সটেনসিবল টাইপ সরবরাই, ডেলিভারী ও সংস্থাপন। বুশবারটি ৪০০ অ্যাম্প-এর জন্য শ্রেণীভুক্ত হওয়া চাই। যন্ত্রটি অবশ্যই ফার্স্ট ফিলিং অব অয়েল, একটি বটম কানেক্টিং বক্স এবং দুইটি বুশবার এণ্ড-কানেক্টিং টাইপ কেবল বক্স (সবগুলিই ৬·৬ কে ভি, ৩ কোর ৫০ বঃ মিঃ মিঃ এ পি এল এস টি এস কেবলের পক্ষে উপযুক্ত), কেবল কম্পাউণ্ড সহ আবশ্যক জয়েণ্টিং মেটিরিয়াল কেবলমাত্র একটি ফেজে ০-৩০এ রেঞ্জসমন্বিত সি টি অপারেটেড ৬" ডায়াল অ্যামিটার সহ সম্পূর্ণ হওয়া চাই। যন্ত্রটি অবশ্যই 'অন-অফ' অপারেশনের জন্য হস্তচালিত লিভার মেক্যানিজম সহ দিতে হইবে, এবং উহা অবশ্যই ত্রুটিযুক্ত অবস্থায় ট্রিপিং আউটের ব্যবস্থাসমন্বিত লোডের দ্বারা বন্ধ হওয়ার উপযুক্ত হওয়া চাই। যন্ত্রটি অবশ্যই ইনডোর ইনস্টলেশন, ভারমিন ও ময়েশ্চার প্রুফের উপযুক্ত হওয়া চাই এবং অবশ্যই সংশ্লিষ্ট আই এস এস অনুযায়ী হওয়া চাই—১ দফা।

২। স্পেয়ার এইচ টি ফিউজ সরবরাই ও ডেলিভারী—৬টি।

অবশ্যই সর্বচার্জ ধরিয়া দর দিতে হইবে।

সেক্রেটারী,
কলিকাতা করপোরেশন,
১৬/৩/৭১,
(৩৩১১)

রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

১-৪-৭১ তারিখে রেলওয়ে জমির উপর পথ বন্ধ

১-৪-৭১ তারিখে যে সমস্ত পথ বন্ধ থাকিবে, তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইলঃ—

১। শিয়ালদহ-কাইজার স্ট্রীট হইতে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবের জন্য রেলওয়ে পাকা সীমানা দেওয়াল পর্যন্ত পথ। ২। উল্টাডাঙ্গা—কোল ডিপো নং ১০ (নূতন নং ৪০)-গামী রাস্তা। ৩। উল্টাডাঙ্গা—উল্টাডাঙ্গা রোড স্টেশনের নিকটবর্তী ২/১৫-১৬ মাইলে ফুট ওভার-ব্রিজের উপর রাস্তা। ৪। সোদপুর—মেসার্স বঙ্গেশ্বরী কটন মিলসের জন্য রাস্তা। ৫। খড়দহ—খড়দহ হইতে শান্তিনগর কলোনি পর্যন্ত রাস্তা—মেসার্স বেঙ্গল ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট লিঃকে লাইসেন্স দেওয়া। ৬। ব্যারাকপুর—শ্রী কে কে ঘোষের প্রেমিসেস পর্যন্ত রেলওয়ে সীমানা দেওয়ালের দরজা-সহ একটি ফোকর। ৭। শ্যামনগর—ডানবার কটন মিল সাইডিং-এর বেড়া বরাবর রাস্তা। ৮। মাইল ১৯/১ (ইস্টার্ন সেকশন) ৯। কাঁকিনাড়া—রিলায়েন্স জুট মিল কোং লিঃ-এর সীমানা দেওয়াল হইতে দরজা সহ একটি ফোকর। ১০। নৈহাটী—গৌরীপুর মিল সাইডিং-এর উপর রাস্তা পার হওয়ার ব্যবস্থা সহ দুইটি ফোকর এবং টার্নস্টাইল গেট সমন্বিত দুইটি ফোকর। ১১। মেসার্স মিডল্যাণ্ড বোস অ্যাণ্ড কোং—কুলি ডিপো-এর জন্য রাস্তা ও গেট। ১২। স্টেশনের পূর্বদিকস্থ রাস্তা — যাহা কলোনির মধ্য দিয়া গিয়াছে। ১৩। হালিশহর—ট্রেলর চলাচলের জন্য নৈহাটীস্থ হুকুমচাঁদ জুট মিল সাইডিং-এর নিকটে বেড়াতে একটি ফোকর। ১৪। কাঁচড়াপাড়া—থানা হইতে কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ রোড। ১৫। অফিসার্স কলোনীগামী রাস্তা। ১৬। কনজারভেন্সী রোড। ১৭। বনগাঁও রোড ব্রিজ হইতে স্টেশন পর্যন্ত মেন লাইনের পূর্বদিকস্থ রাস্তা। ১৮। নিচুবাসা বস্তী হইতে স্টেশন পর্যন্ত পাদপথ। ১৯। পাদপথ—যাহা চাকলা হইতে বহির্গত হইয়া লেভেল ক্রসিং গেট নং ৩৯—মাইল ২৫/২-৩ পাদপথ মাইল ২৮/৭-৮ পর্যন্ত গিয়াছে। ২০। নৈহাটী—পাদপথ—যাহা মেসার্স বৈদ্যনাথ মিত্র, রাধাগোবিন্দ দাস এবং পাঁচুগোপাল মণ্ডলের (কাঁটালপাড়া) জমি পর্যন্ত গিয়াছে। ২১। পাদপথ—যাহা মালঞ্চ রোড হইতে বাহির হইয়া নৈহাটীস্থ শ্রী আর কে মজুমদারের প্রেমিসেস (পেপার পাল্প মিল সাইডিং) পর্যন্ত গিয়াছে। (২) চাঁৎপুর সেক্সনঃ—(১) চাঁৎপুর—বাবু রামলাল রায়ের জন্য রাস্তা। (৩) সাদার্ন সেক্সনঃ—বালীগঞ্জ—(ক) নাটোরের মহারাজা, (খ) ঘোষ অ্যাণ্ড কোং, (গ) বি চ্যাটার্জি, (ঘ) মেসার্স ডি সান্যাল অ্যাণ্ড কোং, (ঙ) পি এন মণ্ডল অ্যাণ্ড কোং, (চ) গণেশ শা ও যদুপ্রসাদ, (ছ) মিঃ ইন্দুভূষণ রায়, (জ) মেসার্স গঙ্গারাম চৈতরাম-এর কর্মচারীদের জন্য রাস্তা। (১) ভারতী ইলেক্ স্টীল লিঃ-এর জন্য রাস্তা। (২) মিঃ হীরালাল রায় ও শ্রীপদ ব্যানার্জির জন্য রাস্তা। (৩) মল্লিকপুর—গোবিন্দচন্দ্র দে এবং অন্যান্যদের জন্য রাস্তা। (৪) বারুইপুর—জনসাধারণের জন্য পাদপথ। (৫) মগরাহাট রোড—স্টেশনের পশ্চিমে—এ বি পালের জন্য। (৬) সন্তোষপুর—পাদপথ—যাহা সন্তোষপুর স্টেশন পর্যন্ত গিয়াছে—রেলওয়ে ফেন্সিং-এর পশ্চিম পার্শ্বে। (৭) বালিগঞ্জ—বি এন মুখার্জির অনুকূলে ৬১নং ও ৬২নং কোয়ার্টার্সের মধ্যবর্তী ১০ম গেটওয়ে ফোকর। (৭এ) নঙ্গী—টার্নস্টাইলস নর্থ ও সাউথের মধ্য দিয়া নির্গত প্যাসেজের উভয় প্রান্ত। (৮) ঘুটিয়ারীশরীফ—হাজী এরসাদ আলীর অনুকূলে রেলওয়ে সীমানা দেওয়ালে বাবস্থিত ৪'—০" একটি ফোকর। (৯) বজবজ—বজবজ মিউনিসিপ্যালিটিকে লাইসেন্স দেওয়া পথ। (১০) সোনারপুর—শ্রী কে পি মুখার্জিকে লাইসেন্স দেওয়া পথ। বি জি বি—বজবজে শ্রী এম এম বসু চৌধুরীর গেটের ফোকর।

২২। রাণাঘাট-লালগোলা সেক্সন

(১) রাণাঘাট—(ক)—মেসার্স বার্মা শেল অয়েল স্টোরেজ অ্যাণ্ড ডিস্ট্রিবিউটিং কোং ইণ্ডিয়া লিঃ-এর প্রেমিসেসের দক্ষিণে গো-মহিষাদির গাড়ির প্যাসেজের জন্য গেট ও পাথওয়ে। (খ) শ্রী পি কে দে, অবসরপ্রাপ্ত গার্ডকে লাইসেন্স দেওয়া সীমানা দেওয়ালের ফোকর। (২) বাদকুল্লা—নদীয়া সুগার মিল অ্যাণ্ড এস্টেটের জন্য গেট ও অ্যাপ্রোচ রোড। (৩) কৃষ্ণনগর—(ক) তারানারায়ণ ঘোষের পুকুরের পশ্চিম দিকে স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড সংযোগকারী রাস্তা, (খ) মিউনিসিপ্যালিটির গো-মহিষাদির গাড়ি যাওয়ার রাস্তা, (গ) মাইল ১০/৯ (কৃষ্ণনগর নবদ্বীপ ঘাট লাইন) ললিতমোহন চ্যাটার্জির জন্য প্যাসেজ। (৪) ভগবানগোলা—শ্রীনাথ পোদ্দারের ফার্মের দিকে গেট। (৫) বেলডাঙা—রেলওয়ে পাম্প শেডের দিকে মিল প্রেমিসেস হইতে রেলওয়ে জমি পর্যন্ত দুইটি গেট এবং একটি গেট গুডস শেডের দিকে সুগার মিল ট্রলি লাইনের উপর। (৬) বনগাঁ সেক্সন—দমদম ক্যাণ্টনমেণ্ট—স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড হইতে ডাঃ এন দেব প্রেমিসেসগামী পাথওয়ে। (৭) বারাসত—শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র ঘোষের অনুকূলে রেলওয়ে সীমানা দেওয়ালে ৪'—০" একটি ফোকর। (৮) কাঁচরাপাড়া—(ক) কাঁচরাপাড়া-তে হিন্দমার্শ ইনস্টিটিউটের পশ্চিমে বনগাঁ রোড হইতে ফোরম্যান কলোনীগামী রাস্তা। (খ) কাঁচরাপাড়া-তে বনগাঁ রোড হইতে ব্রতচারী পার্কের পশ্চিমে এম ই এস ওয়ার্কশপগামী রাস্তা। (গ) কাঁচরাপাড়াতে ওয়ার্কশপ রোড হইতে ধোবীপুকুরগামী রাস্তা। (৯) সি সি আর সেকশন—দক্ষিণেশ্বরে—রানী রাসমণি রোড হইতে বিবেকানন্দ ব্রিজগামী রেলওয়ে অ্যাপ্রোচ রোড।

ডিভিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, শিয়ালদহ
জি|১০|৩|পিআরও|এসডিএএইচ—৮০
(৩৩১৮)

টেণ্ডার

হাওড়ার হাইট ম্যানশনে ৭০'—০" উচ্চ স্টেজিং-এ ৫০,০০০ গ্যালন ক্যাপাসিটির আর সি ও এইচ ট্যাঙ্কের ব্যবস্থাপনার জন্য সীল করা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে। অনুমিত ব্যয় ৫৯,৬০০৲ টাকা। বায়নার পরিমাণ ১১৯২৲ টাকা। জামীন জমা ২৯৮৲ টাকা। কলিকাতাস্থ এই রেলওয়ের চীফ ক্যাশিয়ারের নিকট প্রতিটির জন্য অফেরতযোগ্য ৫৲ টাকা জমা দেওয়ার রসিদ দেখাইলে ১-৪-৭১ হইতে ৭-৪-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত হাওড়াস্থ ডিভিশন্যাল সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ারের অফিসে টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। টেণ্ডার ৮-৪-৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে ও সেই দিন বেলা ৩টায় খোলা হইবে।

ডিভিশন্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
হাওড়া
জি ১০|২|পি আর ও|
এইচ ডবলিউ এইচ—৮০
(৩২১১)

ওড়িশা বিধানসভায় বাইরের কেউ নব কংগ্রেস দলের নেতা হবেন না

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৭ মারচ—ওড়িশায় নব কংগ্রেস যদি সরকার গঠন করে তাহলে বাইরের কেউ নব কংগ্রেস বিধানসভা দলের নেতা হবেন না আজ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাবার্তায় নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজগজীবন রাম একথা সুস্পষ্টভাবে বলেন।

শ্রী রামের কথার তাৎপর্য এই যে, শ্রীমতী নন্দিনী সৎপথী ওড়িশা বিধানসভায় নব কংগ্রেস দলের নেতা নন এবং সেই হিসাবে ওই রাজ্যের এবং সেই হিসাবে ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন না। এই প্রসঙ্গে শ্রীমতী সৎপথীর নাম নিয়ে যে জল্পনা-কল্পনা শোনা যাচ্ছিল অতঃপর তার অবসান ঘটবে বলে আশা করা যায়।

আজ পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসনের ১ বছর পূর্ণ হচ্ছে

স্টাফ রিপোরটার

আগামী ৩১ মারচ পর্যন্ত পশ্চিম বাংলায় বর্তমান রাষ্ট্রপতির শাসনের মেয়াদ বলবৎ থাকছে। ওই তারিখের মধ্যে কোন কারণে নতুন সরকার গঠন একান্তই সম্ভব না হয়ে উঠলে আরও ছয় মাসের জন্য এই শাসনের মেয়াদ বাড়াবার প্রশন উঠবে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রাজ্য সরকারের এক মুখপাত্র অবশ্য বুধবার এই আশা প্রকাশ করেন যে, ৩১ মারচ-এর পর এখানে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু রাখার কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে না। প্রাথমিক অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও তার মধ্যে নতুন সরকার নিশ্চয়ই গঠিত হয়ে যাবে।

তবে, একান্তই যদি কেন্দ্রে রাজ্যের ভোট অন অ্যাকাউনট বাজেট পাশ করিয়ে নেওয়ার দরকার হয়, সেজন্য তা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি শাসনের এক বছর

১৯৭০ সালের ১৬ মারচ শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীরূপে পদত্যাগ করার পর গত ১৯ মারচ রাষ্ট্রপতি এখানে তাঁর শাসন কায়েম করেন। সেই হিসাবে, আজ ১৮ মারচ পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসনের এক বছর পূর্ণ হচ্ছে।

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখিত না হলে সূচিত সময় বিকাল অথবা সন্ধ্যা বোঝাবে]

পূর্ববঙ্গে গণহত্যার প্রতিবাদে সভা : ৫-৩০ মিঃ ভারতসভা ভবন ৬২, বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রিটে জনসভা। **শ্রীশ্রীরামদাস জন্মোৎসব :** বরাহনগর পাঠ বাড়িতে রামদাস মহারাজের জন্মোৎসব। **শ্রীতারা মঠ :** সন্ধ্যায় ৬এ, তারাচরণ রোডে শ্রীছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কীর্তন। **গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী :** ৭টায় ১/১এ, বৈষ্ণব সম্মিলনী লেনে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা। **বিবেকানন্দ মিশন :** ৬-৬৩ মিঃ বিবেকানন্দ হলে (ট্রাম ডিপোর সামনে) স্বামী তুরীয়ানন্দের জীবনী আলোচনা আলোচনা। **গণেশচন্দ্র কালচার সোসাইটি :** ৬-৩০ মিঃ ৪ হরিশচন্দ্র মল্লিক স্ট্রিটে বাৎসরিক উৎসব। প্রধান বক্তা—অধ্যাপক ব্রজেন্দু গোস্বামী। **বিড়লা শিল্প ও সংগ্রহশালা**—দুপুর ১-৩০ মিঃ ১৯এ, গুরুসদয় দত্ত রোডে চলচ্চিত্র প্রদর্শন। **শ্রীভক্তিবিনোদ গোষ্ঠী**—৬টায় ২৬এ, দেওদার স্ট্রিটে পাঠ ও পদাবলী কীর্তন। **রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার**—৬-৩০ মিঃ বিবেকানন্দ হলে মহাভারত সম্পর্কে আলোচনা। **বিবেকানন্দ সোসাইটি**—৬-৩০ মিঃ ১৫১ বিবেকানন্দ রোডে গীতা পাঠ। **ইনডিয়ান ইনস্টিটিউট অব পারসোনেল ম্যানেজমেনট**—৫-৩০ মিঃ ১ মিডলটন স্ট্রিটে সভা। **সতীর্থ সম্মেলন**—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের আসন্ন সতীর্থ সম্মেলনের পত্রিকায় রচনাদি পাঠাবার জন্য বিভাগীয় প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের কাছে আহ্বান জানান হয়েছে। ঠিকানা, অশোককুমার চক্রবর্তী, দর্শনবিভাগ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

কৃষ্ণনগরে গুলিবিদ্ধ হয়ে একজন নিহত

স্টাফ রিপোরটার

বুধবার সন্ধ্যার পর কৃষ্ণনগর শহরে ডাঃ সমরেন্দ্রনাথ সিংহ (৬৪) নামে এক ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান।

প্রকাশ, শহরের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোডের ওপর পুলিশের একটি ভ্রাম্যমাণ গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা পড়তে থাকলে পুলিশ দু' রাউনড গুলি চালায়। ডাঃ সিংহ ওই সময়েই গুলিবিদ্ধ হন। শ্রীমন্টু দত্ত (৩০) নামে অপর একজনের বুকেও ওই সময় গুলি লাগে। শ্রীদত্তকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

টেণ্ডার

মোগলসরাইস্থিত রেলওয়ে ট্রেন লাইটিং ইনস্পেক্টরের নিকট রক্ষিত ৫০০টি অকেজো ট্রেন লাইটিং ফ্যান মেরামত করিবার জন্য সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। দানাপুরের স্টেশন মাস্টারের নিকট প্রতিটি বাবদ ১০৲ টাকা (অফেরতযোগ্য) আদায় দিয়া প্রাপ্ত রসিদ দেখাইলে দানাপুরস্থিত এই রেলওয়ের ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারের নিকট টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। ডাকযোগে টেণ্ডার ফরম পাঠান হইবে না। ৩১-৩-৭১ তারিখ পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে।

ডিভিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দানাপুর
জি ১০/৫/পিআরও/ডিএনআর-৬৮
(৩৩১৭)

বিপদসংকেত-সূচক শিকল অকার্যকর করিয়া রাখা

হাওড়া ও শিয়ালদহ ডিভিসনে (সমস্ত পথ) সমস্ত সুবার্বান ট্রেনে লেডিজ ও পোস্টাল কম্পার্টমেণ্ট বাদে বিপদ সংকেত-সূচক শিকল ১৯-৩-৭১ তারিখ হইতে ৩ মাসের জন্য অকার্যকর অবস্থায় থাকিবে।

চীফ অপারেটিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
জি ১০|১| পি আর ও/কপস-৩৫
(৩৪৫৮)

২০ মারচ ওড়িশা কংগ্রেস পরিষদ দলের সভা

সিদ্ধার্থ রায় উপস্থিত থাকবেন

ভুবনেশ্বর, ১৭ মারচ—২০ মারচ ওড়িশা বিধানসভার নবনির্বাচিত নব কংগ্রেস সদস্যদের যে সভা হবে তাতে নব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় এ আই সি সি-র পর্যবেক্ষক হিসাবে যোগদান করবেন। এই সভায় কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা ও অন্যান্য কর্মকর্তা নির্বাচিত হবেন।

এ আই সি সি-র(নব) সাধারণ সম্পাদক শ্রী এইচ এন বহুগুণা আজ টেলিফোনে উৎকল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির আহ্বায়ক শ্রীবিনায়ক আচার্যের সঙ্গে ওড়িশার সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন।

জানা গিয়েছে শ্রীআচার্যকে পুনরায় বলেছেন নব কংগ্রেস ওড়িশার অন্য কোন দলের সঙ্গে কোয়ালিশন করবে না। নব কংগ্রেস যদি একাই সরকার গঠন করতে পারে তো ভালো না হলে তাকে বিরোধী দলের আসনে বসবার জন্য তৈরি থাকতে হবে।

ইতিমধ্যে ওড়িশা নব কংগ্রেস নেতাদের একটি দল উৎকল কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনীলমণি রাউত রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নব কংগ্রেসের সঙ্গে উৎকল কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে উৎকল কংগ্রেসের জবাবের জন্য তাঁরা অপেক্ষা করছেন। —পি টি আই

সামরিক হত্যাকাণ্ডের তদন্ত হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিচারপতির নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হচ্ছে। ঢাকা বেতার কেন্দ্রের খবরে এই কথা বলা হয়েছে।

ঢাকায় জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ এবং শেখ মুজিবর রহমানের মধ্যে দ্বিতীয় দিনের অসমাপ্ত আলোচনাকালে এই ঘোষণা করা হয়। আজকের বৈঠক এক ঘণ্টা ধরে চলে। বৈঠক শেষে শেখ মুজিবর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, আলোচনা আরও চলবে।

শ্রীরহমান আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, আলোচনা যখন এগিয়ে চলেছে তখন তাঁর পক্ষে এখন বলার কিছু নেই।

তবে তিনি এটা সুস্পষ্ট করে বলেন, আওয়ামী লীগের চার দফা দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত আইন অমান্য আন্দোলন চলতে থাকবে।

ঢাকা বেতারে বলা হয়, বাংলা দেশের জনগণ 'গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার নতুন প্রভাত সূর্যালোকের স্পর্শ অনুভব করছেন। তাঁরাই আজ হলেন তাঁদের দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা এবং তাঁদের নেতা শের-ই বঙ্গাল শেখ মুজিবর সাফল্যের সঙ্গে এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে সর্বোচ্চ ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়েছেন। বস্তুত গত ১৬ দিন যাবৎ তাঁর বাসভবনই সরকারের সদর কার্যালয়ে পরিণত হয়েছে।

আজ শেখ মুজিবরের ৫২ তম জন্মদিবস। এই উপলক্ষে 'বাংলা দেশের' জনগণ তাঁকে অভিনন্দন জানান। ঢাকা বেতার কেন্দ্র তাঁকে 'মুক্তিদাতা হিসাবে' অভিনন্দন জানিয়ে এক ঘোষণায় বলে যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে ধ্বংস করার প্রয়াসকে কোনরকমেই বরদাস্ত করা হবে না। ওই বেতারে আরও বলা হয়, যদি সেইরকম কোন চেষ্টা হয়ই তাহলে জনগণের মহান অপরাজেয় শক্তির দ্বারা তাকে পরাভূত করা হবে।

পাকিস্তান পিপলস পারটির চেয়ারম্যান শ্রীভুট্টোর দুই দলের গরিষ্ঠতার নীতির (অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একজন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য আর একজন) নিন্দা করে ঢাকা বেতার বলেন, শ্রীভুট্টো ক্ষমতায় আসার ইচ্ছায়' এই নীতির কথা তুলে ধরেছেন।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

মৌলানা মুফতি মাহমুদ

নয়াদিল্লি, ১৭ মারচ—জমিয়াত-উল-উলেমাই-ইসলামের সাধারণ সম্পাদক মৌলানা মুফতি মাহমুদ আজ মুলতানে বলেন, পাকিস্তানের বর্তমান সংকট নিরসনে সাহায্য করার জন্য আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান এবং অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আলোচনার্থে তিনি শুক্রবার ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করবেন।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

আজ আকাশ পরিষ্কার থাকবে

স্টাফ রিপোরটার

আজ আকাশ পরিষ্কার থাকবে। দিন বা রাত্রে তাপমাত্রার বিশেষ কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

বুধবার সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৩৫·৫ ডিঃ সেঃ (স্বাভাবিক) এবং ১৯·৮ ডিঃ সেঃ (স্বাভাবিকের ২ ডিঃ সেঃ নিচে)।

আর্দ্রতার শতকরা পরিমাণ ছিল সর্বাধিক ৯৩ ভাগ, সর্বনিম্ন ২০ ভাগ। এদিন কোন বৃষ্টিপাত নেই।

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

দু'জন রাজনৈতিক কর্মী সহ চারজন খুন

স্টাফ রিপোরটার

মঙ্গল-বুধের চব্বিশ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে চারজন খুন হয়েছেন—দুজন রাজনৈতিক কর্মী, একজন ছাত্র এবং এক বৃদ্ধ। ছুরিকাহত হয়েছেন একজন হাবিলদার।

এদিকে হাওড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ২৪ মারচ পর্যন্ত প্রতি রাতের জন্য কারফু জারী করা হয়েছে। এ ছাড়া সাঁকরাইল থানা এলাকায় অ-সি পি এম নাগরিকদের জীবন বিপন্ন বলে ফরওয়ারড ব্লক রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ পেশ করেছেন।

কলকাতা পুলিশ বুধবার ভোরে জোড়াবাগান এবং মুচিপাড়ায় হানা দিয়ে নকশালপন্থী বলে বর্ণিত ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে।

কৃষ্ণনগরে পৌরকর্মী খুন

কৃষ্ণনগর থেকে ইউ এন আই খবর দিচ্ছেন, বুধবার কৃষ্ণনগরের নিকট নগেন্দ্রনগরে কৃষ্ণনগর পৌরসভার কর্মী অনিল শীল (২৬) ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়।

শ্রী শীল গত সপ্তাহে নির্বাচনে সি পি আই (এম)-এর পক্ষে কাজ করেছিলেন।

এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বুধবার সমস্ত পৌর কর্মচারী ধর্মঘট পালন করেন।

কোচবিহারে নব কংগ্রেস কর্মী খুন

ইউ এন আই জানাচ্ছেন, বুধবার কোচবিহার থেকে কলকাতায় একজন নব কংগ্রেস কর্মী খুন হবার খবর আসে। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার রাত্রে কোচবিহার কতোয়ালি থানার অধীন টালিগুড়িতে শশধর মোদকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। শ্রী মোদক একজন নব কংগ্রেসকর্মী ছিলেন।

ছাত্র খুন

শিলিগুড়ির ইউ এন আই-এর খবর: আর একটি ঘটনায় আই টি আই-এর ছাত্র বাচ্চু নিয়োগী গতকাল রাত্রে বাঘাযতীন পারক এলাকায় ছুরিকাঘাতে নিহত হন। কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। শ্রী নিয়োগী নকশালপন্থী বলে বর্ণিত।

ছুরিকাঘাতে প্রৌঢ় নিহত

স্টাফ রিপোরটার জানাচ্ছেন বুধবার উদয়নারায়ণপুর থানার বরদা গ্রামে ছুরিকাঘাতে নিহত ব্যক্তির নাম শ্রীমঙ্গল চোংদার (৫০)। এ সম্পর্কে একজনকে গ্রেফতার করা হয়। নিহত এবং ধৃত ব্যক্তির কোন দলের তা জানা যায়নি।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শ্রী চোংদার একটি শেয়ার ট্যাকসি করে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ৪।৫ জন সশস্ত্র লোক ট্যাকসিটিকে আটক করে অন্যান্য যাত্রীদের নেমে যেতে বলে। সকলে নেমে গেলে আক্রমণকারীরা শ্রী চোংদারকে ছুরি মারে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মারা যান।

সাঁকরাইলে উত্তেজনা
রাষ্ট্রপতির কাছে তার

সাঁকরাইল থানার নলপুর, রঘুদেববাটি এবং রামেশ্বরনগর প্রভৃতি এলাকায় অ-সি পি এম নাগরিকদের জীবন বিপন্ন বলে অভিযোগ জানিয়ে স্থানীয় নাগরিকদের পক্ষে সাঁকরাইল থানা ফরওয়ারড ব্লকের সম্পাদক শ্রীসতোন রায় বুধবার রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এবং রাজ্যপালের মুখ্য উপদেষ্টার কাছে এক তারবার্তা প্রেরণ করেছেন বলে হাওড়া জেলা ফরওয়ারড ব্লকের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

জেলা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাওয়া খবরে প্রকাশ, সাঁকরাইল ও বাউড়িয়ার কোন কোন এলাকায় কিছুটা উত্তেজনা আছে। এর মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। বুধবার ওই সব এলাকা থেকে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনারই খবর পাওয়া যায়নি।

হাওড়ায় কারফু

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে হাওড়া জেলার ব্যাঁটরা, বালি, হাওড়া, জগাছা, সাঁকরাইল ও শিবপুর থানা এলাকায় প্রতিদিন রাত এগারোটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কারফু জারী করা হয়েছে।

বুধবার থেকে আগামী ২৪ মারচ পর্যন্ত এই আদেশ বলবৎ থাকবে। তবে বাকল্যানড ব্রিজ, মহাত্মা গান্ধী রোড, জি টি রোড, ঋষি বঙ্কিম রোড, আন্দুল রোড, কার্তিকচন্দ্র দত্ত রোড, ফরশোর রোড ও দেবেন্দ্র গাঙ্গুলী রোড কারফু আওতার বাইরে থাকবে।

কংগ্রেসকর্মী গুরুতর আহত

শিলিগুড়ি থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী শ্রীতারিণীচরণ দাসকে আজ সকালে এখানকার শক্তিগড় এলাকায় একদল দুষ্কৃতকারী গুলি করে। তিনি বাজারে যাচ্ছিলেন। তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় শিলিগুড়ি হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। ঘটনার পরেই দুষ্কৃতকারীরা পালিয়ে যায়।

মেয়ে স্কুলে আগুন

বুধবার দুপুরে নিউ আলিপুর থানা এলাকায় চেতলা বালিকা বিদ্যালয়ে হামলা হয়। পুলিশ সূত্রে বলা হয়, একদল যুবক স্কুলের মধ্যে ঢুকে আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। কাগজপত্রে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর সকলে উধাও হয়ে যায়। এটি নকশালপন্থীদের কাজ বলে পুলিশের সন্দেহ।

শ্যামপুকুর এলাকায় বোমা, ছোরা উদ্ধার

বুধবার শ্যামপুকুর থানা এলাকায় গণেন মিত্র লেনে পুলিশ ৩টি ভোজালি, ৪টি ছোরা, একটি হেঁসো ও ১৪টি তাজা বোমা পেয়েছে। এ সম্পর্কে তদন্ত চলছে।

কৃষ্ণনগরে হামলা

কৃষ্ণনগর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, গত ১৫ মারচ কৃষ্ণনগর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে কতোয়ালী থানার অন্তর্গত ধুবুলিয়াতে কিছু সংখ্যক লোক নতুন ক্যামপের কয়েকজন নব কংগ্রেসকর্মীর বাড়িতে চড়াও হয়ে বোমা নিক্ষেপ করে এবং ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ চালায় বলে পুলিশের অভিযোগে বলা হয়েছে। আক্রমণকারীদের হাতে ৪ জন নব কংগ্রেসকর্মী আহত হন। পুলিশ ওই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ৪ জন সি পি এম সমর্থককে গ্রেফতার করে বলে জানায়।

জেলে বোমা

গত ১৫ মারচ কৃষ্ণনগর ঘূর্ণীতে জেলখানার ওপর পর পর কয়েকটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। জেলখানার পাহারারত শান্ত্রী দুর্বৃত্তদের লক্ষ্য করে তিন রাউনড গুলি ছোড়ে। গুলিতে কোন হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

মঙ্গলবার কৃষ্ণনগর শহরের কয়েকটি অঞ্চল সামরিক বাহিনী দিয়ে করডন করে তল্লাসী চালানো হয়। পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

বহরমপুরে হাবিলদার ছুরিকাহত

বহরমপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, বুধবার দুপুরে মঙ্গল সিং নামে বহরমপুর কতোয়ালির একজন হাবিলদার সাইকেল চড়ে যাবার সময় সেনট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের নিকট মেইন রোডে ছুরিকাহত হন। হাবিলদারকে পেছন দিক থেকে ছুরি মারা হয়েছিল। শরীরে ছোরাবিদ্ধ অবস্থায় তিনি নিজেই হাসপাতালে চলে যান। চিকিৎসকরা ছোরা বের করেন। তাঁর অবস্থা ভালর দিকে। কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

সিউড়িতে বোমা

সিউড়ি থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, গত সোমবার রাত্রে সিউড়িতে বীরভূম টকিজের ম্যানেজার শ্রীকালীসদন ব্যানারজির বাড়িতে একটি বোমা পড়ে। কেউ আহত হননি। শ্রী ব্যানারজি সিউড়ি থানায় খবর দিলে পুলিশ তাঁর বাড়ি গিয়ে বোমার টুকরাগুলি কুড়িয়ে নেয়।

অপহৃত বন্দুক উদ্ধার

রামপুরহাট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতার খবর, গত সোমবার পুলিশ গোপন সংবাদের সূত্র ধরে মারগ্রামে একটি বাড়িতে হানা দিয়ে প্রচুর বোমা তৈরির মালমশলা উদ্ধার করে। পুলিশ দুটি বন্দুকও উদ্ধার করে—একটি পুকুর থেকে ও অন্যটি এক গমের ক্ষেত থেকে। গত ১৩ ফেবরুয়ারি রামপুরহাট থানার পারকুঠা গ্রামে বন্দুক দুটি চুরি হয়েছিল। এ সম্পর্কে তিনজন যুবককে মারগ্রাম থেকে গ্রেফতার করা হয়।

বিহার বিধানপরিষদে '৭১-৭২ সালের বাজেট পেশ

পাটনা অফিস

১৭ মারচ—অর্থমন্ত্রী শ্রী আর সি বর্মা আজ বিহার বিধান পরিষদে ১৯৭১-'৭২ সালের বার্ষিক বাজেট পেশ করেন।

অর্থমন্ত্রী ১৯৭১-৭২ সালের ২৪ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকার দ্বিতীয় অতিরিক্ত ব্যয় বিবৃতিটি দাখিল করেন।

উভয় সভার যুক্ত অধিবেশনে রাজ্যপালের ভাষণের পর পরিষদের বৈঠক বসলে আদি কংগ্রেসের সামি নাদবি একটি ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব তোলেন। আদি কংগ্রেসের শ্রীগৌরীশঙ্কর ডালমিয়া প্রস্তাবটি সমর্থন করেন।

দুর্নীতিদমন ও যোজনা মন্ত্রী শ্রীভোলাপ্রসাদ সিং প্রশাসনে দুর্নীতি দমনের জন্য তিনি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা সভায় সংক্ষেপে জানান।

শ্রী সিং রাজ্যপালের পেশ করা ২৭টি অরডিন্যানসের কপিও জমা দেন।

হাওড়া পৌর বাজেটে কোন নতুন করের প্রস্তাব নেই

স্টাফ রিপোরটার

হাওড়া পৌরসভার ১৯৭১-৭২ সালের বাজেটে কোন নতুন করের প্রস্তাব করা হয়নি।

হাওড়া পৌরসভার প্রশাসক শ্রীগণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন, বাজেটে আয় ধরা হয়েছে মোট ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ টকা এবং ব্যয় ধরা হয়েছে ৪ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা। আর প্রারম্ভিক তহবিলের টাকার অঙ্কের পরিমাণ ৫ লক্ষ ১৫ হাজার টাকার মত।

চুঙ্গি কর আদায় বাবদ হাওড়া পৌরসভার ভাগে যে টাকা পড়বে, তা থেকে কিছুটা ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করা হবে বলে শ্রী ভট্টাচার্য জানান।

শ্রী ভট্টাচার্য আরও বলেন, রাস্তাঘাট মেরামতের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করা হয়েছে। শহরে পানীয় জলের যে সমস্যা রয়েছে, সে সম্পর্কে শ্রী ভট্টাচার্য বলেন, এ সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

এই পৌরসভায় কোনও নির্বাচিত বোরড নেই। শ্রী ভট্টাচার্যই বাজেটটি রচনা করেছেন।

বোমবাইয়ে বাড়ি ধসে ৮ জনের মৃত্যু

বোমবাই, ১৭ মারচ—আজ দক্ষিণ বোমবাই-এর ফোরট অঞ্চলে একটি নয়তলা বাড়ির একাংশ ধসে পড়লে ৮ জন নিহত এবং আরও ১২ জন আহত হয়। ঐ দুর্ঘটনায় যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছেন দুই সন্তানসহ এক মহিলা। মহিলা।

ছয়টি দমকল বাহিনী, হোমগারড ও পুলিশ কর্মীরা ৬ ঘণ্টারও বেশি চেষ্টা করে ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে হতাহতদের উদ্ধার করে।

—ইউ এন আই

থলির মধ্যে মৃতদেহ

নিজস্ব সংবাদদাতা

বাগনান, ১৭ মারচ—গতপরশু বাউরিয়া থানার কাছে গঙ্গার ধারে একটি থলের মধ্যে জনৈক ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া যায়। তাঁকে প্রেমচাঁদ জুট মিলের কর্মী শান্তিময় ভট্টাচার্য (৪২) বলে সনাক্ত করা হয়েছে। তাঁর দেহে বহু ছুরিকাঘাতের চিহ্ন ছিল।

চণ্ডীতলার গ্রামে বোমা তৈরির কারখানা, ২১জন গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা

চন্দননগর, ১৭ মারচ—চণ্ডীতলা থানা এলাকার কলাছড়া গ্রামে হানা দিয়ে পুলিশ কাল একটি বোমা তৈরির কারখানা আবিষ্কার করে। প্রচুর পরিমাণ বিস্ফোরক, তৈরি বোমা এবং অ্যাসিড এবং ৭টি ছোরা আটক করা হয়। পুলিশ ওই গ্রামে ৪ ঘণ্টা ধরে ব্যাপক তল্লাসি চালিয়ে ৯৬ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধরে নিয়ে যায় এবং ওদের মধ্য থেকে ২১ জনকে গ্রেফতার করে।

যাত্রীবাহী জামেয়ার বিমানের ইনজিনে গোলযোগ

লখনউ, ১৭ মারচ—অসামরিক বিমান পরিবহণ দফতরের খবরে জানা যায়, পনেরজন যাত্রীকে নিয়ে একটি জামেয়ার বিমান আজ কলকাতা থেকে দিল্লি যাচ্ছিল। পথে ইনজিনের গোলযোগ দেখা দেওয়ায় আমাউসি বিমান বন্দরে নামতে বাধ্য হয়। এখানে নামার কথা ছিল না।

বিমানবন্দরের জনৈক সিনিয়ার অফিসার বলেন, দিল্লি থেকে জামেয়ারের আর একটি ডাকোটা বিমান তলব করা হয় এবং সমস্ত যাত্রীকে নিয়ে ওই বিমানটি পরে দিল্লি যাত্রা করে।

—ইউ এন আই

শিয়ালদায় আগুন

স্টাফ রিপোরটার

বুধবার রাত সাতটায় শিয়ালদা মেইন স্টেশনে হঠাৎ আগুন লাগে।

স্টেশনের মালগাড়ির লাইনে একটি অয়েল ট্যাঙকারে পেটরল ভরার সময় এই ঘটনা ঘটে। দমকলের এগারটি ইনজিন আধ ঘণ্টা কাজ করে আগুন আয়ত্তে আনে। কিন্তু একাজে দমকলের তিনজন কর্মী আহত হয়েছেন।

কুমারটুলিতে বোমা, গুলি

স্টাফ রিপোরটার

বুধবার বিকালে কুমারটুলির লালবাগানে একটি পুলিশ ঘাঁটি আক্রান্ত হলে পুলিশ দু রাউনড গুলি চালায়।

প্রকাশ, বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ একদল যুবক ওই পুলিশ ঘাঁটি লক্ষ্য করে পর পর বোমা ফাটায়। গুলিতে বা বোমায় কেউ আহত হয়েছে বলে খবর নেই।

শ্রীমতী গান্ধী সরকার গঠনে আমন্ত্রিত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজগজীবন রামের সভাপতিত্বে সংসদীয় দলের সদস্যদের এই বৈঠক বসে। সভার শুরুতেই দলের বিদায়ী সম্পাদক শ্রী আর পি সিংহ নির্বাচনে অসাধারণ সাফল্যের জন্য শ্রীমতী গান্ধীকে অভিনন্দন জানান। তারপর দলনেতা হিসাবে তাঁর নাম প্রস্তাব করেন শ্রীরাম। তুমুল হর্ষধ্বনিতে সকলে সে প্রস্তাবকে স্বাগত জানান।

শ্রীরাম বলেন: সংসদে আমরা বিপুল গরিষ্ঠতা অর্জন করেছি। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক শ্রীমতী গান্ধী। আজ সেই আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে। এই কাজে শ্রীমতী গান্ধীর চেয়ে যোগ্যতর আর কে হতে পারেন?

প্রস্তাবটি 'সর্বান্তঃকরণে' সমর্থন করে শ্রীচবন বলেন: এই নির্বাচন কংগ্রেস দলকেই শুধু একটি নতুন 'ম্যানডেট' দেয়নি—ভারতেরও এক নতুন ভাবমূর্তি তুলে ধরেছে। এই বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, জনগণের আশীর্বাদ ও দলীয় সদস্যদের আনুগত্যের সাহায্যে শ্রীমতী গান্ধী দলের কর্মসূচী ও নীতিগুলি রূপায়িত করতে সক্ষম হবেন।

আর কোন নাম প্রস্তাবিত না হওয়ায় সভাপতি শ্রীরাম বলেন: 'শ্রীমতী গান্ধীকে আমি নির্বাচিত বলে ঘোষণা করছি।' সঙ্গে সঙ্গে বহু সদস্য মঞ্চের চারপাশে শ্রীমতী গান্ধীকে ঘিরে দাঁড়ান, তাঁকে অভিনন্দন জানান, মাল্যভূষিত করেন। এই বৈঠক চলে ২৫ মিনিট ধরে।

গত পাঁচ বছরে শ্রীমতী গান্ধী এই তৃতীয়বার কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হলেন।

শ্রীমতী গান্ধীর ভাষণ

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ এখানে বলেন: জনগণের রায় নিয়ে সমাজতন্ত্রের পথে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে ঐক্যবদ্ধভাবে। জনগণ শুধু কংগ্রেস দলকেই ভোট দেননি—দলের কর্মসূচীর প্রতি তাঁদের আস্থাও জানিয়েছেন। সর্বশক্তি ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব। তিনি বলেন, গরীবী হঠানোর কাজে আবার নতুন করে নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে।

নির্বাচিত হওয়ার পরেই শ্রীমতী গান্ধী আরও বলেন: নির্বাচনের ফল দেখে জনগণ স্বভাবতই খুশি ও আনন্দিত। কিন্তু আমাদের কাছে এটা নিছক আনন্দ নয়—বরং এখন আমাদের দলের আদর্শ ও নীতিকে রূপায়িত করার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

শ্রীমতী গান্ধী প্রথমে হিন্দীতে, পরে ইংরাজীতে ভাষণ দেন।

তিনি বলেন: দলের ওপর এবার যে দায়িত্ব বর্তালো, তা তাঁরা যোগ্যতার সঙ্গে বহন করতে পারবে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

তিনি আরও বলেন: আমরা নির্বাচনে সফল হয়েছি। কিন্তু এই সাফল্য আমার, এটা বলা ঠিক নয়। আমি বরং মনে করি, আমাদের সম্মিলিত প্রয়াসের ফলেই এই সাফল্য।

হিথের অভিনন্দন

দিল্লি থেকে ইউ এন আইয়ের খবর, আবার নেতা নির্বাচিত হওয়ায় শ্রীমতী গান্ধীকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ারড হিথ অভিনন্দন জানিয়েছেন। এবং অকসফোরড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারী ডকটরেট ডিগ্রির গ্রহণ করতে আসার সময় শ্রীমতী গান্ধীকে ব্রিটিশ সরকারের অতিথি হওয়ার জন্যও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

ভারতীয় বার্তাজীবী সংঘের বার্ষিক অধিবেশন

বোমবাই, ১৭ মারচ—ভারতীয় বার্তাজীবী সংঘের সেকরেটারী-জেনারেল ঘোষণা করেছেন, কোলাপে গতকাল ঘোষণা করেছেন, আগামী ২৪ থেকে ২৬ এপরিল আহমেদাবাদে ভারতীয় বার্তাজীবী সংঘের পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

—ইউ এন আই

সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কে জাতীয় কমিশন গঠনের সুপারিশ

নয়াদিল্লি, ১৭ মারচ—আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জাতীয় সেমিনার সাংস্কৃতিক অধিকার ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ক ফাউণ্ডেশনের জাতীয় কমিশন গঠনের সুপারিশ করেছেন।

ইউনেসকো কর্মপরিষদের চেয়ারম্যান শ্রীপ্রেমকৃপাল এই সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন। তিনদিনব্যাপী এই সেমিনার শেষ হয়। কমিশন দেশে সাংস্কৃতিক সুযোগ সুবিধার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সমীক্ষা করবেন এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ করবেন।

—ইউ এন আই

জেলা সমীক্ষা

হুগলিতে সি পি এম নব কংগ্রেস, দুই পক্ষই লাভবান

স্টাফ রিপোরটার

হুগলি জেলার এবারের নির্বাচনে সি পি এম এবং কংগ্রেস—দু দলেরই শক্তি বেড়ে গিয়েছে। সি পি এমের আসন সংখ্যা বেড়েছে একটি কিন্তু কংগ্রেসের বেড়েছে তিনটি। তবে সি পি এম শ্রীরামপুর লোকসভার আসনটি এবার আদি কংগ্রেসের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। ফরোয়ারড ব্লক আর এস এস পি এবার কোন আসনই পায় নি। ওয়ারকারস পারটি হরিপালের আসনটি ছিনিয়ে নিয়েছে এস এস পি'র হাত থেকে।

সি পি আই গতবার শ্রীরামপুরের আসনে জয়ী হয়েছিল। এবার ওই আসনটি দখল করেছে নব কংগ্রেস। তবে সি পি আই সিঙ্গুরে সি পি এম কে পরাজিত করে শ্রীরামপুরের ক্ষতি পুষিয়ে নিয়েছে।

আবার সি পি এম ধনিয়াখালিতে ফরোয়ারড ব্লক এবং চণ্ডীতলায় বামপন্থী সমর্থিত নির্দল প্রার্থীকে পরাজিত করে ক্ষতি পুষিয়ে একটি বাড়তি আসন লাভ করেছে।

অবিভক্ত কংগ্রেস গতবার হুগলি জেলায় দুটি আসন—আরামবাগ (আদি কং) ও পুড়শুড়া (নব কং) দখল করেছিল। এবার সেই দুটি ছাড়াও নব কংগ্রেস আরও তিনটি আসন দখল করেছে। গতবার পুরশুড়া থেকে নির্বাচিত এবারের নব কংগ্রেস প্রার্থী আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন।

হুগলি জেলায় উল্লেখযোগ্য জয় হল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং চুঁচুড়া কেন্দ্রে প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদারের উল্লেখযোগ্য, পরাজয় ফরোয়ারড ব্লক নেতা প্রাক্তন যুক্ত ফ্রনটের মন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষের।

পর পর পাঁচটি নির্বাচনে উত্তরপাড়া কেন্দ্রে জয়ী সি পি এম নেতা শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা এবার আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রে আদি কংগ্রেসের সভাপতি ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র এবং নব কংগ্রেস নেতা শ্রীশান্তিমোহন রায়কে পরাজিত করে নির্বাচিত হয়েছেন।

নকশালদের খোঁজে চাকুলিয়া অঞ্চলে জোর তল্লাসি

নিজস্ব সংবাদদাতা

জামসেদপুর, ১৭ মারচ—এখান থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে চাকুলিয়া থানার অন্তর্গত রূপসকুনদ গ্রামের চারদিকে জোর তল্লাসি চলছে। এখানে গত ৯ মারচ প্রায় ২০০ নকশালপন্থীর সঙ্গে লড়াইয়ে বিহার মিলিটারি পুলিশের ২ জন কনসটেবল মারা যায়।

অঞ্চলটি ঘন জঙ্গলে ভরা। তাই খোঁজ করে মাটিতে রক্তের দাগ ছাড়া আর কিছুই এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। পুলিশ মনে করছে আক্রমণকারীরা পশ্চিম বাংলার ভিতরে ঢুকে পড়েছে। উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসাররা ওখানে শিবির স্থাপন করেছেন।

এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সাহায্য চাওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে যে অক্রমণকারীদের মধ্যেও দুজন নিহত হয়। কিন্তু তাদের মৃতদেহ নিয়ে ওরা পালিয়েছে।

আক্রমণকারীরা ১০টার মধ্যে ৯টা রাইফেল ও ১০০ রাউনড কারতুজ ছিনিয়ে নিয়েছে। আহত কনসটেবলরা টাটা মেইন হাসপাতালে আরোগ্যলাভ করছেন।

রাঁচির নিকটে বেআইনী অস্ত্র কারখানা

নিজস্ব সংবাদদাতা

রাঁচি, ১৭ মারচ—স্থানীয় পুলিশ রাঁচির নিকটে পালি গ্রামে একটি ক্ষুদ্র অরডন্যানস ফ্যাকটরি খুঁজে বার করেছে। পাঁচটি বন্দুক এবং একটি রিভলবার এখানে পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া আরও ৭।৮টি বন্দুক তৈরি করবার মত জিনিসপত্রও এখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এই সম্পর্কে দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সম্ভবত আরও কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হবে। আগেই সংবাদ পেয়ে রাঁচি পুলিশ এখানে এসে হানা দেয়।

গ্রন্থ সংবাদ

বহু বিশ্ববিখ্যাত বিদেশী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের মধ্য থেকে পছন্দমত যে কোন পাঁচটি বই মাত্র পাঁচ টাকায় পেতে পারেন। নিজে এসে পছন্দ করুন কিংবা গ্রন্থের তালিকার জন্যে ২০ পয়সার ডাকটিকিট সহ চিঠি লিখুন।

ইণ্ডো-আমেরিকান সোসাইটি
৬-সি, মিডলটন স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

(২৮৮৪এ)

বৃহত্তর কলকাতা বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার রেশন দোকান মারফত কানাডার সরিষা তেল বণ্টন

- বৃহত্তর কলকাতা বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার রেশন দোকানগুলি মারফৎ কানাডার সরিষার তেল বণ্টন করা হচ্ছে
- যে দোকানে আপনার রেশনকার্ড রেজেস্ট্রী করা আছে সেই রেশন দোকানে আপনার রেশন কার্ড দেখিয়ে কিলো প্রতি চার টাকা চল্লিশ পয়সা দরে আপনি এই তেল কিনতে পারেন
- সাপ্তাহিক বরাদ্দের পরিমাণ শিশু ও বয়স্ক নির্বিশেষে মাথাপিছু আড়াই শো গ্রাম আর আপনি একবারে চার সপ্তাহের পর্যন্ত বরাদ্দ পেতে পারেন
- এই তেলের চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলেছে : সেইজন্য যাতে বৃহত্তর কলকাতা বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার প্রত্যেকে এই তেল পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে
- আপনি আপনার রেশন দোকান থেকে আপনার প্রাপ্য তেল সংগ্রহ করুন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

গোয়েন্দা রিপ / জন প্রেণ্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

ইস্পাত তৈরীর সূক্ষ্ম কলাকৌশল

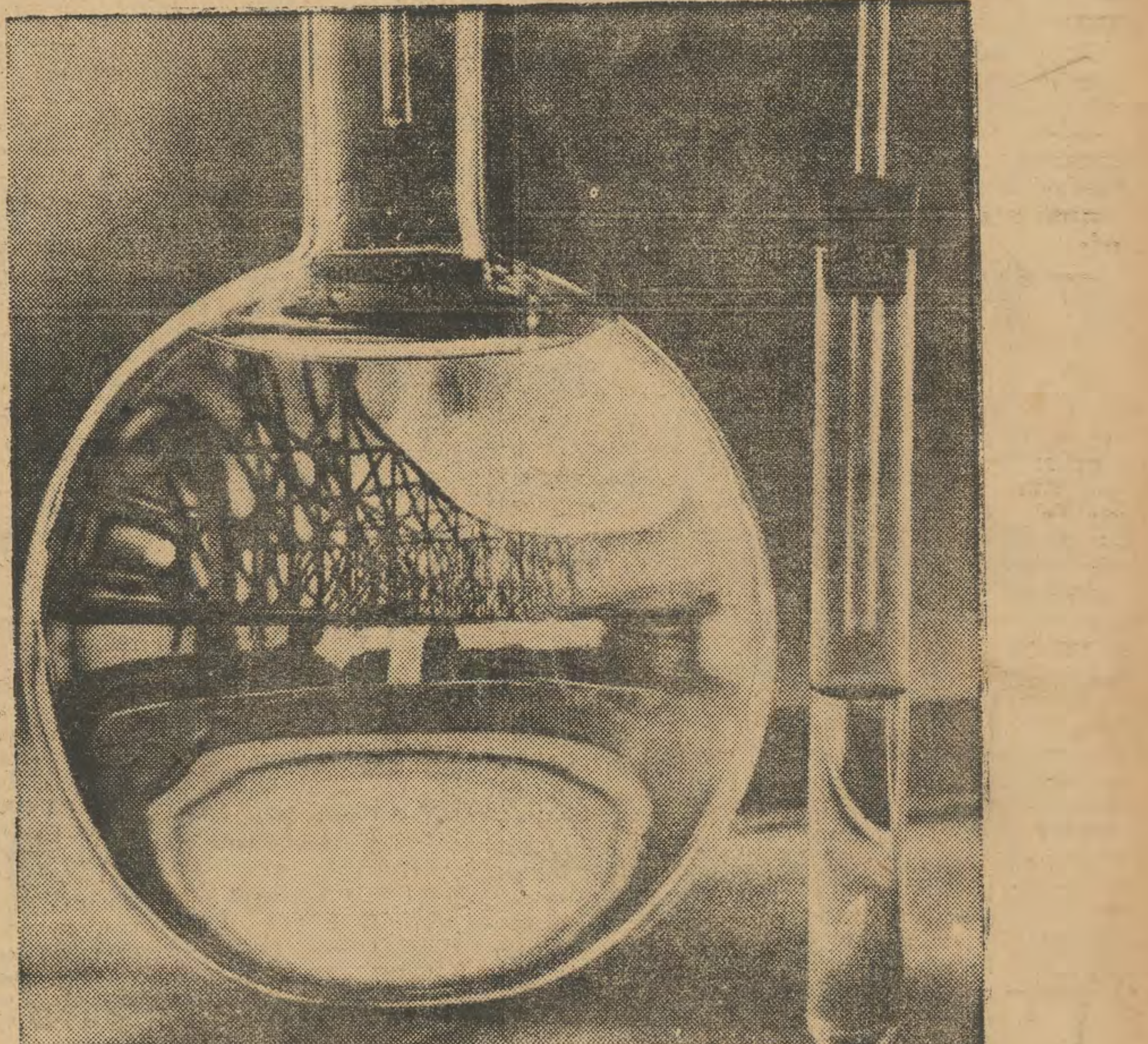

ধারাবাহিক চিন্তা, নতুন নতুন কল্পনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে আকরিক লোহাকে নানা কাজের উপযোগী রকমারি ইস্পাতে রূপান্তরিত করা হয়।

পুলের জন্য হাই টেনসাইল ইস্পাত আর জাহাজ, মালবাহী গাড়ী এবং ট্রলিবাসের জন্য ক্ষয়-নিরোধক ইস্পাত যা সহজেই জোড়া লাগে।

প্রতিরক্ষার জন্য বুলেট-প্রুফ আর্মার-প্লেট এবং হাই স্পীড ইস্পাত।

বিমানের জন্য ক্রোম-মলিবডেনাম ইস্পাত।

করাত এবং ক্ষুরের জন্য উৎকৃষ্ট টুল ইস্পাত।

তাছাড়া, আমেরিকার নির্ধারিত মান অনুযায়ী বিশেষভাবে তৈরী ইস্পাতের তার যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরবরাহ করা হয়েছে।

আজ তিরিশ বছরের ওপর টাটা স্টীলের রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট ল্যাবরেটোরি বিশেষ ধরনের ইস্পাত উদ্ভাবনের ব্যাপারে ভারতে অগ্রণী।

টাটা স্টীল

TN 2226

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
বৃহস্পতিবার, ৪ চৈত্র, ১৩৭৭

দিনের বাণী

অনন্ত সমুদ্র, জলেরও অবধি নাই। তার ভিতরে যেন একটি ঘট রয়েছে। বাহিরে ভিতরে জল। জ্ঞানী দেখে—অন্তরে বাহিরে সেই পরমাত্মা। তবে ঘটটী কি? ঘট আছে বলে জল দুই ভাগ দেখাচ্ছে, অন্তরে বাহিরে বোধ হচ্ছে। 'আমি' ঘট থাকলে এই বোধ হয়।
—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

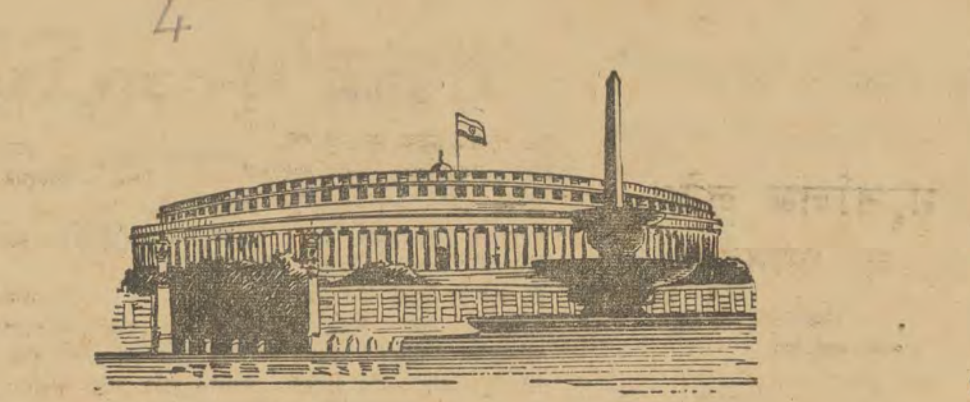

চার রাজ্যের কাহিনী

এবারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল মুখ্যত নূতন লোকসভা গঠনের নিমিত্ত। তিনটি ছাড়া অন্য রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন হওয়ার কথাও ছিল না, হয়ও নাই। অতএব মন্ত্রিসভা ভাঙাগড়ার প্রশ্ন সে সব রাজ্যে ওঠার কথা নয়। কিন্তু উঠিয়াছে, অন্তত চারটি রাজ্যে। ওই চারটিতেই নব-কংগ্রেস বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ। চারটির মধ্যে গুজরাট এবং মহীশূরে রাজ্যশাসন করিতেছে আদি-কংগ্রেস, বিহারে এবং উত্তরপ্রদেশে সংযুক্ত বিধায়ক দল, আদি-কংগ্রেসও সে জোটের শামিল। ভিন্ন দলের হাতে শাসনযন্ত্র পরিচালনার অধিকার থাকিলে কী হয় সব কয়টি রাজ্যেই লোকসভা-নির্বাচনে নব-কংগ্রেসের জয়জয়কার। মহীশূরে তো ২৭টি আসনের মধ্যে ২৭টিই সে দলের দখলে, গুজরাটে ২৪টির মধ্যে ১১টি, বিহারে ৫৩টির মধ্যে ৩৮টি আর উত্তরপ্রদেশে ৮৫র মধ্যে ৭৩টি। ঝড়ের মুখে ঝরা পাতার মতো চারটি রাজ্যেই শাসক দলগুলি কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। লোকসভায় তাহারা কোথাও নামমাত্র আসন পাইয়াছে, কোথাও-বা আদৌ পায় নাই। তাহাতে রাজ্য বিধানসভায় তাহাদের শক্তি অবশ্য অক্ষুণ্ণই রহিয়া গিয়াছে—এখনও তাহারাই নিজের নিজের বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কিংবা জোট। আইনত মন্ত্রিসভা গঠনের অধিকার তাহাদেরই।

তাহা হইলে কী হয়, রাজ্য চারটিতেই মন্ত্রিসভার আসন টলিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের পদত্যাগের দাবিও তুলিয়াছে বিজয়ী নব-কংগ্রেসের সমর্থকেরা। তাহারা বলিতেছে, লোকসভা-নির্বাচনের রায় যখন স্পষ্টত শাসকদল এবং জোটগুলির বিরুদ্ধে গিয়াছে তখন তাহারা গদি আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে কোন্ মুখে? আর লোক না হাসাইয়া তাহাদের উচিত অবিলম্বে পদত্যাগ করিয়া নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। তাহারা যদি সে যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিতে পারে, উত্তম। তখন তাহারাই রাজ্য শাসন করিবে, তবেই নূতন মন্ত্রিসভার বনিয়াদ সে-ক্ষেত্রে পাকা হইবে। কিন্তু এখন তাহারা যাহা করিতেছে সেটা অনধিকার-চর্চা ছাড়া আর-কিছু নয়। এ অভিযোগের উত্তর যে নাই এমন নয়। ক্ষমতার আসনে যাহারা অধিষ্ঠিত তাহারা অনায়াসে বলিতে পারে, যতক্ষণ না বিধানসভায় আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইতেছি—যতক্ষণ না সেখানে আমাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হইতেছে—ততদিন আমরাই রাজ্য শাসন করিব, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা জোটের বৈধ অধিকার খাটাইব। প্রতিপক্ষের সুবিধার জন্য অনর্থক কেন আমরা নির্বাচনের হাড়িকাঠে মাথা পাতিয়া দিতে যাইব?

এ ধরনের যুক্তিকে অসার বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সংসদীয় গণতন্ত্রে নিয়ম হইতেছে নির্বাচনে যে দল বা জোট গরিষ্ঠতা লাভ করে মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া দেশশাসন সে-ই করিয়া থাকে। ন্যায়ত তাহার মেয়াদ পরের নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত। সে নির্বাচন সংবিধাননির্দিষ্ট কালপূর্ণে হইলে করিতেই হয়, তবে প্রয়োজন হইলে আগেও করা যায়—যেমন লোকসভায় এবারে হইল, বিস্তর রাজ্যে আগেও হইয়াছে। মহীশূরে কিংবা গুজরাটে যে দল, বিহারে কিংবা উত্তরপ্রদেশে যে জোট এখন গদিতে আসীন তাহারা তো জোর করিয়া ক্ষমতা দখল করে নাই, কাহারও অনুগ্রহেও তাহারা সে অধিকার পায় নাই। নির্বাচনে জিতিয়াই তাহারা ক্ষমতা পাইয়াছে, বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে বলিয়াই তাহারা সে ক্ষমতা ভোগ করিতেছে। বিরোধীরা দাবি করিতেছে বলিয়াই তাহারা মাথা নিচু করিয়া সে দাবি মানিয়া লইবে কেন? সংবিধানের বিধান তো তাহা নয়, সংসদীয় গণতন্ত্রের রেওয়াজও তো ভিন্ন। অতএব বাহিরের চিৎকারে কান না দিয়া তাহারা যদি দিব্য শাসনকার্য চালাইয়া যায় তাহাতে গণতান্ত্রিক মহাভারত অশুদ্ধ হইবে কোন্ শাস্ত্রের বিধানে?

সংবিধান কিংবা আইনের দোহাই দিয়া অবশ্য ওই চার রাজ্যের মন্ত্রিসভার সমর্থকেরা সমালোচকদের মুখ বন্ধ করিতে পারেন। কিন্তু ব্যাপারটার একটা নৈতিক দিকও যে আছে সেটা তো আর অস্বীকার করা যায় না। নীতির দিক দিয়া তাঁহাদের আচরণ সমর্থন করা কি চলে? সদ্য-সমাপ্ত নির্বাচনের ফলাফলের সঙ্গে তাঁহাদের থাকা-যাওয়ার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক অবশ্য নাই। কিন্তু তাঁহাদের দলকে-দল জোটকে-জোট যে ব্যর্থতার অতলে তলাইয়া গেল সে তত্ত্ব কি উড়াইয়া দেওয়া যায়, না দেওয়া উচিত? তা ছাড়া আদি-কংগ্রেসের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রাখাই তো রাজ্যে রাজ্যে দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। মহীশূর ও গুজরাটে সে দলে ভাঙন তো অনেক দিনই ধরিয়াছে। তাহার ঠেলা সামলাইতেই তো শ্রীপাতিল ও শ্রীদেশাই চোখে অন্ধকার দেখিতেছেন। উত্তরপ্রদেশে শ্রী টি. এন. সিং তো গদি ছাড়িয়া দিবেন স্থির করিয়াই ফেলিয়াছেন। বাকী শুধু বিহারের শ্রীকর্পুরী ঠাকুর। তাঁহার দল অবশ্য আদি-কংগ্রেস নয়, এস-এস-পি। ভাঙন তো সেখানেও ধরিয়াছে। সে ভাঙন একা রুখিবেন এত শক্তি কি তিনি ধরেন?

কলিকাতায় চায়ের নিলাম

গৌহাটিতে চা-নিলাম কেন্দ্র চালু হইয়াছে এবং ওই কেন্দ্রের চা রেলপথে কান্ডলা বন্দরের মারফত রপ্তানির ব্যবস্থা হইয়াছে। আপাতত গৌহাটিতে বেশী পরিমাণ চা-নিলামের ব্যবস্থা হয় নাই ঠিকই, কিন্তু আসামের চা একবার গৌহাটি হইতে কান্ডলা বন্দর দিয়া বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা চালু হইলে কলিকাতার চা-নিলাম কেন্দ্র ও কলিকাতা বন্দরের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়িবে। বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সভা তাই কলিকাতা চা-নিলাম কেন্দ্রের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য অবিলম্বেই কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অর্থ-দপ্তরের নিকট অনুরোধ জানাইয়াছেন। তবে বণিক সভা যে-সব ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাইয়াছেন, অর্থ-দপ্তর তাহার মধ্যে মাত্র দুইটি দাবিই কার্যকর করিতে পারেন। আসাম হইতে পাঠানো সব চায়ের জন্যই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে প্রবেশ-শুল্ক দিতে হইত। কলিকাতার চা-নিলাম কেন্দ্রের মাধ্যমে বিক্রয়ের সঙ্গে ওই শুল্কের কোন সম্পর্ক ছিল না। আসাম সরকার ওই শুল্ক প্রত্যাহারের জন্য প্রায় দশ বৎসর যাবৎ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখনও সেই আগের গোঁ ধরিয়া থাকিলে কলিকাতা বন্দরেরই ক্ষতি হইবে। বণিক সভা শুল্ক পরিশোধের ব্যাপারে চা-বাগানগুলিকে কিছু সুযোগ-সুবিধা দানের কথা বলিয়াছেন।

১৯৬৫ সনে ভারত-পাক যুদ্ধের আগে আসাম ও ত্রিপুরার চা স্টীমারে করিয়াই কলিকাতা আসিত, স্টীমারগুলিও ফিরিয়া যাইবার সময় কলিকাতা হইতে সার, সিমেণ্ট ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য আসাম ও ত্রিপুরায় লইয়া যাইত। প্রথমে ১৯৬২ সনে এবং পরে ১৯৬৫ সন হইতে আসাম ও ত্রিপুরার চা স্থলপথেই কলিকাতায় আনিবার ব্যবস্থা হয়। সড়ক-পথে খরচ অনেক বেশী পড়ে, ট্রেনে পাঠাইলে পথিমধ্যে ওয়াগন হইতে বেশ কিছু পেটি চা চুরি যায়। কলিকাতা বন্দরেও চুরির পরিমাণ কম নয়। এই সঙ্গে কলিকাতার চায়ের গুদামে ব্লেন্ড করার নামে চায়ে ভেজাল দেওয়ার অভিযোগও পাওয়া যায়। বন্দরে জাহাজ ভিড়িলেই যে জাহাজে চা বোঝাই হইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। চায়ের গুদামে ও বন্দরে—কোথায় ও কখন শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করিবেন, তাহা কাহারও পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আসামের চা কান্ডলা বন্দর হইতে রপ্তানির ব্যাপারে পথে চা চুরির সম্ভাবনা খুবই কম। তাহা ছাড়া কাণ্ডলা বন্দরে বিশেষ জাহাজে মাল তুলিবার কথা মনে রাখিয়াই রেল-কর্তৃপক্ষ ওয়াগনের ব্যবস্থা করিতেছেন। এ কথাও এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, সোভিয়েট রাশিয়া কলিকাতার চা-নিলাম কেন্দ্র মারফত চা কিনিতে কখনই আগ্রহী ছিল না, সাধারণত নিলাম-কেন্দ্রের বাহিরে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে তাহারা চা কিনিয়া থাকেন। আসামের চায়ের একটি বড় অংশ কাণ্ডলা বন্দর দিয়া রাশিয়ায় রপ্তানি হইবে। কিন্তু কলিকাতার মাধ্যমে অবশিষ্ট চা রপ্তানির ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। আর আসাম ও ত্রিপুরার চা কলিকাতার মাধ্যমে রপ্তানির ব্যবস্থা চালু রাখিতে পারিলে কলিকাতার নিলাম-কেন্দ্রের প্রাধান্য বজায় রাখা যাইবে।

বণিক সভা অর্থ-দপ্তরের নিকট আর যে-সব ব্যবস্থাগ্রহণের সুপারিশ করিয়াছেন, তাহা কার্যকর করার দায়িত্ব রেল-কর্তৃপক্ষের, কলিকাতা গুদাম-ঘর ও বন্দর-কর্তৃপক্ষের এবং ওই দুইটি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের। রেল-ওয়াগন হইতে কেবল চা চুরি হয় না, অন্যান্য মাল ব্যাপক হারে চুরি যায়। কেবল এই কারণেও রেলে মাল-পরিবহণের পরিমাণ কমিতেছে এবং সড়ক-পরিবহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে রেল-ওয়াগনে চুরির পরিমাণও বাড়িয়া গিয়াছে। রাজ্য সরকার রেল-বিভাগের সঙ্গে কথা বলিয়াই ওয়াগন হইতে মাল চুরি বন্ধ করার ব্যবস্থা করিতে পারেন। বন্দর-এলাকা ও তাহার পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মাল চুরির ব্যাপারে সমাজবিরোধীরা দীর্ঘকাল যাবৎ সক্রিয়। বন্দর-প্রহরীরা সমাজবিরোধীদের ভয়ে কোন ব্যবস্থাগ্রহণে অনিচ্ছুক। কাজেই বন্দর ও রেল-কর্তৃপক্ষ কোন দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে কেবল চা নয়, কলিকাতা বন্দরের অন্য রপ্তানী দ্রব্যের পরিমাণও হ্রাস পাইবে। কলিকাতা চা-গুদামের বেশ কিছু শ্রমিক ইতিমধ্যেই গৌহাটি চা-নিলাম কেন্দ্রের জন্য বেকার হইতে চলিয়াছেন। তাই শ্রমিকদের চাকুরি বজায় রাখার জন্য কাজ চালু রাখিয়া বিরোধ-মীমাংসায় উদ্যোগী না হইলে কলিকাতা বন্দরে আর আসামের চা আসিবে না, শ্রমিকদেরও চাকুরি থাকিবে না। কলিকাতা-বন্দরের গুরুত্ব বজায় রাখার জন্য বন্দর শ্রমিকেরা তাঁহাদের আন্দোলনের পদ্ধতি নিশ্চয়ই পরিবর্তন করিবেন। একমাত্র বণিক সভার প্রস্তাবিত সুপারিশগুলি কার্যকর করিয়াই কলিকাতার চা-নিলাম কেন্দ্রের প্রাধান্য বজায় রাখা সম্ভব হইবে।

এই নির্বাচনে নারী

দেশে মহিলা ভোটারের সংখ্যা বাড়িয়াছে। কিন্তু আইনসভায় মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা কমিয়াছে। লোকসভায় এই রাজ্যে আটটি আসনের জন্য রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন নয়জন প্রার্থী, বিজয়িনী মাত্র এক জন। বিধানসভায় প্রার্থী ছিলেন ষোল জন, জয়মাল্য জুটিয়াছে মাত্র পাঁচ জনের। পূর্ববর্তী লোকসভা এবং বিধানসভার তুলনায় দুটি সংখ্যাই কম। প্রতিবেশী ওড়িশার পরিস্থিতি আরও শোচনীয়। সেখানকার রাজনীতিতে এবার এক জন মহিলার কৃতিত্ব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, কিন্তু রাজ্যের বিধানসভা নারীবিবর্জিত। নির্বাচনোত্তর ফলাফল দেখিয়া "পণ্ডিতেরা" রায় দিয়াছেন ইন্দিরাজীর এই জয়জয়কারের পিছনে অন্যতম কারণ বহিনকে বহিনদের সমর্থন, অর্থাৎ মেয়েদের ভোট। সে-ক্ষেত্র একই যাত্রায় অন্যদের ভাগে কেন এই পৃথক ফল? আমাদের আচরণে বৈপরীত্যের কথা বিশ্ববিদিত। এ দেশে রাজারানী দীনের সেবায়েত, দীনের কাছে দীন "শ্রেণীশত্রু"বিশেষ। এই দেশে সম্পন্ন গরিবের দলে নাম লেখান, গরিব রাজাদের অধিকাররক্ষার জন্য ঢোঁড়া পিটায়। ইহাও কি সে-ধরনেরই আচরণ নহে? নয়তো, প্রার্থী যেখানে নারী সেখানে নারীর ভোট পুরুষের বাক্সে কেন?

একটা ব্যাখ্যা সম্ভবত এই যে,—নারী নিজের মূল্য সম্পর্কে অবহিত হইলেও এখনও সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ নহেন। ফলে, পুরুষ-নির্ভরতার সংস্কার এখনও সম্পূর্ণ কাটে নাই। তাছাড়া ভোট গোপন থাকিলেও নারীর কাছে নিশ্চয় তাঁহার আপন ভাগ্য গোপন নহে:—সত্য এই, পুরুষ এখনও "তমালতরু" এবং নারী "মাধবীলতা, আশ্রিতা তাহারই।" ইন্দিরাজী তাঁহাদের কাছে "উইমেন-পাওয়ার" বা নারী শক্তির প্রতীক মাত্র,—তাহার চেয়ে বেশী কিছু নহেন। তিনি নারীপুরুষনির্বিশেষে সকলের কাছে হয়তো লুপ্ত মাতৃতন্ত্রের স্মারক,—কিন্তু নারীর কাছে আপন মর্যাদার প্রতীক। প্রতীক হিসাবে এক-ই যথেষ্ট, একাধিক বিভ্রান্তিকর, অজস্র—সম্পূর্ণ ভাষার মতো: যথাঃ প্রমীলা-রাজ্য। সম্ভবত ভারতীয় নারী ততদূর যাইতে চাহেন নাই, আপাতত তাঁহারা প্রতীকেই তুষ্ট।

ইহা সামান্য কীর্তি নহে। পশ্চিমেও মেয়েরা অনেক দিন ভোটাধিকার লাভ করিয়াছেন। নারী প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এখন পর্যন্ত এশিয়ারই অবদান। সেখানে "উইমেনস লিব" ইত্যাদি নানা প্রবল আন্দোলন, কিন্তু এ দিকে নিঃশব্দ বিপ্লব। বোধ হয় বিশ্বের সবচেয়ে শক্তশালী নারীর ঠিকানা আজ—নয়াদিল্লি, ভারত। তাহার পরও বিস্তর মহিলা নির্বাচনে পরাস্ত দেখিয়া খেদ করার কিছু নাই। এমনও হইতে পারে তাহার জন্য মেয়েরা নিজেরাই দায়ী। পুরুষ নারীবিদ্বেষী নানা কারণে, একটি কারণ মেয়েরা নাকি সব সময়ই মেরু-নিবাসিনী, তাঁহারা চরমপন্থী। কিন্তু নারীবিদ্বেষী হিসাবে সবচেয়ে প্রবল বোধ হয় নারী নিজেই। উপন্যাস-পাঠকেরা এ বিষয়ে নিশ্চয় অবহিত আছেন। ইতিহাসেও তাহার বিস্তর নজির আছে। নজির ভাগাভাগির পর কংগ্রেস। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে কিছু মহিলার ভোট যে নারীর বদলে পুরুষের বাক্সেই পড়িবে তাহাতে সন্দেহ কী! কী বলা যায় তাঁহাদের?—ঘর-শত্রু, জাতি শত্রু? বুদ্ধিমতী জানেন—এ সব লইয়া আর চুলাচুলি করিয়া লাভ নাই, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। কিছু মহিলা-প্রার্থী হারিয়াছেন বলিয়া মেয়েদের লজ্জার কিছু নাই; বিশেষত এবার যখন এমন একজন বিজয়িনী যিনি একাই এক শো।

পঞ্চম লোকসভা

বিরোধী গোষ্ঠী অনেক, কিন্তু বিরোধী "দল" নেই একটিও

ইন্দিরাজী দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন। "নির্বাচিত" শব্দটা এখানে অলঙ্কার মাত্র। বস্তুত রাজতন্ত্রে রানীর মত এবার তিনি স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত। প্রস্তাব উত্থাপন, প্রস্তাব সমর্থন—সবই আনুষ্ঠানিক। '৬৬ সনের জানুয়ারিতে তাঁর উক্তি ঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমি ভীত নই। প্রবীণ নায়ক মোরারজী ভাই সেদিন পরাজিত তাঁর কাছে। '৬৭ সনের নির্বাচনের পর একই পরিস্থিতি। শেষ পর্যন্ত কামরাজের উদ্যোগে লড়াইয়ের নিষ্পত্তি। ইন্দিরাজী নায়ক, মোরারজী সহ-নায়ক। এবার লড়াই নেই, সুতরাং আপসেরও প্রশ্ন নেই। সকলের সমবেত ধ্বনি—ইন্দিরা গান্ধী আমাদের নায়ক। "নায়িকা" নয়,—নায়ক।

এই নিয়ে পর পর তিন বার প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসতে চলেছেন নেহরু-কন্যা ইন্দিরা। তাঁর পিতাও তিন দফায়ই নির্বাচিত হয়েছিলেন দলনেতা। নেহরুর কাল তৃতীয় লোকসভায় শেষ। আর সেখানেই শাস্ত্রীজীর হাত ধরে তাঁর কন্যা ইন্দিরার প্রবেশ। শাস্ত্রীজীর পর থেকে তিনিই নায়ক। নন্দজী অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী মাত্র। দলে এবার ইন্দিরাজীর যে কোন প্রতিযোগী নেই, থাকা সম্ভব নয়, সেটা আগেই জানা গিয়েছিল। শোনা যায়, প্রশ্নবোধক চিহ্ন একটা উঠেছিল, কিন্তু সে-গল্প শুরু না হতেই শেষ। নির্বাচনে বিরোধী পক্ষ নামে নটে গাছটি মুড়লো, সঙ্গে সঙ্গে কথাও ফুরলো। শুধু চবনের উক্তিতে নয়, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবেও ইন্দিরাজীর কাছে দলের ঋণের কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকৃত। সুতরাং, দলের অন্তঃপুরেও নেতা নির্বাচন নিশ্চয় এবার কোনও প্রসঙ্গ নয়।

পঞ্চম লোকসভা উপলক্ষে বরং অনেক জরুরী প্রসঙ্গ—বিরোধী দল। কলিঙ্গ নামক রণক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে প্রিয়দর্শী অশোক নাকি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন। প্রিয়দর্শিনীরও মনেও এবার করুণা জাগাতে পারে বই কি! রথী মহারথী—অধিকাংশই ভূতলশায়ী। অনেকে নির্বাচনে দাঁড়াননি। যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন, নির্বাচন-শেষে জানা গেছে, তাঁদের অধিকাংশেরই কাদার-পা। মর্মান্তিক দৃশ্য। বর্ণহীন দৃশ্যও বটে। বিশেষত, বাকপটু ভদ্রমহিলারাও অনেকে নেপথ্যে সরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। কিছু তরুণ অবশ্য এসেছেন। বেশ কিছু। কিন্ত তাতে সব অভাব মিটবে না। বিশেষত, গণতন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্য যথার্থ বিরোধী দলের অভাব।

এ অভাব অবশ্য আমাদের লোকসভার জন্ম থেকে। জওহরলাল নেহরুকে এজন্য কৈফিয়ৎ তলব করা হয়েছিল একবার। নেহরু জবাব দিয়েছিলেন—তবে কি বিরোধী পক্ষ গড়ার দায়িত্বও আমাকে দিতে হবে? সে-দায়িত্ব নিশ্চয় ইন্দিরাজীরও নয়। বরং বলা চলে ভারতীয় লোকসভা যে কিছুদিনের জন্য একটি বিরোধী দল এবং বিরোধী দলের নায়কের মুখ দেখতে পেরেছিল সেটা ইন্দিরা গান্ধীর জন্যই সম্ভব হয়েছিল। তিনি নির্দয় হাতে কংগ্রেসকে দুই ভাগ করেছিলেন বলেই লোকসভার ইতিহাসে ডঃ রামসুভগ সিং প্রথম বিরোধী দলের নায়ক। এবার সে আসনও শূন্য। পঞ্চম লোকসভায় বিরোধী গোষ্ঠী আছে একাধিক, কিন্তু স্পীকারের দৃষ্টিতে বিরোধী দল নেই একটিও। ৫১৮ জনের সভায় ৩৫০ জনই একদলীয়।

এই গরিষ্ঠতা ঈর্ষণীয়। হয়তো গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব হিতকরও নয়। বিশেষত, প্রধান তিনটি বিরোধী গোষ্ঠীর দুটিই যখন শাসক দলের কাছাকাছি। অন্তত জনরবতা-ই। সি-পি-আই-এর সঙ্গে শাসক দলের ঘনিষ্ঠতার কথা সুবিদিত। ডি-এম-কে'ও অধিকাংশ ব্যাপারেই ইন্দিরাজীর কংগ্রেসের সহযাত্রী। তাছাড়া, ডি-এম-কে একটা আঞ্চলিক দল মাত্র। প্রধান বিরোধী গোষ্ঠী সি-পি-এমও কার্যত তা-ই। লক্ষ্যে এবং উদ্যোগে এই দল সর্বভারতীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন জানিয়েছে—আর রাজ্যে সব অজন্মা, গোলায় ফসল যা উঠেছে তা ওই বাংলা থেকেই। পরিস্থিতি যেখানে এমন সেখানে সারা ভারতের হয়ে কথা বলবেন কে?

সমস্যার একমাত্র মীমাংসা—ছোট ছোট এই সব গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য। সি-পি-আই আর সি-পি-এম যাতে লোকসভায় একযোগে কাজ করতে পারে তার জন্য নাকি চেষ্টা চলছে। কোনও কোনও ব্যাপারে (যথা ঃ রাজ্যের হাতে আরও ক্ষমতার প্রশ্নে) ডি এম কেও নিশ্চয় এদের কাছাকাছি আসবে। কিন্তু সেটা এক, আর ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠী হিসাবে চলাফেরা অন্য। পাকাপাকি মেল বন্ধন দুরূহ।

অন্য দিকে মহাজোটও অতঃ... এক জোট থাকতে পারবে কি না সে-বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ। মেলামেশার ব্যাপারে ওই মহলেও নিশ্চয় এবার অনেক বেশী সতর্কতা দেখা যাবে। সকলে আশা করেছিলেন পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন দেশের রাজনীতিকে বিপরীত মেরুর দিকে টেনে নেবে। তা হয়নি। "পোলারাইজেশন" বলতে যা বোঝায় বড়জোর তা দেখা যেতে পারে বিরোধী দলের মধ্যে। সেখানে বাম-দক্ষিণ জোট সম্ভব, কিন্তু দুইয়ের সামনেই দুর্ভেদ্য দুর্গ। ইন্দিরাজীর দলের হাতে এবার তিন ভাগের দুই ভাগ সদস্য। এর তাৎপর্য কী বিরোধীরা নিশ্চয় তা জানেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, তবু নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের প্রশ্ন ওঠে না। হল্লা নিশ্চয়ই শোনা যাবে। হয়তো অনেক সময় স্রেফ বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা করতে হবে অনেককে। এবারকার লোকসভায় সেই অসহায় লড়িয়েদের একমাত্র সহায় হতে পারেন ইন্দিরাজীর দলের কিছু কিছু সদস্য। হোক না নেপথ্যে, প্রকৃত বিরোধী দলের ভূমিকা বোধ হয় এবার তাঁদেরই পালন করতে হবে। অবশ্য সেটা সম্ভব—যদি বটবৃক্ষের তলায় অন্য বৃক্ষরাজি জন্মাতে পারে তবেই। নেহরুজীর বিরুদ্ধে কিন্তু এটাও এক অভিযোগ, তাঁর ছায়ায় কিছুই জন্মাতে পারেনি। —নিখিল সরকার

ষৎকিঞ্চিৎ

শান্তির জন্য

আবহাওয়া অনেকদিন ধরিয়াই বিষাক্ত। সুতরাং, নির্বাচন উপলক্ষে খুন-খরাপি দাঙ্গাবাজি হঠাৎ যে বাড়িয়া যাইবে তাহাতে আর বিস্ময় কী! বিস্ময়কর ঘটনা এই, ভোট চুকিয়াছে কিন্তু ভোটজনিত গোল এখনও মিটিতেছে না, জের চলিয়াছে। ইহাও হয়তো অপ্রত্যাশিত নয়—ভোটের পর 'বিজয় উৎসবে'র সম্ভাবনা সম্পর্কেও আশঙ্কা অবশ্যই ছিল। মিলিটারি সি-আর-পি কার্ফু ১৪৪ ধারার প্রতিষেধকাদির বন্দোবস্ত নাকি সে-কারণেই। কিন্তু লক্ষণীয় ব্যাপার এই, এমন ব্যাপক প্রস্তুতি সত্ত্বেও জনজীবনে কিন্তু নিরাপত্তা ফিরিয়া আসে নাই। এখানে-ওখানে ইতস্তত মৃতদেহ পাওয়া যাইতেছে, পার্টি অফিসে—বোমা বারুদ পাইপগান ইত্যাদি। শুধু তাহাই নহে, দলবদ্ধভাবে বাড়িতে হামলা চলিতেছে, তারের সঙ্গে রেলের কামরা হইতে তরুণদলও লুঠ হইতেছে। এই সব কাণ্ডকারখানাকে অবশ্যই নির্দোষ বিজয়-উৎসব বলিয়া অভিহিত করা চলে না, বিশেষত কে জিতিয়াছে, কে হারিয়াছে—সে মামলার মীমাংসা যখন এখনও হয় নাই। মোট কথা, এসব দুর্লক্ষণ। এবং কবে রাজা বদল হইবে সে-ভরসায় প্রশাসন-কর্তৃপক্ষের চুপ করিয়া থাকার কোনও অধিকার নাই। আমরা দেখিতে চাই, পৃষ্ঠপোষক যে-দল বা গোষ্ঠীই হোন না কেন, এই দলবদ্ধ গুণ্ডামির অবসান ঘটিয়াছে। ভোটের জের এভাবে খুনাখুনিতে টানিয়া লইয়া যাইবার অধিকার কাহারও নাই। অন্তত এই রাজ্যের মানুষ কাহাকেও সে-অধিকার দেন নাই। তাঁহারা ইচ্ছামতো ভোট দিয়াছেন, এবং ভোটের প্রতি তাঁহাদের আগ্রহই প্রমাণ করিয়াছে, দাঙ্গাবাজি নহে—তাঁহারা চাহেন শান্তি।

উত্তর নির্বাচন চরিত

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সম্প্রতি দু-ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। এক ভাগ আশু নির্বাচন চেয়েছিল। এক ভাগ চায়নি।

যারা চেয়েছিল, দীর্ঘ ও অনির্দিষ্টকাল রাষ্ট্রপতির শাসন তাদের মনঃপূত নয়। তারা ভেবেছিল, নির্বাচনের পরে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে রাজ্যের শাসনভার তুলে দেওয়া যাবে।

যারা চায়নি, তারা রাষ্ট্রপতি শাসনের অনুরাগী, এমন নয়। তারা আশঙ্কা করেছিল, শান্তিশৃঙ্খলা যেখানে প্রতিদিন বিপন্ন, সেখানে অবাধ নির্বাচন সম্ভব নয়। তাছাড়া নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দূর হবে কিনা, এ সম্পর্কেও তাদের অনেকের মনে সন্দেহ ছিল।

এই দোলাচল পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। যারা নির্বাচন চেয়েছিল, তাদের অনুগৃহীত, কিংবা যারা চায়নি, তাদের বিরোধিতা করবার জন্য, এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল, এমন নয়।

ঘটনা যখন ঘটে, তখন কারও মুখের দিকে তাকায় না। পশ্চিমবঙ্গের এই নির্বাচনও কারও মুখের দিকে তাকায়নি। যারা চায়নি, তাদের আশঙ্কা, যারা চেয়েছিল, তাদের প্রত্যাশা, উভয়কেই এই নির্বাচন বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে।

এই নির্বাচনে একটি বিষয় খুব স্পষ্ট হয়েছে। সেটা এই যে, সত্য কোন তরফের একচেটিয়া নয়। আমরা সম্পূর্ণ সত্য কেউ-ই দেখিনা, আংশিক সত্য দেখি। অংশকে পূর্ণ ভাবি এবং অসঙ্গত চীৎকার করি।

পশ্চিমবঙ্গে এই নির্বাচন বলা যায় একই সঙ্গে হয়েছে এবং হয়নি। হয়েছে যে তার প্রমাণ, ভোজ শেষে উচ্ছিষ্টের মত, দেয়ালে, সংবাদপত্রে ছড়ানো। হয়নি যে তার প্রমাণ এখানে রাষ্ট্রপতির শাসন এখনও অব্যাহত। অথচ কে না জানে যে, স্নানের পর যেমন বেণী তেমন থাকে না, চুল ভেজে।

সন্তানের জন্য যেমন ভার্যা, সরকার গঠনের জন্য তেমনি নির্বাচন। সন্তানের অভাবে বিবাহের তাৎপর্য যতটুকু বেঁচে থাকে, মনে হয়, লোকায়ত্ত সরকার গঠিত না হলে, নির্বাচনের ততটুকু তাৎপর্যও বাঁচে না। সমস্ত ব্যাপারটা একটা অর্থহীন বাগাড়ম্বর মনে হয়।

এই নির্বাচন সম্পর্কে এমন কথা বলবার সময় হয়ত এখনও আসেনি। কেননা, যে-মুহূর্তে নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা গেছে, সেই মুহূর্ত থেকে সরকার গঠনের সম্ভাবনা নিয়ে প্রধান দুই পক্ষে আলাপ-আলোচনা, হিসাব নিকাশ শুরু করেছে। এক পক্ষ কংগ্রেস বিরোধিতা, অপর পক্ষ সি পি এম বিরোধিতাকে মূলধন করতে চাইছে। কিন্তু এই মূলধনে যে ব্যবসা বেশি দূর এগোয় না, গত চার বছরে দুবার তা দেখা গেছে।

তবুও এত ঘটা করে যখন নির্বাচন, তখন শেষে সরকার গঠনের চেষ্টা একেবারে হবে না, এ হয় না। রোগী হয়ত বাঁচবে না। কিন্তু তাই বলে কি ডাক্তাররা হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন? তা হয়না। তাছাড়া অঘটন যে একেবারে ঘটেনা, তাওতো নয়।

সুতরাং চেষ্টা চলছে। চলবে। এর ফলে হয়ত সরকার গঠিত হবে, হয়ত হবে না। যদি না হয়, তাহলে জানব, জনসাধারণ যা চেয়েছিল, তা হল না। আর অসংখ্য টুকরো কাপড়ের সমাহারে তৈরি আলখাল্লার মত, জোড়াতালি দেওয়া সরকার যদি গঠিত হয়, তাহলে বলব, ওরা যা চায়নি, তাই হল। এবারকার নির্বাচনে শুধু দুটি ইচ্ছাই সমান্তরাল ভাবে বেড়ে উঠেছিল। মাঝে কোন তৃতীয় ইচ্ছার স্থান ছিল না।

নির্বাচনের পরে যদি তৃতীয় ইচ্ছাকেই বড় করে দেখা হয়, তাহলে আর যাই হোক, নির্বাচন-পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয় না। নির্বাচন শেষ না হতেই গদির দিকে তাকিয়ে যাঁরা এক হতে চাইছেন, নির্বাচনের আগে দেশের দিকে তাকিয়ে তাঁরা যদি এক হতেন, এবারের নির্বাচনে তাহলে একটিমাত্র ইচ্ছাই জয়যুক্ত হত। তা যখন হয়নি, তখন তীর ধনুকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা না করে, নির্বাচনের রায় এবং নিজেদের অক্ষমতার শাস্তি মাথা পেতে মেনে নেওয়াই ভাল। তাহলে আর কিছু না হক, এ রাজ্যের রাজনীতিতে অন্তত একটি সুস্থ নজির স্থাপিত হবে। সেখানে নেপথ্য বিধান নির্বাচনের নিদানকে অতিক্রম করবে না।

তাছাড়া সরকার গঠিত না হলেই যে নির্বাচন একেবারে মাঠে মারা গেল, এমন মনে করাও বোধহয় ঠিক হবে না। পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির প্রবণতাকে এই নির্বাচন যেমন করে চিহ্নিত করেছে এর আগে কোন নির্বাচন তা করেনি। অন্যবারের মত দলীয় জোট এবারও ছিল। কিন্তু দেখা গেল এই জোটগুলি নির্বাচক মণ্ডলীর রাজনৈতিক ভাবনায় জট পাকাতে এবার পারল না। আর পশ্চিমবঙ্গের রকমারি দলের, যার যেথা দেশ, এই নির্বাচন মোটামুটি তাও নির্দিষ্ট করে দিল। তাই মনে হয়, এখানে ভবিষ্যৎ নির্বাচনে যাঁরা অংশ নেবেন, দিগ্দর্শন হিসেবে এবারের নির্বাচনকে তাঁরা কোনক্রমেই উপেক্ষা করতে পারবেন না।

তবে এ সব তো পরের কথা। আপাতত তো এই নির্বাচন আমাদের জন্য অন্তত একটি নিশ্চিত আশ্বাস বহন করে এনেছে। সব দিক ভেবে দেখলে সেটাই বা কম কী। সেটা এই যে বাহাত্তরের আগে এ রাজ্যে আর নির্বাচন হবে না। এর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

—সুনীল চট্টোপাধ্যায়

মুজিব কী চান

বিশেষ প্রতিনিধি

মঙ্গলবার দিন এমন একজন ব্যক্তির সঙ্গে, প্রায় দৈবক্রমে, আমাদের দেখা হয়ে গিয়েছিল, পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে যাঁর মতামতের মূল্য কারও চাইতেই কম নয়, বস্তুত অনেকের চাইতেই বেশী। যেহেতু ঢাকা ও ওই বাংলার ঘটনা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। মুজিবর রহমান কি সত্যই পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চান, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, "অনেকেই আজ এই প্রশ্ন তুলছেন। কিন্তু এইভাবে প্রশ্ন করলে যে বিচ্ছেদের দায়িত্বটা মুজিবরের উপরে গিয়ে বর্তায়, তা তাঁরা বোঝেন না। সমস্যাটাকে আসলে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত। বুঝবার চেষ্টা করা উচিত যে, পূর্ববঙ্গের এই অবিসংবাদী নেতা

যিনি জানেন, দেখেছেন, এমন একজনের মুখে

মূলত কী চেয়েছিলেন। তাঁর ছয় দফা দাবির দিকে তাকান। সেখানে কি বিচ্ছেদের কোনও কথা আছে? পূব-পশ্চিমের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যে অসাম্যকে জিইয়ে রাখা হয়েছে, মুজিবর তারই অবসান ঘটাতে চান মাত্র। তার বেশী কিছু চান না। পূব-বাংলার গরিব মানুষকে শোষণ করে পশ্চিম পাকিস্তান ফুলে ফেঁপে উঠবে, এতে তাঁর সায় নেই। ঠিক তেমনি, পশ্চিম পাকিস্তানের সংস্কৃতিকে পূব-বাংলার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে, এতেও তাঁর ষোল আনা আপত্তি। তিনি চান, পূব বাংলার মাটির সম্পদ কিংবা মুখের ভাষা কেউ কেড়ে নেবে না, এবং তার জীবন বিন্যাসের নিজস্বতা অক্ষুণ্ণ থাকবে। এই আকাঙ্ক্ষারই নির্যাস হচ্ছে তাঁর ওই ছয় দফা দাবি। দাবিগুলি যদি মেনে নেওয়া হত, বিচ্ছেদের কোনও প্রশ্নই তা হলে উঠত না।"

"কিন্তু পশ্চিম যে এই দাবি কিছুতেই মেনে নেবে না, মুজিবর রহমান কি তা অনুমান করেননি?"

"তিনি কী অনুমান করেছিলেন, তা নিয়ে গবেষণা করে লাভ নেই। কেন না, ভুট্টো-ইয়াহিয়া টিক্কা গোষ্ঠীও হয়ত অনুমান করেছিল যে, পূর্ববঙ্গের ভোট এমন বিপুলভাবে মুজিবরের দিকে যাবে না। সুতরাং অনুমানের কথা থাক। বাস্তবে দেখা গেল, পূর্ববঙ্গের জনমত ষোল আনা মুজিবরের দিকে। যে রকম সংখ্যাধিক্য নিয়ে তিনি গণপরিষদে ঢুকতে চলেছেন, তাতে তাঁর ছয় দফা দাবিকে ঠেকিয়ে রাখা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। ফলত গণপরিষদের অধিবেশনকে যে পিছিয়ে দেবার চেষ্টা চলবে, তাতে আর বিচিত্র কী। কিন্তু সেই অপচেষ্টা যে হালে পানি পাচ্ছে না, এইটেই হচ্ছে সবচাইতে তাৎপর্যময় ঘটনা। আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, নির্বাচনের আগে পর্যন্ত ইয়াহিয়া এমন একটা ভাব দেখাচ্ছিলেন যে, গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে তিনি দারুণ ব্যস্ত। বস্তুত, পাশ্চাত্ত্য জগৎ তো বটেই, প্রাচ্য পৃথিবীরও নানা মহলে সেই সময়ে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, তিনি একজন 'রিলাকটানট ডিকটেটর'—অনিচ্ছুক একনায়ক। কিন্তু দেখুন, যেই তার খেয়াল হল যে, গোটা পূর্ববঙ্গ এখন একজন মানুষের মুখে কথা বলছে, এবং মুজিবর, ভাসানী, আতাউর নুরুল আমিন ইত্যাদির মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়ে তাঁর

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

সম্পাদক সমীপেষু

পত্রপ্রেরকদের নিজস্ব বক্তব্য ঃ মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

ওপারে "বাংলাদেশে"

পাকিস্তান ছেড়েছি বিশ বছর। মাঝে মাঝে মনে হত দেশের কথা। কিন্তু আজ ক'দিন থেকে অনবরত মনে হচ্ছে ছুটে চলে যাই পূর্ব বাংলায়। গিয়ে দাঁড়াই পূর্ব বাংলার সংগ্রামী জনতার পাশে—নিজেকে ধন্য করি।

মুজিবর রহমানের নেতৃত্ব দেখে অবাক হয়েছি। ধার করা নীতির মুখস্থ করা বুলি নয়। নিজের দেশের, নিজের দেশবাসীর আত্মার বাণী হয়েছে তাঁর নীতি। এ নীতি আত্ম উপলব্ধির। তাই দেখি কি ব্যক্তিত্ব! কি আত্মপ্রত্যয়! কি সংযম! দেশের সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তে অবিচল কণ্ঠে শুধু বলছেন—'অসহযোগ', বলছেন না 'খুনকা বদলা খুন', বলছেন না 'রক্তের বদলে রক্ত চাই', বলছেন না 'গায়ের চামড়া খুলে নেব'। বলছেন 'রক্ত দিয়েছি, আরও দেব'। মনে করিয়ে দেয় গান্ধীজীর কথা, মনে করিয়ে দেয় নেতাজীর কথা।

যেখানে আমাদের নেতারা শেখাচ্ছেন সংকীর্ণতা, হিংসা, দলাদলি, নীচতা সেখানে মুজিবর শেখাচ্ছেন সংযম, আত্মপ্রত্যয়, সংঘবদ্ধতা। আজ তাই তাঁর জয় বিশ্বের বিস্ময়। ছোট-বড় প্রতিটি দেশবাসী আজ তাঁর পাশে। যাঁরা ভয়কে করেছে জয়, হিংসাকে করেছে ভীত। এমন নেতৃত্বে জীবন দিতে পারাও গর্বের। এই বাংলায় এ নেতৃত্ব কবে দেখব? —নিমাইচাঁদ ব্যানার্জি, কলকাতা-৫।

॥ ২ ॥

বঙ্গবন্ধু মুজিবরের অপূর্ব নেতৃত্ব পূর্ব বাংলার মন জয় করে নিয়েছে। পশ্চিম বাংলারও সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি তাঁর উপর নিবন্ধ। মুজিবরই একমাত্র বাঙালী নেতা, যিনি দাবি করেছেন—বাংলা দেশ বাঙালীর জন্য এবং এই ন্যায্য দাবি আদায়ে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছেন। এখানেই তাঁর সঙ্গে তফাৎ পশ্চিম বাংলার নেতাদের, যাঁরা এ পর্যন্ত এই বাঁচবার দাবি উচ্চারণ করতে সাহস পাননি। পক্ষান্তরে তাঁরা যতদূর সম্ভব বাঙালী-নিরপেক্ষ উদাসীন নীতি আঁকড়ে থেকে এবং বিশ্বশ্রমিক-প্রেমের গান গেয়ে পরম ঔদাসীন্যের সঙ্গে নিজের দেশকে পূর্ববঙ্গ অপেক্ষা অধিকতর শোষিত উপনিবেশে পরিণত হতে দিয়েছেন। আজ পূর্ব বাংলার কল্যাণে আমাদের নেতাদের চিন্তাধারায় কোন পরিবর্তন আসে কিনা লক্ষ্য করবার বিষয়।

—শঙ্করা রায়, রিষড়া।

এ পারে বাংলায়

বাংলা ভাষা আজ বহু দিক থেকে আক্রান্ত। বাংলা দেশের রেল স্টেশন, ডাকঘর হিন্দীর দাপটে কম্পমান। আকাশবাণী হিন্দীবাণীরই অন্য নাম। বাংলা ভাষার উপর এই আক্রমণে বাঙালীর বিক্ষুব্ধ হবার যথেষ্ট কারণ আছে। এবং এ আক্রমণকে প্রতিহত করারও আছে প্রয়োজন। অথচ, বাংলা ভাষা নিয়ে কিছু বলতে গেলে মেকি প্রগতিশীলরা মুখ বাঁকা করেন। তাঁদের বক্তব্য, দেশে অর্থনৈতিক সমস্যাই মুখ্য। ভাষার কথা পরে ভাবলেও চলবে। এখানেই আমার নিবেদন এই যে, ভাষা প্রশ্নের সঙ্গে স্থানে স্থানে রুটীর প্রশ্নও জড়িত।

যখন আমাদের কাজের সুযোগ ক্রমসঙ্কুচিত তখন কেন্দ্রীয় সরকারী দফতরগুলিতে ক্রমবর্ধমান হিন্দী বিভাগ হিন্দীভাষীদের জন্য আরও কাজের সুযোগ করে দিচ্ছে। এছাড়া, কাগজ খুললেই দেখা যাবে যে, হিন্দী-জানা সেলসম্যান, অ্যাকাউনট্যানট, করণিক, টাইপিস্ট ও স্টেনো ইত্যাদি নানা রকম কর্মীর চাহিদা কোলকাতা শহরে, তথা বাংলা দেশে। এটাও সম্ভব হয়েছে আমাদের তথাকথিত প্রগতিশীল ও উদার আচরণের জন্য যার ফলে বাংলা দেশে হিন্দী জানা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। বাংলা জানলেও হয়, না জানলেও ক্ষতি নেই।

ভাষা রাজনীতিতেও যুগান্তর সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণ, আমাদের দেশে তামিলনাড়ু রাজ্য এবং হালের পূর্ববাংলা। পূর্ববাংলায় বাংলা ভাষার জয়ধ্বনি সেখানের লোকেদের অনুপ্রাণিত করেছে। নিয়ে চলেছে তাদের জয়ের পথে। —গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা-৮।

পঞ্চাশ বছরে

আজকের (১৪।৩।৭১) আনন্দবাজার পত্রিকার শীর্ষনামায় পত্রিকার 'পঞ্চাশ বর্ষে পদার্পণ' সংবাদ পড়ে বিশেষ আনন্দবোধ করছি। আপনার পত্রিকা আমার প্রিয়তম দৈনিক এবং দেশের অগণিত মানুষ পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ও পৃষ্ঠপোষক। সমাজ এবং রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য পত্রিকার অবদান অশেষ। বর্তমানে শীর্ষ সাংবাদিক পর্যায়ে পত্রিকার অগ্রগতি সগৌরবে প্রবহমান এবং জাতির পথ-প্রদর্শক এবং উত্তম জনসেবকরূপে পত্রিকা জনচিত্ত জয় করতে সক্ষম হয়েছে। পত্রিকার গতি আরও গৌরবময় হোক এবং দীর্ঘতর আয়ুর মধ্যে পত্রিকার সর্বাঙ্গীণভাবে বলবৃদ্ধি হোক, পত্রিকা জাতীয় ঐক্য ও সমৃদ্ধি-বিস্তারে জয়যুক্ত হোক। —রবীন্দ্রনাথ বসু, খিদিরপুর।

এক কংগ্রেস

আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের বিবৃতি 'নব কংগ্রেসই জাতীয় কংগ্রেস' অত্যন্ত সংগতিপূর্ণ ও যুক্তিসংগত। বর্তমান নির্বাচনের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের জনসাধারণ তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। কংগ্রেসের ওপর মহলের নেতৃবৃন্দের মধ্যেকার বিরোধ কিন্তু কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেনি।

প্রতিটি ঘটনায় দেখা গিয়েছে নব এবং আদি—উভয় গোষ্ঠীর কংগ্রেস কর্মীই কার্যক্ষেত্রে একযোগে এগিয়ে এসেছে। উভয় গোষ্ঠীর কংগ্রেস কর্মীই চেয়েছিল কংগ্রেস আগের মত জনসাধারণের আস্থাভাজন হয়ে উঠুক। সুতরাং কংগ্রেসের জয় উভয় কংগ্রেস কর্মীদেরই জয়। এ বিষয়ে কোন অন্যমত থাকতে পারে না। সকল কংগ্রেস কর্মীদের কাছে অনুরোধ কংগ্রেসের এই জয়কে অব্যাহত রাখার জন্য ঐক্যের মাধ্যমে তাঁরা সচেষ্ট থাকুন। —দেবব্রত ভট্টাচার্য, কল-২৬।

ডিপলোমা ইনজিনীয়ার

দেশে শিক্ষিত বেকার সংখ্যা হ্রাসের জন্যে পলিটেকনিক কলেজগুলিতে ডিপলোমা ইনজিনীয়ারিং পড়াশুনার ব্যাপারে সরকার উৎসাহ দিতেন। এই শ্রেণীর কলেজ থেকে যাঁরা পাশ করে বের হয়েছেন, তাঁরা কোন স্কুলেও শিক্ষকতার সুযোগ পান না, বাড়িতেও কেউ প্রাইভেট টিউটার হিসাবে এঁদের নিয়োগ করতে চায় না। সম্প্রতি ক্যালকাটা মেটরোপলিটন ডেভেলপমেনট অথরিটি (সি এম ডি এ) "টেকনিকাল অ্যাসিসটানট" পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দেন এবং ওই পদে ডিপলোমা ইনজিনীয়ারদের আবেদন করতে বলা হয়েছিল। অথচ ওই পদে বেশ কিছু সংখ্যক ডিগ্রিধারী ইনজিনীয়ারকে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং সি এম ডি এ-র কর্তৃপক্ষ পূর্ব প্রতিশ্রুতি পালন করছেন না। ডিগ্রিধারী ইনজিনীয়ারেরা শিক্ষকতা ও গবেষণা করতে পারেন, বিদেশে যেতে বা কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা অনুসারে এক বছরের জন্য মাসিক ২৫০ টাকার একটি কাজও করতে পারেন। কিন্তু ডিপলোমাধারী ইনজিনীয়ারদের সামনে এই ধরনের কোন সুযোগও নেই। অথচ ১৯৬৪ সনের পর থেকে এই রাজ্যে ডিপলোমা ইনজিনীয়ারদের নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা বড় একটা হয়নি। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই বেকার ডিপলোমাধারী ইনজিনীয়ারের সংখ্যা বেশী, এখন এ রাজ্যে বেকার ডিপলোমাধারী ইনজিনীয়ারের সংখ্যা প্রায় ১৮ হাজার, আর বেকার ডিগ্রিধারী ইনজিনীয়ারের সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার। তাই রাজ্য সরকার ও সি এম ডি এ-র কর্তৃপক্ষের নিকট ডিপলোমাধারী ইনজিনীয়ারদের পদে ডিগ্রিধারী ইনজিনীয়ারদের নিয়োগ বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছি। —সুখময় সরকার, সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ বেকার ইনজিনীয়ার (ডিপলোমা) অ্যাসোসিয়েশন, কলকাতা-১৩।

আদি কংগ্রেসের বৈঠকে

নব কংগ্রেস সম্পর্কে বিবৃতিতে বিক্ষোভ

যা বলেছি, তা'ই হবে ঃ প্রফুল্ল সেন

স্টাফ রিপোর্টার

যুব ও ছাত্রকর্মীদের বিক্ষোভের মধ্যে বুধবার পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের (আদি) কর্মসমিতির বৈঠক বসে। একাধিক বক্তা আদি কংগ্রেস সংগঠন তুলে না দেওয়ার দাবি জানান। জনগণ নব কংগ্রেসকে জাতীয় কংগ্রেস বলে মেনে নিয়েছেন বলে আদি কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন কদিন আগে যে বিবৃতি দিয়েছেন, তাঁরা তার সমালোচনা করেন। সেই সঙ্গে শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় আদি কংগ্রেসের কয়েকজন নেতাকে নব কংগ্রেসে নেওয়া হবে না বলে যে বিবৃতি দিয়েছেন, তারও তীব্র প্রতিবাদ জানান। তাঁদের মতে আদি কংগ্রেসই আসল কংগ্রেস।

শ্রীসেন ও আরও কয়েকজন নেতাকে বৈঠক শেষ হওয়ার অনেক আগে সভাস্থল থেকে উঠে যেতে দেখা যায়। এক সময়ে তিনি কংগ্রেস ভবন থেকেও বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। ওই সময় আবার বেশ কয়েকজন যুব তরুণ কর্মী ছুটে গিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। তখন থেকে তিনি নিজের ঘরেই বসে থাকেন। সভাস্থলে আর যাননি।

ডঃ চন্দ্র যা বলেন

বৈঠক শেষে প্রদেশ কংগ্রেস (আদি) সভাপতি ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র সাংবাদিকদের বলেন, এপরিল মাসে তাঁরা প্রদেশ রাজনৈতিক সম্মেলন ডাকছেন। সেখানে তাঁদের কংগ্রেস সংগঠনকে কীভাবে শক্তিশালী করা যায়, সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তার আগে আগামী দশ দিনের মধ্যে সমস্ত জেলা ও মহকুমা কমিটিগুলিকে সভা করে সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য গঠনমূলক কর্মসূচী নিয়ে তা প্রদেশ দফতরে পাঠানোর জন্য বলা হবে। তিনি এ কথাও বলেন, এদিন প্রদেশ কর্মসমিতির বৈঠকে সংগঠন তুলে দেওয়া সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব রাখার কথা ভাবাও হয়নি। কেননা, এই এক্তিয়ার প্রদেশ কমিটির নেই। প্রসঙ্গত তিনি বলেন, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ভোটের ফলাফল দেখে নব কংগ্রেস সম্বন্ধে ওই মন্তব্য করেছেন। কিন্তু ভোটের সংখ্যার উপর কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব নির্ভর করতে পারে না। সংগঠনের নীতি ও আদর্শ অনুসারে তাঁরা কাজ চালিয়ে যাবেন এবং তা কার্যকর করার চেষ্টা করবেন। যদি কেউ নব কংগ্রেসে যেতে চান, তবে তাঁকে আটকে রাখা হবে না। আর কেউ চলে গেলেও সংগঠন শেষ হবে না।

ডঃ চন্দ্র যখন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তার কিছু আগেই একদল যুব ও ছাত্রকর্মী কংগ্রেস ভবনে প্রফুল্লবাবুর ঘরে ঢুকে ধ্বনি দেন—প্রফুল্ল সেন তোমায় আমরা ছাড়ছি না, ছাড়বো না।

ডঃ চন্দ্রের কথা শেষ হওয়ার পর শ্রীসেন সাংবাদিকদের বলেন, আমি যা বলেছি তাই এখানে হবে, সারা দেশে হবে। বর্তমান অবস্থায় জন সমর্থন ছাড়া কংগ্রেসের (আদি) সমস্ত স্তরের সংগঠন চালানো সম্ভব নয়। দীর্ঘ একান্ন বছরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় বলতে পারি সংগঠন করা সহজ কাজ নয়। আমি কখনও বলিনি যে নব কংগ্রেসের দিকে যাব।

ভোটের ফলাফল বিশ্লেষণ করে ডঃ চন্দ্র সাংবাদিকদের বলেন, "শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে দেখিয়েও কংগ্রেসের ভোট বাড়ল না। তিন কংগ্রেস এক হয়ে দাঁড়ালে ফল অন্য রকম হত। কিন্তু নব কংগ্রেস তাতে বাদ সেধেছে।"

প্রফুল্লচন্দ্র সেনের বিবৃতি

এদিন শ্রীসেন এক বিবৃতিও প্রকাশ করেন। তাতে তিনি বলেন ঃ বুধবার বিকালে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কংগ্রেস কমিটির কর্মসমিতির বর্ধিত সভা হয়। ওই সভায় আমার সাম্প্রতিক বিবৃতি নিয়ে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। বিবৃতিতে আমি প্রত্যেক কংগ্রেসকর্মীকে কংগ্রেসের ব্যাপারে জনগণের রায়কে মেনে নিতে বলেছিলাম। যুব ও ছাত্র কর্মীরা, যাঁরা কংগ্রেস বিভক্ত হওয়ার পর থেকে নিষ্ঠা, সাহস ও উৎসাহ নিয়ে কাজ করে আসছিলেন, তাঁদের ওই ক্ষোভ প্রকাশে আমি বিস্মিত হইনি। তাদের ক্ষোভ অসঙ্গত নয়। ব্যালট বাক্সের মধ্য দিয়ে ভোটারদের যে ইচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে, তাকে যদি সম্মান দিতে হয়, তাহলে উৎসাহী কর্মীরা এই কথাই ভেবে নেন যে তাঁদের বুঝি গলবস্ত্র হয়ে জগজীবনরাম পরিচালিত কংগ্রেসের দ্বারস্থ হতেই হবে। আমি এ ধরনের কিছু কখনই ভাবি নি। আমি যা অনুভব করছি, তা হল এই যে জনসমর্থন ছাড়া আমরা কার্যকর ভাবে আমাদের সংগঠন পরিচালনা করতে পারি না। তবে এও স্পষ্ট যে, আমার বিবৃতিতে একথাও অন্তর্নিহিত ছিল যে, যাঁরা জগজীবন পরিচালিত কংগ্রেসে যোগ দিতে ইচ্ছুক তাঁরা তা করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে তাঁদের দলত্যাগী বলা হবে না। আর যাঁরা, কোন অবস্থাতেই অন্য কংগ্রেসে যোগ দিতে পারবেন না, তাঁরা নিজের নিজের এলাকায়ই ব্যাপকভাবে ভাল করে কাজ করতে পারেন, যতক্ষণ না তাঁরা জগজীবন রাম পরিচালিত কংগ্রেস কর্তৃক সসম্মানে গৃহীত হন কিংবা অন্যদিকে তাঁরা নিজলিঙ্গাপপা পরিচালিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্লক, জেলা ও প্রদেশ কমিটি গঠনের ব্যাপারে আস্থা পোষণ করতে আরম্ভ করেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি বলতে পারি, আমি বিনম্রভাবে আমার এলাকায় কাজ করতে চেষ্টা করব এবং অন্যদেরও অনুরোধ করব, যাতে তাঁরা কোনও মহল থেকে কী সহযোগিতা পান, না-পান তা বিচার না করে ওই-ভাবে কাজ করে যান।

সিদ্ধার্থ রায়ের মন্তব্যে প্রতিক্রিয়া—নানা মহলে

রাজ্য আদি কংগ্রেসের কোন কোন নেতাকে নব কংগ্রেসে নেওয়া হবে না এবং অন্যান্যদের আবেদনপত্র পরীক্ষানিরীক্ষা করে নেওয়া হবে বলে নব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যে বিবৃতি দিয়েছেন আদি কংগ্রেস মহলে তাতে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

বুধবার ওই বিবৃতি সম্পর্কে কলকাতায় আদি কংগ্রেসের কোন কোন বিশিষ্ট সদস্য বলেন, সিদ্ধার্থবাবুর ওই বিবৃতি দুই কংগ্রেসের এক হওয়ার আবহাওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

বিজয়সিংহ নাহারের মন্তব্য

এদিন সিদ্ধান্তবাবুর ওই বিবৃতি সম্বন্ধে এক প্রশ্নের উত্তরে রাজ্য নব কংগ্রেসের সভাপতি এবং বিধানসভায় কংগ্রেস দলনেতা শ্রীবিজয়সিংহ নাহার বলেন, যাঁরা আদি কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন, তাঁরা যদি কেউ নব কংগ্রেসে আসতে চান—এবং অনেকে ইতিমধ্যেই নব কংগ্রেসে আসতে চেয়ে আমার কাছে চিঠি দিয়েছেন, তাঁদের আমি জানিয়েছি এবং এখনও সকলকে জানাচ্ছি যে, তাঁদের সম্বন্ধে জেলা কংগ্রেস এবং স্থানীয় কংগ্রেস কর্মকর্তাগণ নিশ্চয়ই বিবেচনা করবেন এবং আমাদের শক্তি বৃদ্ধির পথে উপযুক্ত ব্যবস্থা আশা করি ওই কংগ্রেস কর্মকর্তাগণ তা গ্রহণ করবেন।

বর্ধমানের দু শ কর্মী নব কংগ্রেসে যোগ দিলেন

আদি কংগ্রেসের প্রদেশ কমিটির সদস্য শ্রীসুনীল দাসের নেতৃত্বে বর্ধমানের গলসি, ভাতার ও রায়নার প্রায় দু শ আদি কংগ্রেস কর্মী নব কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। শ্রীদাস মঙ্গলবার তাঁদের এই সিদ্ধান্ত রাজ্য নব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীবিজয়সিংহ নাহারকে গিয়ে জানিয়ে এসেছেন।

সমর্থন

আদি কংগ্রেসের পৃথক সত্তার বিলুপ্তি সাধনের আহ্বান জানিয়ে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন যে বিবৃতি দিয়েছেন, নদীয়ার প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শ্রীস্মরজিৎ ব্যানার্জি তাকে স্বাগত জানিয়েছেন।

নব কংগ্রেসের বিপুল জয়ের জন্য এক বিবৃতিতে তিনি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকেও অভিনন্দন জানান।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র পরিষদের পক্ষে শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায় এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেন, এদিন কংগ্রেস ভবনে একদল ছাত্র পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রীশৈলেন পর্বতকে নির্যাতন করে। প্রফুল্লদার বিবৃতি সমর্থন করায় তাঁর উপর আঘাত হানা হয়।

শ্রীসেনগুপ্ত ঢাকায় ফিরলেন

মঙ্গলবার যখন এই রাজ্যের রাজনীতিকদের দিকেই অনেকের দৃষ্টি নিবদ্ধ, কেউ-কেউ তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন ক্ষেত্রের একটি মানুষকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি শ্রীকৈলাসচন্দ্র সেনগুপ্ত: ঢাকায় আমাদের ডেপুটি হাই কমিশনার। মঙ্গলবার দিন একটি কাগজে খবর বেরিয়েছিল যে, সেদিনই তিনি ঢাকায় ফিরে যাচ্ছেন। পরে জানা গেল, খবরটা ঠিক নয়: বস্তুত শ্রীসেনগুপ্ত সেদিন দুপুর থেকে সন্ধ্যা অবধি নয়াদিল্লিতে ছিলেন। পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি সম্পর্কে পররাষ্ট্র-মন্ত্রকের সঙ্গে বৈঠক সেরে মঙ্গলবার মধ্যরাত্রে তিনি কলকাতায় ফেরেন। বুধবার সকালে আমাদের প্রতিনিধি যখন তাঁর সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন, শ্রীসেনগুপ্তকে তখন ঈষৎ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "আমার মুখ বন্ধ; কিছু বলতে পারব না।" বুধবার দুপুরেই মোটরযোগে তিনি সীমান্তের পথে রওনা হয়ে যান।

৭০ লাখ বনাম ৪৫ লাখ

প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলমের পর

দাবির সত্যতা প্রমাণে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

শ্রীকুমারের বিবৃতি

অন্যদিকে এই দিন সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রনটের আহ্বায়ক শ্রীসুধীন কুমার বুধবার এক বিবৃতিতে বলেন, গত ১৫ মারচ রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ানের কাছে লিখিত পত্রে তিনি বৃহত্তম গোষ্ঠীর নেতা হিসাবে শ্রীজ্যোতি বসুকে মন্ত্রিসভা গঠনে আহ্বানের স্বপক্ষে অন্য দু'জন রাজ্যপালের মতামতের যে দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন, শ্রীধাওয়ান তার কোন জবাব দেননি।

এ ছাড়া কোন্ কোন্ দল বা ব্যক্তি শ্রীবসুর মন্ত্রিসভা গঠনের দাবির বিরোধিতা করছেন, রাজ্যপাল তা-ও প্রকাশ করেননি।

জনসাধারণের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য শ্রীকুমার তাঁর বিবৃতিতে রাজ্যপালের কাছে ওই দুটি প্রশ্নের জবাব দাবি করেন।

তির্যক

দুশ বছরের মেয়ে সেজে ভোট দিও বলেছিলে। এখন শাড়ি ফেরত দেব কেন?

সরকার গঠনে

মুসলিম লীগ যা ভাবছে

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মুসলিম লীগও সি পি এমের নেতৃত্বে গঠিত কোন সরকারকে যে সমর্থন করবেন না—এটা মোটামুটি স্থির। পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে লীগের কেন্দ্রীয় নেতা কোনরকম মাথা ঘামাতে চান না। তাঁরা জানিয়ে দিয়েছেন, আঞ্চলিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন পশ্চিমবঙ্গের নেতারাই।

এদিকে ইউ এল এফের আহ্বায়ক শ্রীসুধীন কুমার বুধবার এক বিবৃতিতে স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, মুসলিম লীগ বা জনসংঘের মত সাম্প্রদায়িক দলের সমর্থন চাওয়া হবে না বলেই তাঁরা স্পষ্ট এবং দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন। শ্রীকুমার তাঁর বিবৃতিতে আরও বলেছেন, শ্রীরাম চ্যাটারজি লীগের কোন নেতার সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে কথা বলেননি। বরং ঘটনাচক্রে ফরোয়ারড ব্লক অফিসে পরলোকগত জ্যোতিষ ঘোষের স্মৃতিসভায় লীগ নেতাদের সঙ্গে রামবাবুর দেখা হয়েছিল।

লীগের সাধারণ সম্পাদক শ্রী এ কে এম হাসানুজ্জামান বলেন, রামবাবুর সঙ্গে লীগের একজন নেতার অফিসে কথাবার্তা হয়, ফরোয়ারড ব্লক অফিসে নয়। রামবাবু তখন জানিয়ে যান যে, এ ব্যাপারে তাঁরা আলোচনা করে আবার সেই জায়গাতেই মতামত জানিয়ে যাবেন।

লীগনেতা আরও বলেন, কেরলে সি পি এম নেতা শ্রী এ কে গোপালন বলেছিলেন, মুসলিম লীগ শুধু অসাম্প্রদায়িক দল নয়, প্রগতিশীল শক্তিও। এখন সি পি এম নেতারা বলছেন, লীগ সাম্প্রদায়িক দল।

পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠনের ব্যাপারে লীগ দু-একদিনের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নেবে। তবে তাঁরা ইউ এল ডি এফের সিদ্ধান্তও দেখে নিতে চান।

লীগের নেতারা এদিনও এই ব্যাপারে নব কংগ্রেস এবং ইউ এল ডি এফের নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। লীগ-নেতারা আশা করছেন, সি পি এমকে বাদ দিয়ে কোন সরকার গঠিত হলে তাঁরা মুসলমানদের জনসংখ্যা অনুপাতে চাকুরির দাবিও মেনে নেবেন। এই দাবি ১৯৬৭ সালে কেরলে নামবুদিরিপাদ সরকারও মেনে নিয়েছিলেন।

আর এস পি যা ভাবছে

তিন কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং জনসংঘের সমর্থন ছাড়া কোন বামপন্থী সরকার গঠিত হলে আর এস পি সমর্থন করবে। তবে তাঁরা মন্ত্রিসভায় যোগ দেবেন না। সি পি এমের নেতৃত্বে কোন সরকার গঠিত হলে আর এস পি এই নীতিই অনুসরণ করবে। আর এস পি'র দুদিনব্যাপী রাজ্য কমিটির বৈঠকের শেষদিন, বুধবার ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আর এস পি'র একজন নেতা জানান, রাজ্য কমিটির বৈঠকে নির্বাচনী ফলাফল সম্পর্কেও পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাঁরা মনে করেন, নির্বাচনী বিপর্যয় ঘটলেও আর এস পি'র নীতিতে কোন ভুল ছিল না।

আর এস পি আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সমর্থনে কোন সরকার গঠিত হলে আর এস পি তার বিরোধিতা করবে।

পি এস পি যা ভাবছে

পি এস পি (সর্বভারতীয়) নেতা শ্রীসমর গুহ বুধবার নব কংগ্রেস নেতা শ্রীবিজয় সিংহ নাহারকে জানিয়ে দিয়েছেন, সি পি এমকে বাদ দিয়ে কোন সরকার গঠিত হলে তাঁরা পূর্ণ সমর্থন জানাবেন। পি এস পি চান পশ্চিমবঙ্গ বাঁচানোর জন্য একটা স্থায়ী সরকার গঠিত হোক।

শ্রীনাহার এদিন পি এস পি অফিসে গিয়ে রাজ্যে সরকার গঠনের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনার সময় নব-নির্বাচিত তিনজন এম-এল-এ—সুধীর দাস, অনিল মান্না ও প্রবোধ সিংহ, সুজিৎ ব্যানারজি এবং দ্বিজেশ দত্ত মজুমদারও ছিলেন। এর পর পি এস পি নেতাদের সঙ্গে মন্ত্রিসভায় যোগদানের প্রশ্ন নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হবে।

এস ইউ সি যা ভাবছে

কোন কংগ্রেসের সমর্থনে গঠিত সরকারকে সমর্থন জানাতে এস ইউ সি নারাজ।

এস ইউ সি চায়, ইউ এল এফ এবং ইউ এল ডি এফ কোয়ালিশন সরকার। ইতিমধ্যে এস ইউ সি এবং সি পি এম নেতাদের মধ্যে আলোচনাও হয়েছে।

এস ইউ সি'র প্রস্তাবে অবশ্য ইউ এল ডি এফের অধিকাংশ শরিকই রাজি নয়। ইউ এল ডি এফ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে ২২ মারচ।

তবে এস ইউ সি কংগ্রেস-বিরোধী গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করায় সি পি এম সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

এদিন সি পি এম সম্পাদকমণ্ডলী এক বিবৃতিতে বলেন, এস ইউ সি কংগ্রেস-বিরোধী গণতান্ত্রিক সরকার গঠনে আগ্রহ প্রকাশ করে যে বিবৃতি দিয়েছেন তা তাঁরা দেখেছেন। মারকসবাদী কমিউনিসট পারটি এই মনোভাবকে স্বাগত জানাচ্ছে এবং জনগণের রায় কার্যকর করার জন্য সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত পুনরায় ঘোষণা করছে।

মন্ত্রিসভা গঠন প্রায় স্থির

প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের পর

বিরোধী দলগুলির মধ্যে একমাত্র ফরওয়ারড ব্লক এখনও কংগ্রেসকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেয়নি। তাঁদেরও মনোগত বাসনা, পশ্চিমবঙ্গে একটি সি পি এম-বিরোধী সরকার হোক। কিন্তু সেজন্য তাঁরা প্রকাশ্যে কংগ্রেসের পিছনে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছুক নন।

আজ বৃহস্পতিবার দিল্লি ও কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম-বিরোধী সরকার গঠন নিয়ে নানা স্তরে আলোচনা হবে। নব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব যে এখনও পশ্চিমবঙ্গে নিজ সরকার গঠনে তেমন ইচ্ছুক নন বুধবার দিল্লিতে শ্রীজগজীবন রামের এক মন্তব্যে তা বোঝা গিয়েছে। আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা দিল্লি থেকে জানাচ্ছেন ঃ নব কংগ্রেস সভাপতি আজ এখানে মন্তব্য করেন যে, তাঁর দল বাইরে থেকে সি পি আই নেতৃত্বে পরিচালিত ফ্রনটের সরকারকে সমর্থন করতে ইচ্ছুক—যদি সেই ফ্রনট কোনও সরকার গঠন করতে চান।

কিন্তু এই ফ্রনটের নেতা সি পি আইয়েরই যে নব কংগ্রেসের সমর্থনে সরকার গঠনে আপত্তি আছে তা দলের রাজ্য পরিষদ এই দিনই স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁরা শুধু নব কংগ্রেস সরকারকে সমর্থন করতে রাজী।

নিজেরা একা সরকার গঠনের ব্যাপারে রাজ্য নব কংগ্রেসের সবাই একমত নন। একদল মনে করেন, তাতে নানা অসুবিধায় পড়তে হবে। আর একদল মনে করেন, দায়িত্ব যখন নিচ্ছি তখন পুরোপুরিই নেওয়া উচিত।

সি পি আই খোলাখুলি তা বলতে ইচ্ছুক নন, কিন্তু তাঁদের ইচ্ছা নব কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস, পি এস পি, এস এস পি প্রভৃতি কোয়ালিশন করুন এবং সেই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী করা হোক শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়কে।

সি পি আই কিন্তু সরাসরিভাবে মুখ্যমন্ত্রিত্বের ব্যাপারে কোনও শর্ত আরোপ করতে চান না। তাঁরা এই কাজটা করতে চান দিল্লীর মাধ্যমে।

সি পি আইয়ের শর্ত

সি পি আই নব কংগ্রেসী সরকারকে সমর্থনের জন্য কয়েকটি শর্ত দেবেন।

প্রথম শর্ত—কোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য পুলিশ ব্যবহার করা চলবে না। দ্বিতীয় শর্ত—যে সব বেনামা-জমি উদ্ধার করে ভূমিহীন চাষীরা দখল করেছেন সেইগুলি আইন করে তাঁদের দিয়ে দিতে হবে। তৃতীয় শর্ত—বিল পাশ করে গ্র্যাচুইটি বাধ্যতামূলক করতে হবে।

নব কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে যেসব প্রস্তাব দিয়েছিলেন এই দিন সি পি আই রাজ্য পরিষদ তা নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা করেন। আলোচনা আজও চলবে। প্রায় ৪৭ জন বক্তা আলোচনায় অংশ নেন। তাঁর মধ্যে ৪০ জনই দলের জাতীয় নেতৃত্বের বক্তব্য সমর্থন করেন। জাতীয় নেতৃত্বেরই সিদ্ধান্ত, বাইরে থেকে সরকার গঠনে নব কংগ্রেসকে সমর্থন জানানো হবে।

শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী অবশ্য এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। বিরোধিতা করেন শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ও। কিন্তু কলকাতা এবং মেদিনীপুরের কয়েকজন প্রতিনিধি ছাড়া অন্যান্য জেলার প্রায় সবাই শ্রীভবানী সেনের বক্তব্য সমর্থন করেন।

শ্রীসেন জাতীয় নেতৃত্বের বক্তব্য সকলকে বুঝিয়ে বলেন। জানা গেল, রণেন সেন এ সম্পর্কে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন।

হেমন্ত বসুর স্মৃতিতে পৌর অধিবেশন মুলতুবি

স্টাফ রিপোরটার

ফরওয়ারড ব্লক নেতা শ্রীহেমন্ত বসুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বুধবার কলকাতা পৌর সংস্থার অধিবেশন মুলতুবি রাখা হয়।

সভার শুরুতে মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শূর নিহত শ্রী বসুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও তাঁর পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করে বলেন, এই হত্যাকাণ্ড সারা ভারতের মানুষকে স্তম্ভিত করেছে। আততায়ীদের খুঁজে বের করে তিনি শাস্তির দাবি জানান। এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

পৌর যুক্ত ফ্রনটের মুখ্যসচেবক শ্রীশ্যামল দত্ত পৌর অধিবেশন মুলতুবি রাখার প্রস্তাব রেন। সমর্থন জানান আর এস পি'র শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায়। কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও ওই প্রস্তাব সমর্থন করা হয়। তবে নব কংগ্রেস পৌর পরিষদের সভাপতি শ্রীশিবকুমার খান্না শ্রী বসুর হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেন। ডাঃ অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ হিমাংশুকুমার দাস, শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত, ডাঃ হরিগোপাল বরাটের প্রতিও শ্রদ্ধা জানানো হয়।

নব কংগ্রেস-সি পি আই বৈঠক

প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের পর

ভাবের উপর, বিশেষ করে সি পি আই-এর সিদ্ধান্তের উপর।

প্রঃ—সি পি আই যদি কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী পছন্দ না করে অন্য কোন দলনেতাকে মুখ্যমন্ত্রী করতে চায় তা হলে কী হবে?

উঃ—যদি তেমন কোন অবস্থা ও প্রস্তাব ওঠে তা হলে তা আমরা প্রথমে নিজেদের দলের বৈঠকে বিবেচনা করব। তারপর তা নিয়ে অন্যান্য সমভাবাপন্ন দলগুলির সঙ্গেও আলোচনা করব। তারপর যা উপযুক্ত সিদ্ধান্ত হয় তাই আমরা করব। মোদ্দা কথা, সি পি এম-এর সরকার গঠনের কোন 'চানস' আমরা দিতে চাই না। এই দিক থেকে এই রাজ্যে একটা নন-সি পি এম মন্ত্রিসভা যাতে গঠিত হয় আমাদের সেজন্য কিছু একটা করতেই হবে।

আজ নতুন মন্ত্রীরা শপথ নেবেন

প্রথম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমের পর

দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন, এই সংবাদ রাষ্ট্রপতিকে জানানো হলে তিনি শ্রীমতী গান্ধীকে নতুন সরকার গঠন করবার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের নামের তালিকা পেশের অনুরোধ জানান। সেই সূত্রেই শ্রীমতী গান্ধী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেন।

নবাগতদের সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা। ইউ এন আই জানাচ্ছেন ঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় নতুন কে কে আসছেন তা নিয়ে জল্পনাকল্পনা চলছে। চারজনের নাম এই প্রসঙ্গে খুব শোনা যাচ্ছে। তাঁরা হলেন—পঃ বঙ্গের নব কংগ্রেস নেতা শ্রীসিদ্ধার্থ রায়, ইনডিয়ান এয়ারলাইনস-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীমোহন কুমারমঙ্গলম, সৌরাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীঘনশ্যামদাস ওঝা ও নব কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক শ্রী এস ডি শর্মা।

কাদের বাদ দেওয়া হবে তা নিয়েও গবেষণার অন্ত নেই। তবে এই কজন থাকবেন বলেই শোনা যাচ্ছে—সর্বশ্রী জগজীবন রাম, ওয়াই বি চবন, ফকরুদ্দিন আলি আমেদ, স্বর্ণ সিং ও কর্ণ সিং।

ভোটের সি পি এম ৩১·৯৮% ভাগ নব কংগ্রেস ২৮·২০%

স্টাফ রিপোরটার

এবারের নির্বাচনে মোট ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ২,১৭,১৪,৭৪৫। এর মধ্যে ভোট দিয়েছেন ১,৩২,৩৮,৪৩০। অর্থাৎ ভোটদাতার শতকরা হার ৬০·৯৬। এবার ভোট বাতিল হয়েছে ৭,২২,৩২৭, শতকরা হার ৫·৪৫।

এবার সবচেয়ে বড় দল হিসাবে সি পি এম ভোট পেয়েছে সর্বাধিক ৪২,৩৩,৬৭০; মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৩১·৯৮ ভাগ। আসন সংখ্যা ১১১। আর ৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হিন্দু মহাসভা মোট ভোট পেয়েছে সর্বনিম্ন ৫০০। নব কংগ্রেস পেয়েছে ৩৭,৩২,৫৮২ ভোট; শতকরা ২৮·২০ ভাগ। তাঁরা জয়ী হয়েছেন ১০৫টি আসনে।

অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে সি পি এম-এর বিজয়ী ১১১ জন প্রার্থী ভোট পেয়েছেন ২৬,৪০,০৬৬; প্রদত্ত ভোটের শতকরা ২১·৪১ ভাগ। নব কংগ্রেসের ১০৫ জন নির্বাচিত এম এল এ মোট ভোট পেয়েছেন ২০,৫৪,৯৮৩; শতকরা ১৬·৪২।

অন্যান্য দলের প্রাপ্ত মোট ভোট এবং শতকরা হার (বন্ধনীর মধ্যে) দেওয়া হল ঃ সি পি আই ১০,৭৫,৯০৬ (৮·১৩), আদি কংগ্রেস ৭,৩৯,২১৬ (৫·৫৮), বাংলা কংগ্রেস—৬,৮৬,৩৫৮ (৫·১৮), ফরওয়ারড ব্লক—৩,৫৭,১৫২ (২·৭০), মুসলিম লীগ—৩,৪৩,২৬২ (২·৫৯), আর এস পি—২,৮০,১৯৯ (২·১২), এস ইউ সি—২,০৮,৮৭৫ (১·৫৮), জনসংঘ—৯০,৪২৮ (০·৬৮), এস এস পি—৯১,৩৫৫ (০·৬৯), পি এস পি—৯৫,৮৫৬ (০·৭২), গোরখা লীগ—৩৮,৩৮০ (০·২৯), ফঃ বঃ (মা) —৬৪,৬৩৮ (০·৪৯), এল এস এস—৪১,১৩০ (০·৩১), আর সি পি আই (কুমার)—৩৮,৬১৫ (০·২৯); ওয়ারকারস পারটি ৫২,৯২৭ (০·৪৩), বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস—৪৫,৩৫৫ (০·৩৪), হিন্দু মহাসভা—৫০০ (০·০০৪)।

এস এস পি-র এস ভি ডি সরকার থেকে বেরিয়ে আসা উচিত

—ফারনানডেজ

এস এস পি-র সাধারণ সম্পাদক শ্রীজরজ ফারনানডেজ তাঁর দলের বিহার ও উত্তর প্রদেশ রাজ্য কমিটিকে এস ভি ডি সরকার থেকে বেরিয়ে আসতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, নির্বাচনে জনগণ নব কংগ্রেসকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং জনগণের ওই রায় তিনি মেনে নিতে বলেছেন।

তিনি বলেন, গত এক বছর তাঁর দল যে নীতি অনুসরণ করছেন, নির্বাচনে জনগণ তা বাতিল করে দিয়েছেন। নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণের আগেই এস ভি ডি সরকার থেকে তাঁর দলের বেরিয়ে আসা উচিত।

তবে উত্তর প্রদেশ এস এস পি'র সাধারণ সম্পাদক শ্রীরামসরণ দাস বলেছেন, যতদিন এস ভি ডি সরকার টিঁকে থাকবে, ততদিন তাঁর দলের মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে আসার কোন ইচ্ছা নেই।

নব কংগ্রেস আদির সঙ্গে মিটমাটে আগ্রহী নয়

নয়াদিল্লি, ১৭ মারচ—নব কংগ্রেস হাই কমানড ঠিক করেছেন যে, তাঁরা আদি কংগ্রেসের সঙ্গে কোনরকম মিটমাটের দিকে যাবেন না। তবে আদি কংগ্রেসের যেসব কর্মী নব কংগ্রেসে আসতে চান তাঁদের কথা যথানিয়মে বিবেচনা করে দেখতে তাঁদের আপত্তি নেই।

দুদিন আগে নব কংগ্রেসের ওয়ারকিং কমিটিতে বিষয়টি নিয়ে বিবেচনা করা হয়েছিল এবং তাতে সাধারণভাবে উপরোক্ত মতই প্রকাশ পায়। —পি টি আই

শ্রীমতী গান্ধীকে শ্রীহীথের অভিনন্দন

নয়াদিল্লি, ১৭ মারচ—প্রধানমন্ত্রীরূপে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আবার নির্বাচিত হওয়ায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীএডওয়ারড হীথ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। —পি টি আই

আই এ বোরড লক আউট সমর্থন করলেন

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৭ মারচ—আজ এখানে ইনডিয়ান এয়ারলাইনস বোরড-এর বৈঠক বসেছিল। বোরড লক-আউট সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত পুরোপুরি সমর্থন করেন। ঠিক হয় যে, কর্মীদেরও ইউনিয়নগুলির মনোভাব না বদলানো পর্যন্ত লক-আউট চলবে।

আই এ-র চেয়ারম্যান শ্রী কে টি সাতারাওয়ালা আজ অসামরিক পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রী ডঃ কর্ণ সিং ও ক্যাবিনেট সচিব শ্রী টি স্বামীনাথনের সঙ্গে দেখা করে লক-আউট ঘোষণার পরবর্তী পরিস্থিতি জানান।

লোকসভা বাতিলের পর শ্রীমতী গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী থাকা অবৈধ হয়নি

সুপরীম কোরটের রায়ে কারণ প্রদর্শন

নয়াদিল্লি, ১৭ মারচ—সুপরিম কোরট আজ ঘোষণা করেছেন যে, লোকসভা যখন বাতিল করে দেওয়া হয় অথবা অনির্দিষ্টকাল মুলতুবি রাখা হয় তখন লোকসভার প্রতি মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্ব প্রযোজ্য হবে না।

লোকসভা ভেঙে দেওয়ার পরেও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে কোরট এই রুলিং দেন। গত ২৭ ডিসেম্বর লোকসভা বাতিলের পর শ্রীমতী গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে মাদরাজের এডভোকেট শ্রী ইউ এন আর রাও এই কারণ দেখান যে, মন্ত্রিসভা যার কাছে দায়ী থাকতে পারে এমন কোন লোকসভা নেই।

পাঁচজন বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত কনসটিটিউশন বেঞ্চের পক্ষে প্রধান বিচারপতি এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন যে, সভা যখন বাতিল করে দেওয়া হয় "স্বভাবতই" মন্ত্রিসভা তখন আর জনগণের আস্থাভাজন থাকতে পারেন না। একথা কিন্তু কেউ বলেন না যে, সভা যখন অনির্দিষ্টকাল মুলতুবি রাখা হয় তখন মন্ত্রিসভা তার আস্থাভাজন নয়।

কোরট এই যুক্তিও খারিজ করে দেন যে, মন্ত্রিসভা ছাড়াও উপদেষ্টাদের নিয়ে রাষ্ট্রপতি তাঁর প্রশাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। প্রধান বিচারপতি বলেন যে, প্রশাসন ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা থাকা আবশ্যিক। মন্ত্রিসভা ছাড়া রাষ্ট্রপতির প্রশাসনক্ষমতা প্রয়োগ করতে গেলে প্রশাসন সংক্রান্ত সমস্ত ধারণারই পরিবর্তন করতে হবে। কারণ, গণপরিষদ প্রেসিডেনট প্রধান সরকারের নিদান দেননি।

তামিলনাড়ু বিধানসভা বাতিলের পর শ্রীকরুণানিধির ঐ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকার বিরুদ্ধে যে আপীল করা হয় কোরট সে সম্পর্কে একই কারণ প্রদর্শন করে উহা খারিজ করে দেন। এডভোকেড শ্রী কে এন রাজাগোপাল এই আপীল করেন। —পি টি আই

'বাঙলা দেশের' জাতীয় কবি নজরুল

গৌহাটি, ১৭ মারচ—ঢাকা বেতার কেন্দ্র কয়েকদিন যাবৎ ঘন ঘন দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করছেন।

গৌহাটিতে শোনা, ঢাকা বেতার কেন্দ্রের এক সরকারী ভাষ্যকার কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলার বিদ্রোহী কবি এবং "বাঙলা দেশে"র জাতীয় কবি বলে অভিহিত করেন এবং বলেন যে, এই কবির দেশাত্মবোধক সংগীত অবিভক্ত বাংলার হাজার হাজার তরুণ-তরুণীকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছিল।

ঢাকা বেতার কেন্দ্র এখন এক আধা-স্বাধীন সংস্থা। এই কেন্দ্র থেকে নজরুলের বিখ্যাত গানগুলি বাজানো হচ্ছে। ৭০ বছর বয়স্ক কবি এখন কলকাতায়।

ইতিমধ্যে এখানে নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া খবরে জানা যায়, পূর্বপাকিস্তানের জনগণ এখন নিজেদের হিন্দু অথবা মুসলমান বলে গণ্য করাকে "কলঙ্কজনক" মনে করেন। এতদিন ধুতি পরা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে নিষিদ্ধ বলে মনে করা হত। এখন আর সেদিন নেই। —পি টি আই

মহীশূর রাজনীতি

বীরেন্দ্র পাতিল মন্ত্রিসভা গরিষ্ঠতা হারিয়েছে

নব কংগ্রেস এম এল এ-দের দাবি

বাঙ্গালোর, ১৭ মারচ—বীরেন্দ্র পাতিল মন্ত্রিসভা মহীশূর বিধানসভার গরিষ্ঠতা হারিয়েছেন বলে নব কংগ্রেস আইনসভা দলের নেতা দাবি জানিয়েছেন। মহীশূর বিধানসভার সদস্য সংখ্যা ২১৫।

বিরোধী দলের নেতা শ্রীসিদ্ধবীরাপ্পার নেতৃত্বে নব কংগ্রেস আইনসভা দলের একটি প্রতিনিধি দল আজ সন্ধ্যায় এখানে রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীরের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা তাঁকে জানিয়েছেন যে, বীরেন্দ্র পাতিল সরকার রাজ্য বিধানসভায় গরিষ্ঠতা হারিয়েছেন।

লোকসভার এই নির্বাচনে আদি কংগ্রেস প্রচণ্ডভাবে বিপর্যস্ত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত রাজ্যের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। বেশ কিছু আদি কংগ্রেস সদস্য দল ছেড়ে নব কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন।

নব কংগ্রেস সূত্রের খবর দুই জন মন্ত্রী সমেত ২৩ জন আদি কংগ্রেস এম এল এ নব কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন।

আদি কংগ্রেস দলের এম এল এ-রাও পরে সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবেন।

শ্রীসিদ্ধবীরাপ্পা পরে সাংবাদিকদের বলেন, প্রতিনিধি দল রাজ্যপালকে সর্বশেষ পরিস্থিতি এবং বিধানসভায় বিভিন্ন দলের শক্তি কী রকম তা জানিয়েছেন, তিনি আরও জানান, আগামী কালের মধ্যে একটা স্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠবে।

প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রী আর এন পাতিল জানান যে, নব কংগ্রেস চায়না যে বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হোক। "আমরা সরকার গঠন করব।"

তিনি আরও বলেন, রাজ্য পি এস পি-ও আমাদের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে।

রাজ্যপাল সকাশে বীরেন্দ্র পাতিল

মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন্দ্র পাতিল আজ সন্ধ্যায় রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীরের সঙ্গে দেখা করে প্রায় ২০ মিনিট ধরে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন।

এদিকে শ্রীপাতিল আদি কংগ্রেস আইনসভা দলের সদস্যদের এক জরুরী বৈঠক ডেকেছেন। দলের বহু সদস্য দল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন এই খবরের ভিত্তিতে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্যই মুখ্যমন্ত্রী জরুরী বৈঠক ডেকেছেন।

পরে শ্রীপাতিল সাংবাদিকদের কাছে বলেন, তিনি তাঁর দলের কাছ থেকে নির্দেশ চাইবেন এবং সেই মতন চলবেন। তিনি নব ও আদি কংগ্রেসের মিলন চান, না ডি এম কে বা কেরল কংগ্রেসের অনুরূপ দল গঠনের পক্ষপাতি এই সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে, মুখ্যমন্ত্রী কিছু বলতে নারাজ হন।

শ্রী পাতিল নাকি একথাও বলেন যে, দুই কংগ্রেসের মিলনের প্রশ্নটি তিনি সর্ব ভারতীয় পর্যায়ে আলোচনা করবেন। তিনি মন্তব্য করেন। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং দুই কংগ্রেসের মিলনের বিরোধী বলেই তাঁর ধারণা। পরে জানা যায়, রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী বি এম পাতিল এবং উপমন্ত্রী শ্রী ডি বি পাওয়ার ও শ্রী বি এল গেঁড় মহীশূর মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন।

—ইউ এন আই-পি টি আই

বীরেন্দ্র পাতিলের দাবি তিনি সংখ্যাধিক্য হারাননি

বাঙ্গালোর, ১৭ মারচ—মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন্দ্র পাতিল আজ রাত্রে বলেন যে, বিরোধী নব কংগ্রেস দাবি করেছে যে, তিনি সভায় গরিষ্ঠতা হারিয়েছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও বিধান সভায় এই পরিস্থিতির তিনি মোকাবিলা করবেন।

আজ আদি কংগ্রেস বিধানমণ্ডলী দলের দু ঘণ্টা জরুরী বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে শ্রীপাতিলের উপর পুনরায় আস্থা স্থাপন করা হয়েছে এবং বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আদি কংগ্রেসের নেতা শ্রীসিদ্দাহীরাপ্পা সাংবাদিকদের বলেন, ১৪ জন আদি কংগ্রেস সদস্য নব কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। ফলে আদি কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা (বিধানসভায়) হয়েছে ১০১। শ্রীপাতিল অবশ্য বলেছেন, তিনি সভার সংখ্যাধিক্য হারাননি। —ইউ এন আই

ইন্দিরাজী সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৭ মারচ—মহাত্মা গান্ধী একবার শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে বলেছিলেন—ইন্দিরা, মানুষ দুই রকমের হয়। এক শ্রেণীর লোক কাজ করেন, আর এক শ্রেণীর লোক কৃতিত্ব নেওয়ার চেষ্টা করেন। তুমি প্রথম পর্যায়ে থাকবে।

শ্রীমতী গান্ধী বলেন—তিনি সব সময়েই ঐ দুই ধরণের মধ্যে প্রথমটিতে থাকার চেষ্টা করেন। —ইউ এন আই

টিয়ারা নারিশিং কোল্ড ক্রীম এবং টিয়ারা ভ্যানিশিং ক্রীম দুয়ে মিলে

আপনার মুখে সজীবতার কোমল আভা আনে

টিয়ারা নারিশিং কোল্ড ক্রীম এবং ভ্যানিশিং ক্রীম—এ দুয়ের মিলিত কার্যকারিতা আপনার ত্বকের পূর্ণ পরিচর্যা করে এবং মুখের রং সুন্দররূপে বিকশিত করে ও প্রস্ফুটিত রাখে। টিয়ারা নারিশিং কোল্ড ক্রীম—মেখে রাতে ঘুমোন এবং জেগে উঠে দেখুন—প্রভাতের মতই আপনার মুখখানিও উজ্জ্বল ও সজীব! টিয়ারা ভ্যানিশিং ক্রীম—পাউডার ধরার 'বেস' ও ভিত হিসাবে অপূর্ব কাজ করে—সারাদিন আপনার মুখখানিকে প্রভাতের সতেজতায় উদ্দীপ্ত রাখে।

সকাল থেকে সন্ধ্যে গ্রীষ্ম থেকে শীতে সর্বদাই—টিয়ারা আপনার রঙরূপে আনে কোমল আভা

আপনার মাথার মাত্র এক তৃতীয়াংশ জুড়ে আপনার মুখ: কিন্তু টিয়ারা সমগ্র সৌন্দর্যসাধনে বিশ্বাসী—তাই আপনার চুলের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষার জন্যও রয়েছে টিয়ারা এগ্ ও ল্যানোলিন শ্যাম্পু।

TIARA by Helene Curtis

প্রস্তুতকারক: জে. কে. হেলেন কার্টিস লিঃ

লণ্ডন • প্যারিস • নিউ ইয়র্ক

ARMS HC 4670 BN

অন্যান্য চিত্রগৃহে

নারায়ণী — কাটি পতঙ্গ
পার্বতী — প্রতিবাদ (৩য় সপ্তাহ)
সুরশ্রী — দেয়ানেয়া
শ্যামাশ্রী — নবরাগ (৬ষ্ঠ সপ্তাহ)
রূপায়ন — মহারাজা
শ্যামলী — মহারাজা
যোগমায়া — জয় জয়ন্তী
জয়া — নবরাগ (২য় সপ্তাহ)
জেম — চলতি কা নাম গাড়ী
রূপম — জবাব (Jawab)
বিনোদিনী — কংকাবতীর ঘাট
পূরবাশ্রী — পহেচান
রাধাশ্রী — কাটি পতঙ্গ
অতীন্দ্র সিনেমা — কাটি পতঙ্গ
অশোকা — জয় জয়ন্তী
অলকা — চৈতালি
কালিকা — মেরী ভাবী
চাণ্ডাল চিত্র মেলা — ওয়ারিস
জিগরী দোস্ত
ব্রহ্মচারী
জনীমেরা নাম

বিশ্বরূপা — শেষ ১০টি অভিনয় — বেগম মেরী বিশ্বাস
বাবাবদল
স্টার থিয়েটার
সীমা
রঙ্গনা — নান্দীকার
শ্রী ও ও ১ — দশ লাখ
নয়া রাস্তা
এখানে পিঞ্জর
প্রতিবাদ
নবরাগ
মিনার : বিজলী : ছবিঘর

নান্দনিক — চাঁপাডাঙ্গার মেলা — মুক্ত অঙ্গনে — আজ সন্ধ্যা ৭টায়
০ কাল থেকে ০
সাথী — ওরিয়েন্ট চিত্রগৃহে
জয় জয়ন্তী — পাঁচটি দুরন্ত ছেলে মেয়ের অভিনয় দীপ্ত
সঙ্গীত: মানবেন্দ্র
গীত
সন্ন্যাসী রাজা — তরুণকুমার — শুভমুক্তি আসন্ন
কাটি পতঙ্গ
প্রেম প্রেম — চন্দ্রলেখা
কাল থেকে — বীণা — ফুল আউর পাথর
আগামী কাল! — আগামীকাল
হিন্দ : শ্রী : প্রাচী : ইন্দিরা : নবীনা
চিত্র জগতে এক নতুন দিগন্ত খুলে যাচ্ছে

হাসিনা কা দেবতা
নিউ সিনেমা : কৃষ্ণা : জেম : প্রিয়া
গণেশ : খান্না : রূপালি

পোর্ট দলের দ্বিতীয়ার্ধে ২টি গোল

স্টাফ রিপোর্টার

পোরট কমিশনারস (২)
(নরীন্দর সিং, আসলাম)
আরমেনিয়ানস (০)

দ্বিতীয়ার্ধের সূচনায় উপর্যুপরি দুটি গোল করে পোরট কমিশনারস আরমেনিয়ানসকে হারিয়ে পুরো পয়েনট ঘরে তুলেছে। পোরট দলের ১৪টি খেলায় এইটি ষষ্ঠ জয়লাভ এবং সংগৃহীত পয়েনটের সংখ্যা ১৬। পক্ষান্তরে আরমেনিয়ানসের ১৫টি খেলায় দশম পরাজয়।

পোরট কমিশনারস প্রথমার্ধে গোল করতে না পারলেও উভয়ার্ধেই প্রাধান্য বজায় রাখে এবং যোগ্য দল হিসাবেই জয়ী হয়। প্রথমার্ধের ২ মিনিটে নরীন্দর সিং এবং ৮ মিনিট ব্যবধানে আসলাম কোণাকুনি তীব্র হিটে প্রয়োজনীয় গোল দুটি করেন ২—০।

পোরট কমিশনারস—ডি বসু; আই জুরি ও ডিকুজ; হরবনস, ডি চন্দ ও এম ডি মান্না; এস কে মুখারজি, এন সিং, ডবলিউ ওয়ারড, আসলাম ও জেড আমেদ।

আরমেনিয়ানস—এস জিভরকিয়ান; ই গলসটিয়ান ও ডি দাশগুপ্ত; জি তাওরেডিয়ান, জেড ক্যারাপিয়েট ও জি নিবানিয়ান; এস সুকিয়ানজিয়ান, আর ক্যাটাচিরকিয়ান, আর নামব্রেনিয়ান, এইচ ইসানোকিলয়ান ও এম রিন।

আমপায়ারস—এ উপাধ্যায় ও এস কে পাল।

ভারতীয় দলের খেলা অমীমাংসিত

জয়ন্তীলালের অপরাজিত সেনচুরি

জরজটাউন, ১৭ মারচ—ভারতীয় দল ও গায়না দলের চারদিনব্যাপী খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। শেষ দিনে ভারতীয় দল সারাদিন খেলে ৩ উইকেটে ২৭৭ রান করে। সময়াভাবে ও দ্রুত রান তুলতে না পারায় ৫০ রানের জন্যে জয়লাভে বঞ্চিত হয়েছে। তা হলেও ভারতীয় দলের ওপনিং ব্যাটসম্যান কে জয়ন্তীলাল সারাদিন দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে শেষ পর্যন্ত ১২২ রানে নট আউট থাকেন। তাঁর খেলায় একমাত্র শেষ সময় ছাড়া অন্য কোন সময়েই মারের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি। তাঁর রানের মধ্যে একটি ওভার বাউনডারি ও ১২টা বাউনডারি হয়। আবিদ আলীও ২৫ রানে অপরাজিত থাকেন।

গায়েনার অধিনায়ক রোহন কানহাই তৃতীয় দিনের শেষে গায়েনার দ্বিতীয় ইনিংসের ৬ উইকেটে ২০৬ রানেই পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে চতুর্থ দিনে ভারতকে ৩৩০ মিনিটে ৩২৭ রান করলে বিজয়ী হবে এই অবস্থায় ব্যাট করতে দেন। ভারতীয় দলও তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে খুবই ভাল ব্যাটিং করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ৫০ রান আর সংগ্রহ করতে পারে না। যদিও তখনও পর্যন্ত ভারতীয় দলের হাতে ৭টি উইকেট ছিল।

সারাদিনে ভারতের পাঁচজন ব্যাটসম্যানকে মাঠে নামতে হয়েছে। এর মধ্যে ২টি উইকেট একরকম ইচ্ছে করেই হারায়। ভারতীয় দল শেষ পর্যন্ত যে ৩ উইকেটে ২৭৭ রান করেছে তা কেবল হায়দরাবাদের তরুণ ওপনিং ব্যাটসম্যান কে জয়ন্তীলালের জন্যেই সম্ভব হয়েছে। তিনি সারাদিন খেলে ১২২ রানে নট আউট থাকেন। তাঁর প্রথম ৫০ রান ৮৩ মিনিটে হয়। তবে ১০০ রান পূর্ণ করতে আরও ১৭৯ মিনিট সময় লাগে।

ওপনিং ব্যাটসম্যান মাঁকড় ও জয়ন্তীলাল প্রতি মিনিটে রান করে ১০০ মিনিটে ১০০ রান সংগ্রহ করেন। মাঁকড় ৫২ রান করে পরে নেহাৎ ভুল মারার জন্যে আউট হন। ডুরানী বেপরোয়া ব্যাটিং করেই অল্প রানে আউট হন। বিশ্বনাথ পরে ভাল আরম্ভ করে শেষে অল্প ভুলের জন্যে আউট হন। তাহলেও তিনি ৪৪ রান করেন। শেষে আবিদ আলী জয়ন্তীলালকে শতরান পূরণে সাহায্য করায় দৃঢ়তার সঙ্গে একটি দিক আটকে রাখেন।

জয়ন্তীলাল

স্কোর

গায়েনা ১ম ইনিংস :—৩৮২ রান (ফ্রেডারিকস ৯৫, রোহন কানহাই ৯২, লয়েড ৫৭) ভারত ১ম ইনিংস :—২৬২ রান (এম জয়সীমা ১০৮, কে জয়ন্তীলাল ৫৯, এস শিবনারায়ণ ২৯ রানে ৪টি)

গায়েনা ২য় ইনিংস :—৬ উইঃ ২০৬ রান (কালীচরণ ৫৫, বুচার ৪৪, করনেলিয়াস ৪২, কানহাই ৩৪, ভেঙ্কটরাঘবন ৪৭ রানে ১টি, বেদী ৫৪ রানে ১টি, ডুরানী ৪৫ রানে ১টি, গোবিন্দরাজ ২৫ রানে ১টি উইকেট)

ভারত দ্বিতীয় ইনিংস

অশোক মাঁকড় ক রামনারেস ব গিবস	৫২
কে জয়ন্তীলাল নট আউট	১২২
এস ডুরানী স্টামপড প্যায়দানা ব করনেলিয়াস	২৪
জি বিশ্বনাথ ক ও ব শিবনারায়ণ	৪৪
এস আবিদ আলী নট আউট	২৫
অতিরিক্ত	১০
মোট (৩ উইঃ)	২৭৭

উইকেট পতন : ১।১২৯, ২।১৫৮, ৩।২৩২

বোলিং : রামনারেস ১৯-৩-৪১-০; গ্ল্যাসগো ২২-২-৫৩-০; লরেস ৩-০-১৩-০; শিবনারায়ণ ২৭-৬-৬০-১; গিবস ১৮-৪-৩৯-১; করনেলিয়াস ১৪-২-৩৮-১; কানহাই ২-১-২-০; কালীচরণ ৩-০-১২-০। —রয়টার

মোহনবাগান ও ইসটারন রেল স্পোরটস দলের খেলায় মোহনবাগান সেনটার ফরওয়ারড তৌফিক শের খাঁর কাছ থেকে রেল গোলরক্ষককে একটি নিশ্চিত গোল বাঁচাতে দেখা যাচ্ছে। —নিজস্ব-চিত্র

দ্বিতীয়ার্ধে ৪ গোল

মোহন বাগানের বিজয় অভিযান অব্যাহত

স্টাফ রিপোর্টার

মোহনবাগান (৫) **ই আর এস সি** (০)
(টি শের খাঁ—৩, আর ডীন, সঈদ নূর)

বুধবার প্রথম ডিভিসন হকি লীগে মোহনবাগান ৫—০ গোলে ই আর এস সি-কে পরাজিত করে লীগ জয়ের যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। প্রথমার্ধে রেল দল কিছুটা লড়াই চালালেও দ্বিতীয়ার্ধে পর্যুদস্ত হয়। মোহনবাগান প্রথমার্ধে একটি এবং দ্বিতীয়ার্ধে চারটি গোল করে। দুটি হিট পোসটে লেগে ফিরে আসে।

১০ মিনিটের সময় তৌফিক শের চারজনকে কাটিয়ে 'স্কুপের' সাহায্যে গোল করেন ১—০। ৩৬ মিনিটে দ্বিতীয় গোল হয়। ক্রস পাস থেকে বল পেয়ে আর ডীন গোল দেন ২—০। ৪৫ মিনিটে রেল গোলের সামনে জটলা থেকে তৌফিক শের তৃতীয় গোল করেন ৩—০। ৫৪ মিনিটে সৈয়দ নূর চতুর্থ এবং ৫৯ মিনিটে তৌফিক শের পঞ্চম গোল করলে খেলা শেষ হয় ৫—০।

অপরাজিত মোহনবাগান ১৩টি ম্যাচ থেকে ২৫ পয়েনট ও ই আর এস সি ১৫টি খেলা থেকে ১৪ পয়েনট পেয়েছে।

মোহনবাগান—এস মুখারজি; গুরুবক্স ও এ এস সুব্বায়া; রাজকুমার, পেজ ও বসির আলি; আর ডীন, এস খান্না, টি শেখ খাঁ সঈদ নূর ও ওসমান।

ই আর এস সি—টি দত্ত; এফ ম্যাকক্লাহান ও এফ হক; এস বসু, এ এক্কা ও আর গাঙ্গুলি; বি অধিকারী, জি সিং, এন হক, এন সেনগুপ্ত ও এ সরকার।

আমপায়ারস—বিজয় দত্ত ও বুদ্ধদেব দত্ত।

শেষ সময়ে জয়সূচক গোল

স্টাফ রিপোর্টার

আলেকজেনডার রেমনড (১) **পুলিশ** (০)
(ব্রিটো)

খেলা শেষ হবার ৪ মিনিট আগে ব্রিটো যে গোলটি করেছিলেন ঐ এক গোলের সূত্রেই আলেকজেনডার রেমনড ১৭টি খেলায় চতুর্থ জয়লাভ সহ ১৬ পয়েনট লাভ করে। পক্ষান্তরে মাত্র চার পয়েনটের অধিকারী পুলিশ ত্রয়োদশ খেলায় দশম পরাজয়ে দলীয় অবস্থাকে বিপদসঙ্কুল করে ফেলে।

প্রথমার্ধে পুলিশ মমুলি খেলায় কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও দ্বিতীয়ার্ধে আলেকজেনডার রেমনড কিছুটা বাড়তি দাপট দেখায়।

কাসটমসের চতুর্থ জয়

স্টাফ রিপোর্টার

কাসটমস (১) **রাজস্থান** (০)
(আর এস গ্রেওয়াল)

১০ মিনিটে আর এস গ্রেওয়ালের একমাত্র গোলে কাসটমস রাজস্থানকে হারিয়ে চতুর্থ জয়লাভে সমর্থ হয়েছে। কাসটমস ১৪টি খেলায় ১৬ পয়েনট ও রাজস্থান ১৫টি ম্যাচে ১০ পয়েনট পেয়েছে। উল্লেখ্য রাজস্থান এখনও কোন খেলায় জয়লাভ করেনি।

রাজস্থান গোলরক্ষক টি সেন তিনটি অবধারিত গোল রক্ষা করায় কাসটমস গোলের সংখ্যা বাড়াতে পারেনি। কাসটমসের কাছে এ খেলার দাম না থাকলেও রাজস্থানের কাছে এ খেলাটির গুরুত্ব কম নয়। আর দুটি পয়েনট হাতে থাকলে রাজস্থান অবনমনের হাত থেকে রেহাই—এ কথা নির্বিবাদে বলা যেত। তাই তারা মরিয়া হয়ে ড্র করার চেষ্টা করে, কিন্তু গোল শোধ করতে পারে না।

কাসটমস—পি সরকার; পি চতুর্বেদী ও বি মিনজ; এস মিত্র, আর এন সিং ও পি টপনো; বি দফাদার, এস আমেদ, আর গ্রেওয়াল, সি এস রাওয়াত ও এম বসু।

রাজস্থান—টি সেন; আর মল্লিক ও এস রায়; এ মুখারজি, ওবেদুল্লা ও আলিমুদ্দিন; আর মল্লিক, রামলাল, এস খাঁ, এস মান্না ও ডবলিউ খাঁ।

আমপায়ারস—সি পাল ও এস কে সিংহ।

গোল শূন্য খেলা

স্টাফ রিপোর্টার

স্পোরটিং ইউনিয়ন (০) **ডবলিউ বি পুলিশ** (০)

দুই দলের কাছেই একটি পয়েনট মূল্যবান। খেলাটি ড্র হওয়ায় দু দলই পয়েনট পাওয়ায় অবনমনের হাত থেকে বাঁচার জন্য কিছুটা এগিয়ে যাচ্ছে। স্পোরটিং ইউনিয়ন ১৫টি খেলায় ৯ পয়েনট ও পুলিশ দল সমসংখ্যক খেলায় ১১ পয়েনট পেয়েছে।

সুধীর কর্মকার আবার বছরের সেরা খেলোয়াড় মনোনীত

ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাব সুধীর কর্মকারকে এ বছরের সেরা ফুটবল খেলোয়াড় বলে ঘোষণা করেছেন। গত বছরও সুধীর কর্মকার সেরা খেলোয়াড়ের সম্মান পান।

ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের শোকসভা

কলকাতার ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের সদস্যারা বুধবার সন্ধ্যায় মিলিত হয়ে পরলোকগত পঙ্কজ গুপ্তের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মিঃ ভিকটর বারনা ক্লাবের সভাপতির মারফৎ জানান যে পঙ্কজ গুপ্তের মৃত্যু সংবাদে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছেন। স্পোরটসকে পঙ্কজ গুপ্ত অন্তরের সঙ্গে ভালবাসতেন।

কাল থেকে
কালিকায়
জেমিনীর
সমাজ কো বদল ডালো
(ইস্টম্যান কলার)
* অজয় সাহানী - শারদা : কাঞ্চনা
প্রাণ : মেহমুদ

ভবানী
কাল থেকে
দো রাস্তে
(ইস্টম্যান কলার)
* রাজেশ খান্না : মুমতাজ

বিড়লা প্ল্যানেটারিয়াম
আজ : নূতন সূচী
ইংরেজি : বেলা ১২-৩০টা ও ৩-৩০টা
হিন্দি : বেলা ২টা ও বিকাল ৫টা
বাংলা : সন্ধ্যা ৬-৩০টা

কলকাতায় ভিকটর বারনা : চীন ও জাপান খেলোয়াড় প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত

স্টাফ রিপোর্টার

পুরানো দিনের বিশ্ব টেবল টেনিস চ্যামপিয়ন ভিকটর বারনা তার খেলোয়াড় জীবনে কলকাতায় ২বার এসে খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তার পরও কোচ হিসাবে এদেশ ভ্রমণ করে গেছেন। দীর্ঘ কয়েক বছর বাদে তিনি আবার কলকাতা ছুঁয়ে গেলেন। এবার আর খেলতে নয় ডানলপের হয়ে ব্যবসা সংক্রান্ত সফরে। কিন্তু ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে তাই বারনাও জীবনের যে স্তরেই পৌঁছে থাকুন টেবল টেনিসকে ছাড়তে পারেননি। এখান থেকে তিনি কুয়ালালামপুর হয়ে জাপানের নাগোয়াতে যাবেন এবারে বিশ্ব চ্যামপিয়নশিপের আসরে।

বেঙ্গল রোয়িং ক্লাবের ঘাসের সবুজ গালচের ওপর ঘুরতে ঘুরতে তাঁকে টেবল টেনিসের প্রসঙ্গ নিয়ে প্রশ্ন করলাম চীন ও জাপানের টেবল টেনিস সম্বন্ধে। তিনি বললেন দু দেশের খেলার ধরন অনেকটা এক মনে হলেও আক্রমণাত্মক খেলায় একটা তফাৎ আছে। জাপানীরা সাধারণত খেলে টেবিলের এক ধারে দাঁড়িয়ে আর চীনেরা খেলে টেবিলের মাঝে দাঁড়িয়ে। তাছাড়া আসল হল বড় খেলায় মন সংযোগ করা। যা দু দেশের খেলোয়াড়দেরই প্রচণ্ড আছে। সে তুলনায় ইউরোপীয় দেশের খেলোয়াড়দের নেই। তবে এবছরের বিশ্ব চ্যামপিয়নশিপে চেকোশ্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরী ভাল খেলবে বলে মনে হয়।

চীনে টেবল টেনিস খেলার বেশ কদর আছে এবং প্রায় ৮।১০ কোটি লোক টেবল টেনিস খেলে।

হলদে বল প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করায় বারনা বললেন—কিছু এসে যায়না। সবুজ বোরডের ওপর সাদা বলই ভাল দেখা যায়। হলদে বলে খেলতে গেলে আলো বোরড সবকিছুই বদল করতে হবে। গ্রিপ সম্বন্ধে ও'র মত টেবল টেনিসের মাধুর্য প্রকাশ করতে গেলে পুরানো গ্রিপেই খেলতে হবে। আর 'কিল' করার খেলা খেলতে অবশ্য পেন হোলডারে সুবিধা।

জয়সীমার তৃতীয় টেসটে না খেলার সম্ভাবনা

জরজটাউন, ১৭ মারচ—ভারতীয় দলের চৌকস খেলোয়াড় এম এল জয়সীমা গায়নার বিরুদ্ধে খেলতে গিয়ে সোমবার তাঁর পায়ে চোট লাগে। তৃতীয় টেসট ম্যাচে তিনি খেলতে পারবেন কি না সন্দেহ। জয়সীমা দ্বিতীয় টেসট টীম থেকে বাদ পড়েছিলেন। গায়নার বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে সেনচুরি করার পর তৃতীয় টেসটে তাঁর দলভুক্ত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। আবিদ আলীরও গোড়ালীতে চোট লেগেছিল। তবে তিনি টেসটের আগে সুস্থ হতে পারবেন বলে আশা করা যায়। প্রসন্নও দ্বিতীয় টেসটে খেলার সময় আঙ্গুলে আঘাত পেয়েছিলেন। তবে আশা করা যায়, তৃতীয় টেসটে তিনি খেলতে পারবেন। —রয়টার

বৃহস্পতিবারের হকি খেলা

প্রথম ডিভিসন লীগ—মোহনবাগান : পোরট কমিশনারস (মোহনবাগান ৪টা); এনটালি এ সি : বি এন আর (মহঃ স্পোরটিং ৪টা); ইসটবেঙ্গল : পুলিশ (ইসটবেঙ্গল ৪টা); স্পোরটিং ইউনিয়ন : খালসা ব্লুজ (মোহনবাগান ৩টা)।

বোমবে টীমের নেট প্র্যাকটিশ

স্টাফ রিপোর্টার

শুক্রবার থেকে ইডেনে রনজি ক্রিকেটের সেমিফাইনাল খেলায় বাংলা বোমবাই-এর সঙ্গে খেলবে। তারই প্রস্তুতি হিসাবে বোমবাই বুধবার সকালে ও বাংলা দুপুরে অনুশীলন করেছে। বৃহস্পতিবারও দু দল সকালে-বিকেলে অনুশীলন করবে বলে জানা গেছে।

জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা

স্টাফ রিপোর্টার

আগামী ১৮ মারচ থেকে আমবালায় জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে। ৮টি রাজ্য ছাড়াও সারভিস, রেলওয়ে ও বিভিন্ন ইসপাত কারখানার দল যোগদান করেছে। হরিয়ানা রাজ্য বকসিং ফেডারেশন এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করছেন। সমস্ত লড়াই সেনট্রল স্কুল মাঠে হবে। হরিয়ানার মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী বি এন চক্রবর্তী প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করবেন ও জেনারেল এস এইচ এফ জে মানেকশা শেষ দিনে পুরস্কার বিতরণ করবেন।

ইসটবেঙ্গল পরাজিত

ভাসকো ক্লাব ফাইনালে

শম্ভাজিনগর, ১৭ মারচ—গোয়ার ভাসকো স্পোরটস ক্লাব বন্দোদকর গোল্ড কাপের সেমি ফাইনালের দ্বিতীয়বারের খেলায় কলকাতার ইসটবেঙ্গলকে ৩—০ গোলে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে। প্রথমবারের খেলায় উভয় দলই ১টি করে গোল করেছিল।

বিজয়ী দল প্রথমার্ধেই ২ গোলে এগিয়েছিল। ভাসকো ক্লাবকে ফাইনালে ডেমপো ক্লাবের সঙ্গে খেলতে হবে। —ইউ এন আই

জাতীয় ফুটবল

বাংলার প্রথম খেলা ২৩ এপ্রিল

জলন্ধর, ১৭ মারচ—জাতীয় ফুটবল বা সন্তোষ স্মৃতি ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা ১৪ এপ্রিল থেকে মাদরাজে আরম্ভ হবে। খেলার তালিকা রচনা করা হয়েছে। বাংলা দলকে গ্রুপ সিতে দেওয়া হয়েছে। বাংলার প্রথম খেলা ২৩ এপ্রিল কেরল ও ত্রিপুরার বিজয়ীর সঙ্গে। ২১টি দল অংশ গ্রহণ করবে। চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে।

পানজাব প্রথম খেলবে ৩০ এপ্রিল বিহার ও ওড়িশার বিজয়ীর সঙ্গে (২৮ এপ্রিল)।

মহমেডান স্পোরটিং সেমিফাইনালে

কানপুর, ১৭ মারচ—নারায়ণ গোলড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার কোয়ারটার ফাইনাল খেলায় কলকাতার মহমেডান স্পোরটিং ক্লাব ৩—১ গোলে সেকেন্দ্রাবাদের এ ও সি সেনটার দলকে হারিয়ে সেমি ফাইনালে উঠেছে। প্রথমার্ধে প্রসাদ একটি গোল করে মহমেডানকে এগিয়ে দেয়।

দ্বিতীয়ার্ধের সূচনায় লাহিড়ী ও সাদাতুল্লা পর পর একটি করে গোল করে। শেষ সময় জরজ মথু একটি গোল পরিশোধ করে। —পি টি আই

ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল

রঞ্জি ট্রফি সেমিফাইনাল, বাংলা বনাম বম্বে, ইডেন গার্ডেন, মার্চ ১৯, ২০, ২১ ও ২২, ১৯৭১। দৈনিক ১্ টাকার টিকেট ১৬, ১৭, ১৮নং গেটে এবং ২্ টাকার টিকেট ১নং গেটে বিক্রয় হইবে। হালসময়ের মেম্বারশিপ এবং/বা আইডেনটিটি কার্ড দেখাইয়া বার্ষিক ও অ্যাসোসিয়েট মেম্বারদের ৩নং গেট দিয়া, লাইফ মেম্বার, কমিটি ও সাব-কমিটি মেম্বার এবং প্লেয়ারদের গেস্ট ৪নং গেট দিয়া, এন সি সি মেম্বার ও প্লেয়ারদের গেস্ট ১৯নং গেট দিয়া বিনা টিকেটে প্রবেশ। সকল সিট আচ্ছাদনহীন। কেবল লাঞ্চের সময় পাস-আউট ইস্যু করা হইবে।

এস পাল
অনাঃ সেক্রেটারি
(৩২৯৪)

বছরে এক কোটি টাকার মত দুধ ও বোতল খোয়া যাওয়ার আশংকা

স্টাফ রিপোরটার

বছরে কোটি টাকার মত দুধ ও দুধের বোতল খোয়া যাচ্ছে বলে পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে আশংকা করা হচ্ছে। এরই মধ্যে পুলিশ সরকারী দুগ্ধ প্রকল্পের বহু ফাইলপত্র আটক করেছে। আঠার জনকে গ্রেফতার করেছে। তাদের মধ্যে তিনজন মহিলা।

পুলিশের তদন্ত রিপোরটে আরও অভিযোগ, সরকারী দুগ্ধ প্রকল্পের এই 'পুকুর চুরি' বাইরের কারও কাজ নয়, এর রহস্য ওই সংস্থার ভিতরেই রয়েছে। পুলিশের আরও অভিযোগ ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত অনেকেই এর সংগে জড়িত, ধৃত ব্যক্তিরাও সবাই ওই প্রকল্পেরই কর্মী। এর আগে একজন গেজেটেড অফিসারকেও ওইখানে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছিল। দীর্ঘকাল ধরে এই 'চক্রটি' এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে সরকারী দুগ্ধ প্রকল্পের এখন নাভিঃশ্বাস উঠেছে এবং যে কোন মুহূর্তে এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়তে পারে।

ওই সব কারণেই কলকাতায় দুগ্ধ সরবরাহ ব্যবস্থার এই বিপর্যয়। সপ্তাহে দু' তিন দিন দুধ মিলছে না। কর্তৃপক্ষ বলছেন, কোন সময় দুধের অভাব। আবার কোন সময় বোতলের অভাব। অবিলম্বে এর কারণ অনুসন্ধানের জন্য মহাকরণ থেকে রাজ্যপালের মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষ লালবাজারে পুলিশ কমিশনার শ্রী আর গুপ্তকে নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

নির্দেশ পাবার সংগে সংগে কমিশনার শ্রীগুপ্ত নিজেই হঠাৎ একদিন বেলগাছিয়া সেনট্রাল ডেয়ারিতে গিয়ে হাজির হন। ওখানকার কয়েকজন কর্মীর সংগে কথাবার্তা বলে তাঁর এই ধারণা হয়েছে যে, 'এ চুরি বাইরের কারও দ্বারা নয়, এটা ভেতরের চুরি।' সুতরাং বাইরে পুলিশ পিকেট বসিয়ে এ চুরি বন্ধ করা কোন রকমেই সম্ভব নয়।

প্রাথমিক তদন্তে এও দেখা গিয়েছে যে, কলকাতায় মোট ৪৮০টি বুথের মধ্যে অনেকগুলিতেই কাউনটারে নগদ পয়সায় দুধ বিক্রি হয়ে থাকে। অথচ মহাকরণে 'সুরভি' এবং এই ধরনের আরও কয়েকটি জায়গা ছাড়া নগদ পয়সায় দুধ বিক্রি করা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এনফোরসমেনট ব্রাঞ্চ পুলিশ ছদ্মবেশে কয়েক দিন আগে দক্ষিণ কলকাতার একটি বুথ থেকে পর পর আঠার বোতল দুধ নগদ পয়সায় কেনে। কেনবার পরই পুলিশ ওই বুথের মহিলা কর্মীদের গ্রেফতার করে।

গত মঙ্গলবার ভোরে দুধ ডিপোতে দিয়ে ফিরে যাবার সময় পুলিশ সন্দেহ করে একটি দুধের ভ্যান থামিয়ে অনুসন্ধান চালায়। ওই ভ্যানে ১২০ লিটার বোতল ভরতি দুধ পাওয়া যায়। পুলিশের অভিযোগ, এই দুধই ধরা না পড়লে চোরাইপথে খোলাবাজারে বিক্রি হয়ে যেত। ওই ভ্যানের চালক ও অপর তিন ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

তদন্তের সময় পুলিশ এটাও লক্ষ্য করেছে যে, সাধারণত তিনটি পথে দুধ ও দুধের খালি বোতল খোলা বাজারে চলে যায়। (১) ৪৮০টি বুথে প্রতি দিন যে দুধ সরবরাহ হয় তার একটা অংশ বাইরে বিক্রি হয়। বোতল ভেঙে যাবার আশংকায় প্রতিটি বুথে ছয়টি করে অতিরিক্ত বোতল ভরতি দুধ দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে দু' একটি ভাঙে। বাকিটা বেআইনীভাবে বাইরে বিক্রি করা হয়। এটা চেক করার তেমন কোন ব্যবস্থাও নেই। বোতল ভরতি ২০টি ট্রাক পুলিশ 'সারচ' করে প্রতিটি ট্রাকে একটির বেশি ভাঙা বোতল পায়নি। (২) দুধের ভ্যান থেকে কিছু পরিমাণ দুধ সরিয়ে ফেলা হয়। এর দু' একটি দৃষ্টান্ত পুলিশের হাতে এসেছে। (৩) বিভিন্ন বুথে যেটা 'বাড়তি' হয় তারও কোন হিসাব রাখা হয় না।

এ ছাড়া কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী দৈনিক ১২ থেকে ১৪ হাজার বোতল অর্থাৎ মাসে সাড়ে ৪ লক্ষ বোতল নষ্ট হয়ে যায়। প্রতিটি বোতলের দাম ২০ পয়সা। পুলিশের অভিমত, অন্য কোন সংস্থায় এর ১৫০ ভাগের এক ভাগও বোতল নষ্ট হয় কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

তদন্তকারী পুলিশ অফিসার এক প্রশ্নের উত্তরে জানালেন দুগ্ধ প্রকল্পের কর্তৃপক্ষও তাঁদের সংগে তেমন সহযোগিতা করছেন না। ফলে তদন্তের কাজে অসুবিধা হচ্ছে। তিনি বলেন, এই চক্রান্তের নায়করা শুধু সরকারী কর্মচারীদের নিয়েই সন্তুষ্ট হননি, তাঁরা এর মধ্যে সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের মহিলা কর্মীদেরও জড়িয়ে ফেলেছেন।

মুজিব কী চান

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

আর কালহরণের উপায় নেই, অমনি তাঁর মুঠো কেমন শক্ত হয়ে গেল।'

"সেই মুঠো যদি না খোলে তাহলে নিশ্চয় বিচ্ছেদের পথে পা না বাড়িয়ে মুজিবরের উপায় থাকবে না।"

'তা তো থাকবেই না। কিন্তু তখন নিশ্চয় এমন কথা বলা যাবে না যে, বিচ্ছেদটার জন্যে মুজিবরই দায়ী। পূর্ববংগের এই একচ্ছত্র নায়কের রাজনীতিতে এইটেই হচ্ছে সবচাইতে লক্ষণীয় ব্যাপার। রক্তক্ষয়ে তাঁর আপত্তি নেই, এবং দরকার হলে নিশ্চয় পাকিস্তানকে দু টুকরো করবার ঝুঁকিও তিনি নেবেন, কিন্তু একইসংগে তিনি লক্ষ্য রাখবেন যে, সেই রক্তক্ষয় ও বিচ্ছেদের দায়িত্ব যেন যথাস্থানে বর্তায়। যেন বিশ্ববাসী বুঝতে পারে যে, ইসলামাবাদের অদূরদর্শী নীতিই দুই পাকিস্তানকে আলাদা করে দিয়েছে।'

প্রশ্ন করেছিলাম মুজিবরের শক্তির উৎস সম্পর্কেও। উত্তরে তিনি বললেন, 'উৎস জনগণ। এবং জনগণ বলতে আমি শুধুই গ্রাম বাংলার কৃষিজীবী মানুষকে বোঝাচ্ছি না। ভাসানীর সংগে এইখানেই তাঁর পার্থক্য। বৃদ্ধ মৌলানা যেক্ষেত্রে শুধু চাষী সমাজের উপর তার প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন, মুজিবর সেক্ষেত্রে শহরের মানুষদেরও তাঁর লড়াইয়ের সংগী হিসেবে পেয়েছেন। পূর্ববংগে যে মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠেছে, সেই সমাজ সর্বাংশে তাঁর পিছনে। মধ্যবিত্ত মানুষরাই তো সর্বদেশে যাবতীয় চালু ব্যবস্থা আর বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রথম প্রশ্ন তোলে, প্রথম প্রতিবাদ জানায়। মুজিবর তাদের পাশে পেয়েছেন বলেই কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে প্রতিবাদ জানানো তাঁর পক্ষে এত সহজ হয়েছে। পূর্ববংগের লড়াই নিয়ে যখন আলোচনা চলে, তখন ভাষার প্রসংগটা স্বভাবতই খুব গুরুত্ব পায়। সন্দেহ নেই যে, মূলত ভাষাকে কেন্দ্র করেই সেখানকার লড়াই দানা বেঁধেছিল। আয়ুব একদা বলেছিলেন বটে 'সারি জবান মিলিজুলি কর এক জবান বানা চাহিয়ে। উয়ো বাংলা নেহি: উয়ো উর্দু নেহি। উয়ো হ্যায় পাকিস্তানী।' বলা বাহুল্য, ও সব ধোঁকা দিয়ে শিক্ষিত সমাজকে বোকা বানানো যায় না। পূর্ববংগেও যায়নি। কিন্তু আসল কথা সেটা নয়। আসল প্রশ্ন এই যে, জবানের দাবি তন্মুহূর্তে মানলেই কি আর অন্যান্য দাবি চিরকালের মতন চাপা থাকত? তা নিশ্চয় থাকত না।'

'থাকেওনি। কিন্তু দাবিগুলি কি মুজিবর আদায় করতে পারবেন?'

'না পারলে বিচ্ছেদ ঘটবে, তাতে সন্দেহ নেই। এবং সেই বিচ্ছেদ, বলা বাহুল্য, বিনা রক্তপাতে ঘটবে না। রক্ত ইতিমধ্যেই অনেক ঝরেছে। আরও ঝরবে। এই পর্যায়ে না ঝরুক, পরবর্তী পর্যায়ে ঝরবে। কিন্তু, সংগ্রামের নেতা যেহেতু মুজিবর রহমান, সুতরাং অন্তত একটা কথা এই মুহূর্তেই বলা যেতে পারে। সেটা এই যে, যতটা অনিবার্য, তার চাইতে বেশী রক্ত তিনি ঝরতে দেবেন না। বারো বছর ধরে এই মানুষটিকে আমি দেখছি। এই বারো বছরে তাঁর ব্যক্তিত্ব আমূল পালটে গেছে। আগের তুলনায় তিনি এখন অনেক বেশী অভিজ্ঞ, অনেক বেশী দায়িত্ববান। তাঁর সংগ্রামী মনোভাবে ইতিমধ্যে বিন্দুমাত্র ফাটল ধরেনি। কিন্তু অনেক উন্নত হয়েছে তাঁর রণকৌশল। সেনাপতি হিসেবে তিনি এখন অনেক বেশী দক্ষ। লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি মূল্য দেবেন ঠিকই, তিন্তু মূল্য যাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে না যায়, নজর রাখবেন সেদিকেও। এক কথায় বলতে পারি, নিতান্ত অকারণে একটি প্রাণকেও তিনি বিনষ্ট হতে দেবেন না।"

আমাদের শেষ প্রশ্ন, "আমাদের নির্বাচন সম্পর্কে মুজিবরের প্রতিক্রিয়া কী?"

"ইন্দিরা জয়ী হওয়ায় শুধু মুজিবর বলে কথা নেই, পূর্ববংগের সকল মহলই দারুণ খুশী।"

জাতীয় কনভেনশনে ঠিক হবে বিহার মন্ত্রিসভায় থাকব কিনা

—কর্পূরী ঠাকুর

পাটনা, ১৭ মারচ—সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের চেয়ারম্যান ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকর্পূরী ঠাকুর আজ এখানে বলেন যে, বিহারের সংযুক্ত বিধায়ক দল মন্ত্রিসভা থেকে এস এস পি বেরিয়ে আসবে কি না—তা স্থির হবে দলের জাতীয় কনভেনশনে। কনভেনশনের সিদ্ধান্ত আমরা মেনে নেব।

এস এস পি'র সাধারণ সম্পাদক শ্রীজরজ ফারনানডেজ বলেছেন, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা থেকে দলের বেরিয়ে আসা উচিত। শ্রীঠাকুর ওই মন্তব্যের উত্তরেই উপরোক্ত কথা বলেন।

এস এস পি'র আর একজন নেতা শ্রীরাজনারায়ণের মত হচ্ছে, দু' জায়গাতেই দলের মন্ত্রিসভায় থাকা উচিত। —পি টি আই, ইউ এন আই

ঢাকা রেসকোরস ময়দানে শেখ মুজিবর রহমানের ভাষণ শোনবার পর জনতা লাঠি উঁচু করে তুলে ধরে বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দিত করছেন।

আন্দোলন চলবে: দ্বিতীয় দিনের বৈঠক শেষে মুজিবর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সকালে ইয়াহিয়া-মুজিবর আলোচনা মাত্র এক ঘণ্টার বেশি অগ্রসর হয়নি।

বিশেষ ব্যবস্থায় ঢাকা থেকে পাওয়া খবর: মঙ্গল ও বুধবার মোট সাড়ে তিন ঘণ্টার একান্ত বৈঠকে প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া শেখ মুজিবরের কাছে তাঁর নয়া চার দফা শর্তের কয়েকটি ধারার 'ব্যাখ্যা' জানতে চেয়েছিলেন।

যেমন প্রেসিডেনট জিজ্ঞাসা করেছিলেন: ফৌজ সরিয়ে নেওয়া বলতে শেখ সাহেব ঠিক কী চাইছেন?

শোনা যাচ্ছে, শেখ মুজিবর জবাব দেন: (ক) বর্তমান সংকটের আগে পূর্ববংগে যে ফৌজ ছিল তার অতিরিক্ত 'আমদানি করা' সৈন্য ও অফিসারদের প্রত্যেককে অবিলম্বে পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরৎ পাঠাতে হবে। (খ) পূর্ববংগের প্রশাসনে সামরিকবাহিনী বিন্দুমাত্র অংশ থাকবে না।

ইয়াহিয়া প্রশ্ন করেন: 'গণহত্যার' তদন্ত কীভাবে হতে পারে?

মুজিবর নাকি সুপ্রীমকোরট বা হাইকোরট-এর বিচারপতি এবং বিশিষ্ট আইনজ্ঞদের নিয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিশনের কথা বলেন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাখ্যা প্রেসিডেনট চেয়েছেন তা নাকি হোল 'মারশাল ল' তুলে নেওয়া বিষয়ে—(ক) ফেব্রুয়ারি মাসে ইয়াহিয়া তাঁর বেসামরিক মন্ত্রিসভা ভেঙে দেবার আগের অবস্থায় ফিরে গেলে কী মুজিবর সন্তুষ্ট হবেন? অথবা, (খ) ১৯৬৯এর মারচ মাসে জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষমতা হাতে নেবার আগে দেশে যে ধরনের বুনিয়াদ 'গণতান্ত্রিক' অবস্থা ছিল আপাতত তাতে প্রত্যাবর্তন কি আওয়ামী লীগের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে?

শেখ মুজিবর উত্তর দেন: অত আইনের মারপ্যাঁচ তিনি জানেন না। সামরিক আইন তুলে নেওয়া বলতে তিনি বোঝেন দেশের দৈনন্দিন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা থেকে ফৌজীবাহিনীর সম্পূর্ণ নির্বাসন। ফৌজের একমাত্র কর্তব্য হবে: প্রয়োজনে বাইরের শত্রুর হাত থেকে দেশরক্ষা।

বুধবার সকালে কিছুক্ষণ আলোচনার পর শেখ সাহেব প্রেসিডেনটকে সোজাসুজি বলেন, মোট তিন ঘণ্টার উপর আমরা তো কথা বলেছি। চার দফা শর্তগুলি খুবেই 'স্পষ্ট' ও 'সরল'। এখন প্রেসিডেনট বলুন: তিনি সেগুলি মেনে নিচ্ছেন কিনা।

প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া এ সময় বলেন যে, পরিস্থিতি অত্যন্ত 'জটিল'। তাঁকে আইনজ্ঞদের সংগে পরামর্শ করতে হবে, কিছুটা ভাবতেও হবে। তাই বৈঠক আপাতত কিছুক্ষণ মুলতুবি থাকলে ভাল হয়।

উল্লেখযোগ্য যে এরপরই বুধবার মধ্যাহ্নেই পাকিস্তানের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি জাসটিস করনেলিয়াস-এর সংগে প্রেসিডেনটের 'সামরিক সচিবের' বহুক্ষণ আলোচনা হয়েছিল। সীমান্ত-নেতা খান ওয়ালি খান-এর (যিনি এখন ঢাকায়) সংগেও কথা বলে ইয়াহিয়া অনুরোধ জানান: শেখকে একটু বোঝান।

ঢাকা থেকে বিশ্বস্তসূত্রে আরও খবর পাওয়া যাচ্ছে: শেখ মুজিবর-এর সংগে আলোচনায় জেনারেল ইয়াহিয়া ঠিক কতদূর পর্যন্ত যেতে পারেন সে 'নির্দেশ' পিনডিতে 'আরমি হাই কমানড' এবং ঢাকায় জেনারেল টিক্কা খান ইতিমধ্যেই তাঁকে দিয়ে দিয়েছেন।

তাঁর গভীর আশংকা: এই 'নির্দেশ' ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়ে কোনওভাবে অতিক্রম করলে আগামী ২৩ মারচ 'প্রজাতন্ত্র দিবসে' জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে হয়তো অন্য কোন নয়া রাষ্ট্রপতির কণ্ঠস্বর শোনা যাবে।

আবার তিনি যদি তাঁর বর্তমান 'ইসট পাকিস্তান মিশনে' ব্যর্থ হন, 'বাংলা দেশে' স্বাধীনতা সংগ্রামের আগুন জ্বলে ওঠে তবুও হয়ত তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে একই পরিণতি।

এই ইয়াহিয়া-মুজিবর বৈঠকের গতি লক্ষ্য করে পাকিস্তানের অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদদের অনেকের ধারণা: সব আপস সূত্র ব্যর্থ হলে প্রেসিডেনট শেষ চেষ্টা হিসেবে শেখকে অনুরোধ করবেন: জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আরও কিছু দিন পিছিয়ে দিই। আপনি সম্মতি দিন। আর একবার ভুট্টো সাহেবের সংগে বসুন। আরও সময় পেলে আমরা সবাই হয়তো একটা সমাধান খুঁজে পাবই।

বিক্ষোভ

গতকাল শেখ মুজিবর যখন ঢাকার প্রেসিডেনট ভবনে ইয়াহিয়া খাঁর সংগে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছিলেন, তখন হাজার হাজার ছাত্র ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁদের মুখে ধ্বনি ছিল: 'ইয়া, ফিরে যাও', 'মুজিব, কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে কোন আপস নয়।'

বাঙালী তরুণরা কাতারে কাতারে শেখ মুজিবের বাসভবনের সামনে এসে জমায়েত হন এবং বাঙলা দেশের মুক্তি দাবি করে ধ্বনি তোলেন।

শেখ মুজিবর, প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁর সংগে মঙ্গলবার সকালে বৈঠক শেষ করেই আওয়ামি লীগের তিনজন শীর্ষস্থানীয় নেতার সংগে নিভৃতে আলোচনা করেন। তারপর তিনি দলের অন্যান্য নেতাদের সংগে মিলিত হন।

আওয়ামি লীগ প্রধান, তাঁর সহকর্মীদের সংগে কী আলোচনা করলেন, তার কোন বিশদ বিবরণ অবশ্য জানা যায়নি।

মৌল প্রয়োজন মেটাবার জন্য উৎপাদন বাড়ান

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামি লীগের সাধারণ সম্পাদক শ্রীতাজউদ্দিন আমেদ "বাঙলা দেশে"র জনগণের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন যে, তাঁরা যেন উৎপাদনে রেকরড সৃষ্টি করে এটা প্রমাণ করে দেন যে, দেশের সাধারণ জনগণ যে-কোন সঙ্কট অতিক্রম করতে পারেন এবং তাঁরা তাঁদের মৌল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদা নিজেরাই মেটাতে পারেন।

মঙ্গলবার ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে শ্রীতাজউদ্দিনের এই আবেদনটি প্রচারিত হয়। শ্রীতাজউদ্দিন জনগণকে নিয়মমাফিক সকল প্রাদেশিক কর জমা দিতে বলেছেন। অবশ্য করদাতাদের সকল কেন্দ্রীয় শুল্ক—যথা আমদানি রপ্তানির ওপর ধার্য শুল্ক, আবগারী শুল্ক প্রভৃতি এক "বিশেষ তহবিলে", ইসটারন মারকেনটাইল ব্যাংক অথবা ইসটারন ব্যাংকিং করপোরেশন-এ জমা দিতে হবে।

তিনি আরও বলেছেন যে, বিমানযোগে যে-সব দ্রব্য আসবে অথবা বিদেশী ডাক বিলি করা হবে। আর এজন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি চালু থাকবে

ভুট্টোর বিবৃতির সমালোচনা

'ঢাকা বেতার কেন্দ্র' পাকিস্তান পিপলস পারটির চেয়ারম্যান শ্রী জেড এ ভুট্টোর এক বিবৃতির সমালোচনা করেছেন। ওই বিবৃতিতে শ্রী ভুট্টো বলেছিলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের গরিষ্ঠ দলকে সরকার গঠন করতে দেওয়া উচিত।

এই কেন্দ্র থেকে মঙ্গলবার বলা হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের মাত্র দুটি প্রদেশে—পানজাব ও সিন্ধুতে, ভুট্টোর পিপলস পারটি গরিষ্ঠ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান সম্পর্কে শ্রীভুট্টোর কথা বলার কোনই অধিকার নেই। গত সাধারণ নির্বাচনে ওই দুই প্রদেশে তাঁর দল কোন ভোট পাননি।

—ইউ এন আই, পি টি আই,

কলকাতার পাক দূতাবাসের ঢাকার সঙ্গে কোন যোগ নেই

বিশেষ প্রতিনিধি

ঢাকার সংগে কলকাতার পাকিস্তানী দূতাবাসের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ইনডিয়ান এয়ারলাইনসের বিমান চলাচল বন্ধ থাকায় দিল্লি হাইকমিশন থেকে কলকাতার ডেপুটি হাইকমিশনে কোন ডিপলোম্যাটিক ব্যাগও এসে পৌঁছচ্ছেন।

ঢাকার সংগে কলকাতার ট্রাঙ্ক টেলিফোন লাইনও বিচ্ছিন্ন। ফলে তাঁরা কেউই দেশের সংগে যোগাযোগ করতে পারছেন না। একমাত্র ঢাকা বেতার কেন্দ্রই তাঁদের দেশের সংগে যোগসূত্র।

কলকাতা পাক দূতাবাসের রুটিন কাজ অবশ্য যথারীতি চলবে। ভিসার আবেদনও যথারীতি গ্রহণ করা হচ্ছে। বেশ কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর বুধবার থেকে পাকিস্তানী হাইকমিশন দিল্লি থেকে প্রকাশিত ওঁদের প্রচার বুলেটিন পাকিস্তান আবার ভারতীয় গ্রাহকদের মধ্যে বিলি করতে শুরু করেছেন। ১ মারচ তারিখের পাকিস্তানের প্রথম পৃষ্ঠায় ইয়াহিয়া খানের ছবিও ছাপা হয়েছে। পত্রিকাটির এই সংখ্যায় পূর্ব পাকিস্তানের কোন খবর নেই। পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী বাংলা মুখপত্র মাহেনও ফালগুন সংখ্যাও পাক দূতাবাস বিলি করছেন। তাতে যথারীতি ইয়াহিয়া খনের ছবি ও ভাষণ ছাপা হয়েছে এবং একুশে ফেবরুয়ারির উপর কোন সংবাদ বা প্রবন্ধ এই সংখ্যায় স্থান পায়নি।

ইতিমধ্যে একটি খবরে জানা গিয়েছে পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের অবাঙালী অফিসারেরা সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে ক্ষুব্ধ হয়ে বাঙালীদের প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। মধ্যপ্রাচ্য থেকে পাকিস্তান ইনটার ন্যাশনাল এয়ার লাইনসের যে সব বাঙালী কর্মী কিছুদিন আগে ছুটিতে ঢাকা এসেছিলেন তাঁরা তাঁদের কাজের জায়গায় ফিরে যেতে চাইলে পি আই এ কর্তৃপক্ষ তাঁদের বিমানে জায়গা দিতে অস্বীকার করছেন। ব্রিটেনে কর্মরত বাঙালী কর্মীদেরও ঢাকা থেকে আর কর্মস্থলে যেতে দেওয়া হচ্ছেনা।

পূর্ব বাংলার প্রতি যুব কংগ্রেসের অভিনন্দন

উত্তর কলকাতা যুব কংগ্রেস পূর্ব বাংলার সংগ্রামী মানুষকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সেখানে মিলিটারি অত্যাচারের নিন্দা করেছেন।

ওই যুব কংগ্রেসের (মহাজাতি সদন) সভাপতি শ্রীমিহিরকিরণ ভট্টাচার্য এক বিবৃতিতে বলেছেন, মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনকে মুজিবর আবার জনমানসে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। গণতন্ত্রের ক্ষুধাকে জংগী শাসনে স্তব্ধ করা যায় না—পৃথিবীতে আবার তা প্রমাণ হল।

মুজিবরের জন্মদিবস সাড়ম্বরে উদযাপিত

নয়াদিল্লি, ১৭ মারচ—আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান আজ ৫২ বছরে পদার্পন করলেন।

ঢাকা বেতারের খবরে প্রকাশ, বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে আজ ঢাকায় প্রিয় নেতা মুজিবরের জন্মদিবস পালন করা হয়। —ইউ এন আই

সি আই এ-র বিরুদ্ধে অভিযোগ অস্বীকার

লাহোর, ১৭ মারচ—পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবংগকে নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা মারকিন গোয়েন্দা বিভাগ বা সংক্ষেপে সি-আই-এ উদ্ভাবন করেছেন এই অভিযোগ গতকাল মারকিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের জনৈক মুখপাত্র অস্বীকার করেছেন।

দৈনিক পাকিস্তান টাইমস-এর চিঠিপত্র বিভাগে এইরূপ অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছিল। মারকিন কনসাল ও তথ্য দফতরে অফিসার শ্রীফ্রাংক ডীন ওই অভিযোগের জবাবে ওই কথা বলেন।

পত্রলেখকেরা অভিযোগ করেছিলেন যে, পাকিস্তানের দুই অংশকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা সি-আই-এ উদ্ভাবিত। একজন পত্রলেখক এ কথাও বলেন যে, তাঁর কাছে এ সম্পর্কে দলিলও রয়েছে। তিনি কনসালকে ওই দলিলটি দেখে যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

ওই পত্রলেখকের বাড়ি গিয়ে দলিলটি দেখে শ্রীডীন মন্তব্য করেছেন যে, ওই দলিলটি কোন অ-মারকিনসূত্রে প্রকাশিত একটি নিউজ বুলেটিনের কপি মাত্র।

—রয়টার

সীমান্তের ওপারে যা দেখে এলাম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রবিউল আলম। কঠিন স্বরে তাঁদের সংগ্রামের কথা জানালেন। বললেন, বাংলা দেশের নওজওয়ানরা প্রস্তুত।

শত্রু মরণ কামড় দিলে তাঁদের অস্ত্রেই তাঁদের ঘায়েল করার জন্য তৈরি থাকতে হবে। স্বাধীন বাংলা সংগ্রাম পরিষদ তাঁদের এই কর্মসূচী এখন ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছেন। বাংলা দেশের সম্পদ পাচার যাতে রোধ হয় সেজন্য পরিষদ ঢাকা ও দেশের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বহু চেক পোসট বসিয়েছেন।

কথা হচ্ছিল এক উদীয়মান বাঙালী শিল্পীর সংগে। হাতের সৌখীন কাজের পাঞ্জাবী পরা শিল্পী মতিয়ার হোসেন বললেন বাঙলার এই সংগ্রামের ঢেউ নাড়া দিয়েছে জংগীশাহীর খাস তালুকেও। 'রেডিও পাকিস্তান' করাচি কেন্দ্রের বাঙালী শিল্পীরাও আজ এক-প্রাণ, এক-মন। করাচি কেন্দ্র বাঙলা সংগ্রামী আন্দোলনের খবর বয়কট করায় সেখানকার বাংলা-খবর পাঠক সরকার কবিরুদ্দিনের নেতৃত্বে গড়ে উঠল সেখানেও অসহযোগ আন্দোলন। জংগীচক্র বাধ্য হয়ে বাঙলা দেশের সংগ্রামের খবরও প্রচারে রাজি হলেন। আন্দোলনের এ ঢেউ আছড়ে পড়ছে বাঙলার প্রান্তে প্রান্তে। উত্তর থেকে বংগোপোসাগরের উপকূল পর্যন্ত।

জনমত আজ উত্তাল, তেমনি জনতা শান্ত গম্ভীর, বাংলা দেশে আজ কোনও ক্রাইম হচ্ছে না। পুলিশকে আইন শৃংখলা রক্ষার জন্য ছুটতে হচ্ছে না এখানে সেখানে। জানালেন বাংলা দেশের—সরকারের একজন পদস্থ অফিসার। পুলিশের ডায়েরি একরকম বন্ধ। কেউ কোনও অভিযোগ, ফরিয়াদ নিয়ে হাজির হচ্ছে না। সংগ্রাম পরিষদের কর্মীরা পাহারা দিচ্ছেন জনসাধারণের অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে। চুরি নেই, ডাকাতি নেই—নেই রাহাজানি।

জনতার এই জাগরণে মিলিটারি কাবু—তাঁদের রসদ বন্ধ। বাইরে থেকে রেশন যোগান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন কেবল যুদ্ধকালীন প্যাকেটের শুকনো খাবারই তাঁদের সম্বল। পশ্চিম পাকিস্তানী সেনারা এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। শুরু করে দূরের কয়েকটি গ্রামে লুঠপাট। কিন্তু সংগ্রাম পরিষদের প্রতিরোধে সে সেনারাও আজ বন্দী। সংগ্রামের বিভিন্ন স্তর নিয়ে আলোচনা প্রসংগে এই কথা জানালেন সংগ্রাম পরিষদের একজন কর্মী।

ওপার বাংলায় আন্দোলনও যত দুর্বার হয়ে উঠছে এপার বাংলার শুভেচ্ছার জন্য তাঁরা তত ব্যাকুল হয়ে উঠছেন। তাই এদিন যখন বাঙলা দেশের নদনদী ভরা মানুষের জন্য এপার ভারত থেকে শুভেচ্ছা উপহার ট্রাক ভরতি নৌকো তৈরির মালমশলা ওপার বাংলায় পৌঁছলো তখন সেখানে ধ্বনি উঠল: জয় বাংলা। এবার সেখানে ঘূর্ণিঝড়ে দুর্গত মানুষের সাহায্যে ত্রাণ সামগ্রী হিসাবে নৌকো তৈরির এই কাঠ পাঠানো হয়। এজন্য বাংলা দেশ থেকে এসেছিল অনুরোধ।

বাংলার দু' পারের মানুষের সংগ্রাম সুখ-দুঃখের অনেক কথা হল। কথা হলো সীমান্তের বেড়া উঠিয়ে যাতায়াত সহজ করা নিয়ে। বাংলা দেশের মানুষ কলকাতায় আসতে চান। সেখানকার ছাত্ররা চান কলকাতায় পড়তে। এখানকার সাহিত্য-শিল্পের আস্বাদ নিতে। কথায় কথায় বেলা গড়িয়ে গেল। শেষে বিদায় নিতে হলো। সংগ্রামের বার্তা হিসাবে তাঁরা দিলেন এক কপি 'ইত্তেফাক', আমি দিয়ে এলাম ওপারের সংগ্রামে শুভানুধ্যায়ী এপারের একখানা 'আনন্দবাজার'।

RAJASTHAN STATE LOTTERIES

১৭-৩-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল

১০০০ টাকার একটি পুরস্কার টিকিট নং D-019001 প্রত্যেকটি ৫০০, টাকার চারটি পুরস্কার টিকিট নং E-011331 A-288501, B-146220, C-358179 অবশিষ্ট সিরিজগুলির উপরোক্ত নম্বরযুক্ত টিকিটে প্রত্যেকটি ৫০ টাকার ২০টি সান্ত্বনা পুরস্কার

ডিরেক্টর, স্মল সেভিংস অ্যান্ড স্টেট লটারিজ, রাজস্থান, জয়পুর।

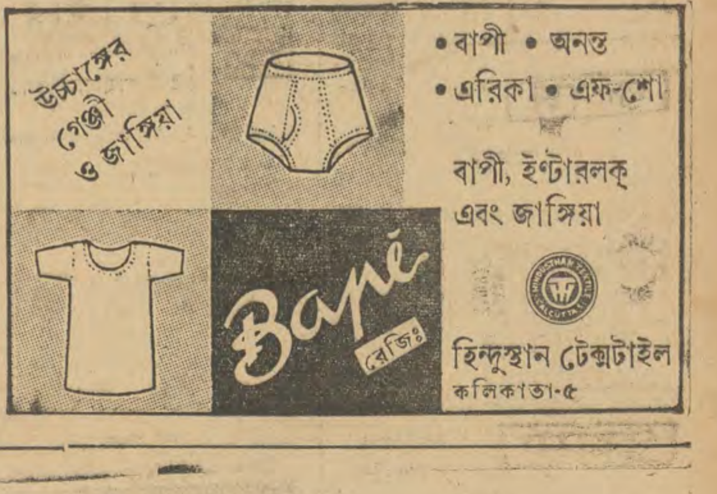

হিংস্রতার ক্ষমা নেই

হিংস্রতা বর্জন করুন

বিবাহের বেনারসী সাড়ী
প্রিয় গোপাল বিষয়ী
৭০, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট
বড়বাজার • কলিকাতা-৭

বেতার বার্তা

বৃহস্পতিবার, ১৮ মারচ

১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত বন্দেমাতরম্; ৬-৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ বটুক নন্দী—গীটার, সং; ৬-৪৫ দেশবন্দনা; ৬-৫৫ সুবন্ধ সংগীত—খেয়াল ভীমসেন যোশী; ৭ ১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ ললিতা ঘোষ রাগপ্রধান ও ভজন, সং; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪৫ অনুরাধা দাশগুপ্ত রবীন্দ্রসংগীত; ৮টা পরিমল রায়চৌধুরী লোকগীতি; ৮-১৫ তন্দ্রা বন্দ্যোঃ—আধুনিক; ৮-৩০ শ্রীকান্ত বাকরে—খেয়াল; ৯টা বাংলা সংবাদ; ৯-৫ রবীন্দ্রসংগীত (রেঃ); ৯-১৫ আধুনিক (রেঃ); ৯-৩০ সংবাদ বিচিত্রা; ৯-৪৫ পদ্মিনী দাশগুপ্ত রবীন্দ্রসংগীত; ১০টা হিমাংশু বিশ্বাস—বাঁশী; ১০-৩০ চামেলী সরকার—খেয়াল ১১টা সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১১ সময় সংকেত রবীন্দ্রসংগীত, সং; ১ [illegible] আর গৌতম—খেয়াল; ১-৩০ সুগম সংগীত; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ বটুক নন্দী—গীটার; ২টা গীতিকা (রেঃ); ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ বিদ্যার্থীদের জন্য; ২-৪৫ মিনতি ঘোষ—আধুনিক (শর্ট-ওয়েভে); ২-৫০ বটুক নন্দী—গীটার; ৩টা চিত্ত বন্দ্যোঃ—গীত; ৩-১৫ মিনতি মুখোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৩-৩০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সংকেত রবি লাহা—সরোদ; ৫-৩০ মিনতি ঘোষ—ভজন; ৫-৪৫ অনিল ভট্টাঃ—আধুনিক; ৬টা স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং ও ইং); ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ দ্বিজেন গুপ্ত—লোকগীতি; ৬-৪০ নারীকথা: নুহু: কথিকা; ৬-৫০ পরিমল রায়চৌধুরী রামপ্রসাদী; ৭টা কৃষিকথা; ৭-৪৫ সমীক্ষা; ৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৮টা ভারতে বিজ্ঞানচিন্তা (৪) বাং কথিকা—ডঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বাংলায় সাপ্তাহিক সংবাদ পরিক্রমা—সন্তোষ ঘোষ (শর্টওয়েভে ও আগরতলায়) ৮-১৫ পদ্মিনী দাশগুপ্ত অতুলপ্রসাদের গান; ৮-৩০ ধীরেন বসু—আধুনিক; ৮-৪৫ গীতা ঘোষ—রবীন্দ্রসংগীত; ৯টা হিমাংশু বিশ্বাস—বাঁশী; ৯-৩০ রম্যগীতি; ১০টা সংবাদ পরিক্রমা; ১০-৫ বাংলা সংবাদ; ১০-১৫ অনুরাধা দাশগুপ্ত রবীন্দ্র-সংগীত; ১০-৩০ ধীরেন বসু—নজরুল-গীতি; ১০-৪৫ ললিতা ঘোষ—আধুনিক; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ: ১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত বন্দেমাতরম্: আলোর গান করবী চক্রঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৬-৫ দিনের আলোয়: বালগঙ্গাধর তিলক সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ কাহিনী—আলো বসু; ৬-১০ রাগরঙ: লিলি ভাদুড়ী—খেয়াল; ৬-৩০ যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৬-৩৫ সুরের আলো: প্রভাকর সেন—গীটার; ৬-৪০ নানারঙের গান: কৃষ্ণা ঘোষ—সংস্কৃত স্তোত্র ও ভজন; চন্দ্রশেখর রায়—লোক-গীতি; ৭টা যুবসংবাদ: বাং সংবাদ; ৭-৫ শ্রুতিতরঙ্গ: প্রভাকর সেন—গীটার; ৭-১০ গীতাঞ্জলি: করবী চক্রঃ—রবীন্দ্র-সংগীত; ৭-২০ সুরলহরী: প্রভাকর সেন—গীটার; ৭-২৫ দিগন্তের গান: প্রগতি রায়—আধুনিক; ৭-৩৫ আসলে কী: ভারতীয় করব্যবস্থা কথাটা আসলে কী?—গোপা সেন; ৭-৪০ সুরকল্লোল; ৭-৪৫ সিনেমার গান (রেঃ); ৮টা হিন্দী সংবাদ, সং ৮-৩০ হিন্দী শিক্ষা; ৮-৪৫ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১টা সময় সংকেত পাশ্চাত্য সংগীত, সং; ১-৪০ লাঞ্চ টাইম ভ্যারাইটি পপ্ সংগীত (রেঃ); ২-৩০ মন্থর গতিতে ইং সং; ৩টা সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সংকেত আজ ও কালকের যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৫-৫ মেঠোসুর: চন্দ্রশেখর রায়—লোক-গীতি; ৫-১৫ তরুণকণ্ঠে: রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে আবৃত্তি—গোপা সেন; ৫-২৫ শ্রুতিতরঙ্গ: প্রভাকর সেন—গীটার; ৫-৩০ যুবসংবাদ: বাং সং; ৫-৩৫ দেউল: কৃষ্ণা ঘোষ—ভক্তিমূলক গান; ৫-৪৫ সুরধ্বনি: প্রভাকর সেন—গীটার; ৫-৫০ কবির সুরে গান: করবী চক্রঃ—রবীন্দ্রসংগীত প্রগতি রায়—অতুলপ্রসাদের গান; ৬টা ইং সং; ৬-৫ ক্যালকাটা ৭১: ট্যালেন্টস্ ইন টাউন; ৬-৩০ বিজ্ঞান প্রসঙ্গ; ৬-৪০ গীতিবিচিত্রা: প্রগতি রায়—আধুনিক চন্দ্রশেখর রায়—লোকগীতি; ৬-৫০ রাগরঙ: লিলি ভাদুড়ী—খেয়াল; ৭-১০ লেটস ফেস ইট: ইং আলোচনা; ৭-৩০ গানের বৈঠক: করবী চক্রঃ—রবীন্দ্র-সংগীত প্রগতি রায়—অতুলপ্রসাদী ও নজরুলগীতি, কৃষ্ণা ঘোষ—ভজন, চন্দ্রশেখর রায়—লোকগীতি, প্রভাকর সেন—গীটার; ৮টা গীতা ঘোষ—ভজন; ৮-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা (দিল্লী থেকে); ৮-২৫ বটুক নন্দী—গীটার; ৮-৩০ ললিতা ঘোষ ঠুংরী ও দাদরা; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ, সং; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান: অবকাশরঞ্জন (দিল্লী থেকে); ৯-৩০ পাশ্চাত্য সংগীত, সং; ১০-৩৫ শ্রীকান্ত বাকরে—খেয়াল; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; বেলা ১০-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিঃ; দুপুর ২টা—রাত ১১-৩০ মিঃ

ঘ: (সন্ধ্যায়) ৬টা চামেলী সরকার—ঠুংরী; ৬-১৫ রবি লাহা—সরোদ; ৬-৩০ অনিল ভট্টাঃ—আধুনিক; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭টা মিনতি মুখো—আধুনিক; ৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা (ইং ও বাং); ৭-৩০ চিত্ত বন্দ্যোঃ—ভজন; ৭-৪৫ তন্দ্রা বন্দ্যোঃ—আধুনিক।

রেডিও মস্কো-এর প্রাত্যহিক সূচী
বাংলায়
শীতকালীন সূচী ১৯৭০-১৯৭১
১। বিকাল ৪-৩০টা—১৩, ১৬, ১৯, ২৫, ৫-৩০টা
২। রাত্রি ৭-৩০টা—১৩, ১৯, ২৫, ৩১, ৮-০০টা ২১৭, ১৩, ১৬, ১৯, ২৫
প্রধান প্রধান সাপ্তাহিক সূচী
আমাদের শ্রোতাদের ক্লাব — সোমবার রাত্রি ৭-৩০টা
বিশেষ যুব সূচী — বুধবার রাত্রি ৭-৩০টা
কৃষকদের জন্য সূচী — বৃহস্পতিবার রাত্রি ৭-৩০টা
আমাদের চিঠিপত্রের থলে — রবিবার রাত্রি ৭-৩০টা
রেডিও মস্কো সানন্দে শ্রোতাদের জবাব দিয়ে থাকে।
রেডিও মস্কো, মস্কো, ইউ এস এস আর অথবা আমাদের করেসপণ্ডেন্ট, ডি-৩৫৫, ডিফেন্স কলোনি, নয়াদিল্লি ঠিকানায় লিখুন। (১৩১০ এ)

দিনপঞ্জিকা

আজ ষষ্ঠী

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

বৃহস্পতিবার, ৪ চৈত্র, ১৩৭৭ (২৭ ফাল্গুন, ১৮৯২ শক) ১৮ মারচ, ১৯৭১, ২০ মহরম। ষষ্ঠী রাত্রি ঘঃ ৭-৪৩ মিঃ পর্যন্ত। অনুরাধানক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ৯-১৩ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫-৪৭-৫ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫-৪২-৫৭ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—শুভ নক্ষত্রামৃতযোগ দক্ষিণে নাস্তি। স্কন্দষষ্ঠী। মুখ্যচান্দ্র ফাল্গুন গৌণ চৈত্র (কৃষ্ণপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

বৃহস্পতিবার, ৪ চৈত্র, ১৩৭৭ (২৭ ফাল্গুন, ১৮৯২ শক), ১৮ মারচ, ১৯৭১, ২০ মহরম। ষষ্ঠী দিবা ঘঃ ৯-২৯-২২ সেঃ পর্যন্ত। অনুরাধানক্ষত্র দিবা ঘঃ ৫-১৬-৩০ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫-৪৭-৫২ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫-৪২-২১ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—শুভ নক্ষত্রামৃতযোগ দক্ষিণে নাস্তি। স্কন্দষষ্ঠী। মুখ্যচান্দ্র ফাল্গুন গৌণ চৈত্র (কৃষ্ণপক্ষ)।

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	দিবা	রাত্রি	দিবা	রাত্রি
	জোয়ার আরম্ভ		ভাঁটা আরম্ভ	
বৃহস্পতিবার	৩-২৭	৩-৪৫	৭-৫৩	৭-৪৮

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

আনন্দবাজার পত্রিকা

[রবিবার, ৪ঠা চৈত্র, ১৩৪০
১৮—৩—৩৪]

ডাঃ সৈফুদ্দিন কিচলু
মুলতান জেল হইতে মুক্তিলাভ

মুলতান, ১৭ই মার্চ

কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ডাঃ সৈফুদ্দিন কিচলু দিল্লীতে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিবার অভিযোগে দুই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। অদ্য প্রাতঃকালে তিনি মুলতান সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। কংগ্রেস কর্ম্মিগণ তাঁহাকে জেলের দ্বারে সম্বর্দ্ধনা করেন। অদ্য রাত্রিতে তিনি লাহোরে যাত্রা করিবেন।
—ইউনাইটেড প্রেস

কুমিল্লা হইতে ছাত্রী বহিষ্কৃত
বঙ্গীয় সং ফৌঃ আইনে আদেশ

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

কুমিল্লা, ১৫ই মার্চ

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী বি এ পরীক্ষার্থী কুমারী প্রেমসাধনা রায়কে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে এক বৎসরের জন্য বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। কুমারী প্রেমসাধনা ত্রিপুরা কালেক্টরীর ভূতপূর্ব্ব হেডক্লার্ক স্বর্গীয় সুরেন্দ্রকুমার রায়ের কন্যা।

*

অন্তরীণ আইন ভঙ্গে গ্রেপ্তার

ঢাকা, ১৭ই মার্চ

জগন্নাথ কলেজের ছাত্র সংপৎটোলার যোগেশচন্দ্র দত্ত ওরফে জটুকে অন্তরীণ আইন ভঙ্গ করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়।
—ইউ: প্রেস

ভূকম্পপীড়িতদের সাহায্যার্থ অভিনয়

ভূকম্পপীড়িতদের সাহায্যার্থ অভিনয় গত ১৭ই মার্চ 'এম্পায়ার থিয়েটারে' শ্রীযুত মধু বোসের প্রযোজনায় 'আলিবাবা' অভিনয় হইয়াছিল। অভিনয় মোটের উপর সুন্দর ও উপভোগ্য হইয়াছিল। শ্রীমতী সাধনা বসুর মর্জ্জিনার ভূমিকায় অভিনয় চিত্তাকর্ষক। তাঁহার সাবলীল গতিভঙ্গী, নৃত্যকুশলতা, সুললিত কণ্ঠে দর্শকগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ......অভিনয়লব্ধ অর্থের কিয়দংশ ভূকম্পপীড়িতদের সাহায্যার্থে দেওয়া হইবে।

বালিটিকুরি (হাওড়া) কর্মী-সংসদ অভিনীত "কালিন্দী" নাটকের একটি দৃশ্যে সান্ত্বনা ঘোষ, শচীদুলাল দেবরাজ

একাংক প্রতিযোগিতার ফলাফল

ক্যানডেল নবীন সঙ্ঘ আয়োজিত একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা (প্রথম বার্ষিক) গত ১৮-২১ ফেবরুয়ারি সম্পন্ন হয়। প্রতিযোগিতার ফলাফল নীচে দেওয়া হল:

শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা: ১। মহাকাব্য (লোকরঙ্গ—হাওড়া); ২। এক যে ছিল রাজা (যাত্রিক, নৈহাটি), বাদক (ওয়াই এম সি এ—নৈহাটি); ৩। জাতক (পথিকৃৎ—নৈহাটি); ৪। সূর্যের সন্ধান (শিল্পায়ন—ইছাপুর); ৫। বাজী (কুশীলব—নৈহাটি)। **শ্রেষ্ঠ নাট্যকার:** ১। রতনকুমার ঘোষ (মহাকাব্য); ২। রবীন্দ্র ভট্টাচার্য (এক যে ছিল রাজা), শ্যামলতনু দাশগুপ্ত (বাদক)। **শ্রেষ্ঠ পরিচালক:** ১। অখিল মজুমদার (মহাকাব্য, লোকরঙ্গ); ২। নারায়ণ মুখারজি (বাদক, ওয়াই এম সি এ)। **শ্রেষ্ঠ অভিনেতা:** ১। সুব্রত সান্যাল (রাজা, এক যে ছিল রাজা); ২। সুশান্ত চৌধুরী (বাজীকর, মহাকাব্য)। **শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব-চরিত্র অভিনেতা:** ১। দীপক ব্যানারজি (ভণ্ড, এক যে ছিল রাজা), ২। পবিত্র ব্যানারজি (বিচিত্রকুমার, মহাকাব্য)।

প্রতিযোগিতার সব নাটকই যেহেতু নায়িকা-বর্জিত, সেই কারণে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার এক্ষেত্রে কাউকে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বিচারকমণ্ডলীর সুপারিশক্রমে শিশুশিল্পী চন্দ্রিমা মুখারজিকে (মহাকাব্য) একটি বিশেষ পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শিল্পী সংসদ আয়োজিত তিনদিন-ব্যাপী একাংক অভিনয় প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ একাংক নাটকের মর্যাদা পেয়েছে আগন্তুক রচিত **'শতাব্দীর স্বপ্ন'**। যোগেশ চৌধুরী স্মৃতি দল নাটকটি প্রযোজনা করেছিলেন। দলগত শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে যথাক্রমে ১ম, ২য় এবং ৩য় স্থান অধিকার করেছেন **হরেন মুখারজি স্মৃতি দল** (মিছিল), **বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি দল** (চাঁদনী রাত) এবং [illegible] **স্মৃতি দল** [illegible] **অমর মু**[illegible] **জিতেন ব**[illegible] **ব্রতী দত্ত**, [illegible] **ব্যানারজি**। এছাড়া বিশেষ পুরস্কার পেয়েছেন **মধু বসু, সজল ঘটক, বাসুদেব পাল, শিশির চক্রবর্তী, শম্ভু ব্যানারজি ও নিতাই রায়।**

কানপুর বঙ্গীয় পরিষদের তৃতীয় বার্ষিক একাংকিকা অভিনয় প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ প্রযোজক সংস্থা পর্যায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দল যথাক্রমে ইউর্নিটি থিয়েটার ক্যারার (ইতিহাস কাঁদে) ও **সপ্তালী** (সেই মেয়ে)। শ্রেষ্ঠ পরিচালক—১ম—রাধারমণ ঘোষ (ইতিহাস কাঁদে), ২য়—**অমল ব্যানারজি** (আলো নেই)। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—১ম—**বিশ্বনাথ গোস্বামী** (ইতিহাস কাঁদে), ২য়—**দীপক ভট্টাচার্য** (দিল্লি চলো), শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী—১ম—তাপসী গুহ (ইতিহাস কাঁদে), ২য়—**উতা রায়** (সেই মেয়ে)।

নবাঙ্কুর আয়োজিত একাংকিকা অভিনয় প্রতিযোগিতায় **বাণীরূপা** (আবর্ত) সংস্থা শ্রেষ্ঠ দলগত মর্যাদা পেয়েছে। এই বিভাগে ১ম ও ২য় স্থান অধিকার করেছেন যথাক্রমে **মঞ্জুশ্রী** (দিনান্ত) ও **নটমল্লার** (নিছক)। **আবর্ত** নাটকের **বাবলু দাশগুপ্ত** ও **বাচ্চু ভট্টাচার্য** যথাক্রমে নির্বাচিত হয়েছেন শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। **অঞ্জলি ভট্টাচার্য** (নটমল্লার), শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা—**আলোক চ্যাটারজি**। শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপি-নাট্যকার — **অরুণ নন্দী, শিবপ্রসাদ অগ্নিহোত্রী, কল্যাণ দাস।**

আসন্ন প্রতিযোগিতা

হাওড়া জেলা তথ্য ও জনসংযোগ কার্যালয়ের নাট্য-বিভাগ আয়োজিত একাংক নাটক প্রতিযোগিতা আগামী ৯ এপরিল শুরু হবে। অভিনয়-স্থল: হাওড়া টাউন হল। এই প্রতিযোগিতায় প্রযোজনার জন্য তিনটি পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীকে পুরস্কৃত করা হবে। প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার জন্য ১৯ মারচের মধ্যে নাম পাঠানো দরকার। হাওড়া তথ্য ও জনসংযোগ কার্যালয়ের ঠিকানা: ৫৯ পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া-১।

* * *

চলন্তিকা সংস্থা আয়োজিত তৃতীয় বার্ষিক রাজেন্দ্র স্মৃতি একাঙ্ক প্রতিযোগিতা আগামী ১—১৩ এপরিল [illegible]

জামসেদপুর [illegible] সংঘের [illegible] যোগিতায় [illegible] জামসেদপুর [illegible] নৈহাটি প্রভৃতি [illegible] সংস্থা যোগ [illegible] এই প্রতি[illegible] পর্যন্ত চলবে।

অভিনয় আলোচনা

সপ্তর্ষি সংস্থা গত ৭ মারচ সকালে দুটি একাঙ্ক নাটক নিয়ে রঙ্গনা মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন। একাঙ্ক-দুটির নাম: প্রস্তাবনা, সারি সারি পাঁচিল। সপ্তর্ষির কনিষ্ঠ সদস্যরা (যাঁদের অধিকাংশ শিক্ষার্থী) বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন।

"প্রস্তাবনা" নাটকে পরিচালক ও স্মারকের ভূমিকায় ভক্তিপদ সাহা ও শংকর মাইতির অভিনয় চমৎকার। সাবলীল এবং জীবনানুগ "সারি-সারি-পাঁচিল" নাটকের সকলেরই অভিনয় এক রকম ভাল। বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন শ্রীসাহা, প্রশান্ত রায় চৌধুরী ও দেবকীনন্দন আগরওয়ালা। নাট্য-নির্দেশক: শ্রীগৌরচন্দ্র সাহা।

* * *

রানাঘাটের বগুলা হাইস্কুল রঙ্গমঞ্চে ক্ষণিকা সংস্থা গত ১৪ ফেবরুয়ারি জোছন দস্তিদারের **শুই মহল** অভিনয় করে স্থানীয় দর্শকদের মুগ্ধ করেন। কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে সার্থক রূপ দেন: অরুণ আদিত্য, রবীন চক্রবর্তী, বিমানকুমার সরকার, স্বপনকুমার ব্যানারজি, চন্দনা ব্যানারজি, অর্চনা ব্যানারজি। নাট্য-নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন শ্রীঅর্চনকুমার ব্যানারজি।

শক্তিপদ রাজগুরুর 'মেঘে ঢাকা তারা' একটি বহু অভিনীত নাটক। গত ২৬ ফেবরুয়ারিতে গিয়েছিলাম এই নাটকের আরও একটি অভিনয় দেখতে। **অ্যানলেজো স্টাফ ড্রামাটিক ক্লাবের** চতুর্দশ বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে রঙ্গনায় ক্লাবের সদস্যশিল্পীরাই এই নাটকে অভিনয় করেন। বলতে দ্বিধা নেই, 'মেঘে ঢাকা তারা' আমাদের তৃপ্ত করেছে। নীতা, যাকে নিয়ে আলোচ্য নাটকের বিস্তার, চরিত্রে সুন্দর রূপ দিয়েছেন বীথি গাঙ্গুলী। সনৎ চরিত্রের রূপকার আশীষ চক্রবর্তীর অভিনয়ও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। শ্যামাকান্ত ঘোষালের মাধব মাসটার, অজিত বিশ্বাসের শংকর, মানসী ব্যানারজির কাদম্বিনী, বেবী সেনগুপ্তার গীতাও মনে রাখার মত। এছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন অমিয় গাঙ্গুলী, সুনীল আচার্য, বিনয় ব্যানারজি, অনন্ত আচার্য, প্রিয়লাল মুখারজি, অনিল বোস, লক্ষ্মী নস্কর, নিতাই দে, অশোক ব্যানারজি ও মালা জৈন। 'মেঘে ঢাকা তারা'য় সংগীতের বিশেষ ভূমিকা আছে। নাট্য পরিচালক শ্রীগৌতম ও সংগীত পরিচালক প্রতাপ রায় এই দিকে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। শ্রীরায়ের গাওয়া গানগুলি সংগীত।

বিদ্যাভারতীর "শাপমোচন"

বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যাভারতীর প্রযোজনায় সম্প্রতি রবীন্দ্র সদনে "শাপমোচন" নৃত্যনাট্যে পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে নৃত্য অপেক্ষা সংগীতই অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়। কমলিকার গানগুলি গেয়েছেন সুমিত্রা সেন এবং অরুণেশ্বরের গানগুলি ধীরেন বসু। নৃত্যে অরুণেশ্বরের ভূমিকায় ডালিয়া মুখারজি ভাল করেন। কমলিকার চরিত্রে মানসী দেব চৌধুরী এবং উর্বশীর ভূমিকায় ছিলেন অলকানন্দ চাকলাদার। রামগোপাল ভট্টাচার্যের নৃত্য নির্দেশনা এবং কাজী সব্যসাচী ও প্রদীপ ঘোষের সংলাপ পাঠ সুষ্ঠু। অনুষ্ঠানের শুরুতে একক সংগীত পরিবেশন করেন প্রতিমা মুখারজি।

অন্নপূর্ণা অয়েল মিল
রেজিস্টার্ড ... খাঁটী সরিষার তৈল
মিলে খুচরা বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে
১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৪ ফোন ৫৫-৩৯৩০

সু-অভিনীত একাঙ্ক: "নাটক নয়"

কালীঘাট নিউ অ্যাথলেটিক ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠান গত ২০ ফেবরুয়ারি অন্ধ্র হল-এ সম্পন্ন হল। শুরুতে দরিদ্র ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল ষষ্ঠ নবাঙ্কুর দলের "নাটক নয়" একাঙ্কের অভিনয়। নাটকটির রচয়িতা শ্রীপরিতোষ বসু। নির্দেশনা এবং আলোকসম্পাতের দায়িত্বও তিনি বহন করেন।

সু-অভিনীত নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেন: তপন চ্যাটারজি, দীপঙ্কর পালিত, রজত সেনগুপ্ত, অশোক মুখারজি কিরণ ভাট শুকদেব ভট্টাচার্য, অমল মুখারজি, বাবুসোনা বসু, অশোক চ্যাটারজি, অঞ্জন ভট্টাচার্য, পরিতোষ বসু।

ষষ্ঠ নবাঙ্কুর-অভিনীত "নাটক নয়" একাঙ্কের একটি দৃশ্য

সবশেষে শ্রীপ্রবীরকুমার জাদু-প্রদর্শনীর একটি অনুষ্ঠান করেন।

এ-সপ্তাহে......

১৮ মারচ ॥ নান্দনিকের **চাঁপাডাঙার মেলা** নাটকাভিনয়, মুক্ত-অঙ্গন মঞ্চে, সন্ধ্যা ৭টায়।

২২ মারচ ॥ দক্ষিণায়ন সংস্থার নাট্যাভিনয় (নাটক: আলালের ঘরের দুলাল) রঙ্গনায়, সন্ধ্যা ছয়টায়। নির্দেশক: সন্তোষ সেন। **গান্ধার** সংস্থার "পুনর্মিলন" (রচনা: বুদ্ধদেব বসু) নাটকের অভিনয়, মুক্ত-অঙ্গনে, সন্ধ্যা সাতটায়। নির্দেশক: অসিত মুখোপাধ্যায়।

২৪ মারচ ॥ ডিজেল লোকো ওয়ারকস স্টোরস রিক্রিয়েশন ক্লাবের নাট্যাভিনয় ("বঙ্গে বর্গী") স্টার থিয়েটারে, বিকাল ৪টায়। নির্দেশক: গোপেশ্বর মল্লিক।

বিচিত্রানুষ্ঠান

ভদ্রকালী উত্তরপাড়া রাধাচরণ স্মৃতি পাঠাগারের উদ্যোগে আগামী ২৭ মারচ এক বিচিত্রানুষ্ঠান হচ্ছে। এতে মান্না দে, সন্ধ্যা মুখারজি, ললিতা ধর চৌধুরী, পূর্ণদাস বাউল, অনিল দত্ত, সুনীল গাঙ্গুলী, মণ্টু ভট্টাচার্য, শিবনাথ দাস, পুষ্পা রায় চৌধুরী, সুখময় রায়, রাধাকান্ত নন্দী, মুরারি দেব, সুবীর ব্যানারজি প্রমুখ শিল্পীরা যোগ দেবেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন মিহির ধর চৌধুরী।

শিল্পী যাযাবরের অভিনয়-সফর

শিল্পী যাযাবর সংস্থা বার্ণপুর ভারতী ভবনের আমন্ত্রণে আগামী ১৯ মারচ শ্রীমতী কবিতা সিংহের "সব হিসেবের বাইরে" এবং শ্রীঅজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের "প্রমত্ত প্রহসন" এই দুটি নাটক ওখানে অভিনয় করতে যাচ্ছেন। ওই দুটি নাটকই তাঁরা বর্ধমানের রসুলপুরে অভিনয় করবেন ২০ মারচ। আলিকালি সাহিত্য পরিষদের আমন্ত্রণে তাঁরা ওই অনুষ্ঠান করবেন। কলকাতার রঙ্গনা মঞ্চে ১১ এপরিল নাটক দুটি পুনরায় অভিনীত হবে।

তরুণ অপেরার এ-সপ্তাহের অনুষ্ঠান-সূচী

তরুণ অপেরা আগামীকাল (শুক্রবার) বর্ধমান জেলার রামচন্দ্রপুরে যাত্রাগান করবেন। শনিবার তাঁরা অনুষ্ঠান করবেন খড়্গপুরে, মঙ্গলবার বর্ধমান জেলার ইলোরায়। বুধবার তরুণ অপেরা দলকে দেখা যাবে কলকাতায়, মহাজাতি সদনে।

বিহারের পর পশ্চিমবঙ্গে

বিহারের কয়েকটি আসরে সাফল্যের সঙ্গে পালাভিনয়ের পরে মাধবী নাট্য কোমপানি পশ্চিমবঙ্গের আসরে গাওনা শুরু করেছেন। প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'হেড-মাসটার' ও 'রক্ত দিয়ে কিনলাম' এবং কমলেশ ব্যানারজির 'মারডার' এ-তিনটি পালার বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন দিলীপকুমার, মধু ব্যানারজি, সুবিমল আদক, প্রফুল্ল গোস্বামী, রমেন ভাদুড়ী, বেলা দেবী, সোনালী গোস্বামী, কমলা পাল, মধুশ্রী ও মেণ্টা বসু। আগামী ১৮ মারচ দলের গান আমতলায়।

হাসপাতালে যাত্রানুষ্ঠান

বালিটিকুরি (হাওড়া) ই এম আই হাসপাতালে গত ৬ ও ৭ ফেবরুয়ারি দুটি যাত্রা-নাটকের অভিনয় হয়। "রাঠোর বিপ্লব" ও "সাত ভাই চম্পা।" দুটি নাটকেরই অভিনয় দর্শকরা উপভোগ করেছেন। বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা সুঅভিনয় করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম: রবি দাস, বীরেন জানা, প্রফুল্ল মণ্ডল, নিরাপদ মণ্ডল, কার্তিক দণ্ডপাট, ঝরনা ধর, কাজল ধর, লিলি চৌধুরী। নাট্য-পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন শ্রী জি সি ভট্টাচার্য।

কেনাকাটা

অল্প ঠাণ্ডার বাজার

ভোটের গরম কাটল। এখন আমাদের মেজাজ কিছু ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা আছে আরও এক দিকে। ফাল্গুন গিয়ে চোত পড়ল, তবু একটু নরম ঠাণ্ডা এখনও আমাদের ছেড়ে যায়নি। ফলে ফুলকপি ফের ভোট পাচ্ছে। বাগানের মাঝারি সাইজ একখানা ৪০ পয়সা, বাঁধার কেজি ২৫ পয়সা, বিট গাজর ৪০ পয়সা, টমেটোও এক নমবর ৪০ পয়সা। বিন ৮০ পয়সা। উচ্ছে ১·৫০ টাকা, সীম ৬০ পয়সা, বেগুন ৬০ পয়সা, পেঁপে ৪০ পয়সা, কাঁচকলার জোড়া ২০ পয়সা, লাউ এক কেজি ৩০ পয়সা, কাঁচা কুমড়ো ৪০ পয়সা, পাকা কুমড়ো ৭০ পয়সা, মিষ্টি আলু ৪০ পয়সা, সজনে ডাঁটা ৪ গাছা ১০ পয়সা, ডাঁটার কেজি ৬০ পয়সা। এসে পড়েছেন পটলও। তবে তার ব্যালট বকস এখনও ফাঁকা। কারণ দর এক কেজি ৫ টাকা। নিম বেগুনের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। নিমপাতা বড় এক ভাগ ৫ পয়সা, হিনচে এক আঁটি ৫ পয়সা, ডুমুর এক ভাগ ৬ পয়সা। নটের কেজি ৪০ পয়সা, লালশাক ৪০ পয়সা, শেষ মরসুমের পালং এক কেজি ৫০ পয়সা। লাউডগা এক আঁটি ১২ পয়সা, কুমড়োডগা ১৫ পয়সা, কাঁচালংকা ৫০ গ্রাম ১০ পয়সা, পাকা তেঁতুলের কেজি ১ টাকা। কচি আমের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে দর শুনবেন ৪টা ২৫ পয়সা।

ঠাণ্ডা মেজাজ হঠাৎ একটু চড়ার তো তেলই চড়াবে। এ সপ্তাহে বড়বাজারের দরই ৫·৫০ টাকা, বনস্পতি ২ কেজির টিন ১২·৮০ টাকা। ঘি এক কেজির টিন ১৫·১০ টাকা। চিনি এক কেজি ১·৯৫ টাকা। মাছের বাজারে কিন্তু আপনার মেজাজ ফের শরিফ হয়ে আসবে। গোটা ইলিস এক কেজি ৬ টাকায় পাবেন। জাতে ভাল। আমদানি খুচরো মাছেরই বা মন্দ কি। ৩ টাকা কেজিতে টাটকা মৌরলা পাচ্ছেন। খয়রার কেজি ২·৫০ টাকা। বাচ্চা কাতলা এক কেজি ৪ টাকা, পোনার বাচ্চা ৪·৫০ টাকা, বাটা ৬ টাকা, গুরজালি ৬·৫০ টাকা, ফলুই ৪ টাকা, লেদস ৪·৫০ টাকা, খলসে ৪ টাকা, পুঁটি ৩ টাকা, কুচো চিংড়ি ২·৫০ টাকা। ট্যাংরা মাঝারি ৫ টাকা, বড় ৬ টাকা। বাচ্চা শোল ৪ টাকা, বড় শোল ৪·৫০ টাকা। মাগুর ৬·৫০ টাকা। কাটার দোকানে পছন্দসই আড় পাবেন। দর ৬ টাকা। বোয়াল ৫ টাকা, পোনা কম। কাতলা কাটা ৮ টাকা। খবর ডালেরও খারাপ নয়। মসুর ১·৬০ টাকা, মটরও ১·৬০-এ পাচ্ছেন। কাঁচামুগ ১·৮০ টাকা, কলাই ১·৯০ টাকা, ছোলা ১·৩০ টাকা।

মেজাজ শরিফ থাকলে আপনার মনে হবে ফরদের বাইরে এমন কে আছে যাকে হঠাৎ কিনে ফেলা যায়? বাজার সরকার বলবে ফুল। অবশ্য রজনীগন্ধার স্টিক পাবেন না। মালা একজোড়া ৪ টাকা। বদলে মরসুমী ফুলের তোড়া পাবেন। বড় একটা ১·৫০ টাকা। মালা তোড়ায় দরকার কী। গোলাপই তো শস্তা। টাটকা গোলাপ এক ডজন ১ টাকা। গোলাপই কিনুন। এক ডজন না দু ডজন কিনুন। টকটকে লাল গোলাপে আপনার ঘর আলো হয়ে যাক।

—বাজার সরকার।

শেয়ার বাজার আবার তেজী

১৭ মারচ—আজ কলকাতা শেয়ার বাজারে প্রায় সব বিভাগেই আবার তেজীভাব দেখা দিয়েছে। লেনদেন মাঝারি ধরনের হয়েছে।

বাজার খোলার ও বন্ধের দর নিচে দেওয়া গেল:—

ক্লিয়ারিং তালিকাভুক্ত

হাতে ডেলিভারি: বিড়লা জুট ২০।৮০ ২০।৭০; বরাকর কোল ১১।৩১ ১১।৬২; ডানলপ ইনডিয়া ৩৭; হিন্দ মোটর ১২।৪৫ ১২।৫৫; গেসট কিন উইলিয়াম ৩২।৫০ ৩৩।১৫; ইনড কেবল ১৭ ১৬।৯০; ইনড অ্যালু: ৩৭।৪০ ৩৮।১০; ইনড কপার ৪।০৫ ৪।০৭; ইনডিয়ান আয়রন ১১ ১১।১৩; জয়শ্রী টি ইনড ১৭।৬২ ১৭।৫০; জয়পুর উদ্যোগ ৯।৩০ ৯।৩৫; কেশোরাম ইনড ১৭।৩০; ন্যাশনাল রবার ৭।৫০; ওরিয়েনট পেপার ৩৮।৪০; ওড়িশা সিমেনট ১৪।৬৯ ১৪।৭০; রোটাস ইনড ৬।৪০ ৬।৩৫।

সোনা ও রূপা

১৭ মারচ—আজ বাজার বন্ধের সময় দর নিম্নরূপ ছিল:—

খাঁটি সোনা (স্ট্যান, ১০ গ্রাম)	১৯৪
সোনার গহনা (২২ ক্যাঃ, ১০ গ্রাম)	১৮৪
রূপার বাট (১ কেজি)	৫৭১
ঐ—খুচরা (১ কেজি)	৫৭৫।৫০

চট ও থলের বাজার কিছু নরম

১৭ মারচ—আজ কলকাতায় চট ও থলের বাজার আরও মন্দা ছিল। বিদেশ থেকে খোঁজখবরের মাত্রা নগণ্য। নিচে দর দেওয়া গেল:—

	মারচ	এপরিল	এঃ-জুঃ
৪০—৭½	৬৪	৬৪	৬৪
৪০—১০	৮৩	৮৩।৫০	৮৩।৫০
বি-টুইল	২৫৫	১৫৬	২৫৭

শান্তিনিকেতনে অনাড়ম্বর বসন্তোৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা

শান্তিনিকেতন, ১৭ মারচ—দোলপূর্ণিমা উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে এবার অনাড়ম্বরভাবে বসন্তোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের উদ্বোধন করে গুরুদেবের রচনা থেকে পাঠ করেন উপাচার্য ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত। অন্যান্য যাঁরা পাঠ ও আবৃত্তি করেন—দীপক চট্টরাজ, শিখা চক্রবর্তী, পাঞ্চালি দত্ত, গৌতম ঘোষ, আশিস সরকার, অরনি মুখোপাধ্যায়, রত্না রায় ও অজেয় রায়। একক সংগীত পরিবেশন করেন, রঞ্জনা সেন, রীতা ঘোষ ও বুলবুল লাহিড়ী।

আইন-আদালত

আই জি নিয়োগ সংক্রান্ত আপীলের শুনানী শেষ

পশ্চিমবঙ্গে ইনসপেকটর জেনারেল অব পুলিশের পদে শ্রী পি কে বসুর নিয়োগ খারিজ করে দিয়ে কলকাতা হাইকোরটের বিচারপতি শ্রীসব্যসাচী মুখারজি যে রায় দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে বিচারপতি শ্রী এস সি ঘোষ ও বিচারপতি শ্রী পি কে ব্যানারজির আদালতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের আপীলের শুনানী বুধবার শেষ হয়েছে।

বিচারপতিদ্বয় রায়দান স্থগিত রেখেছেন।

আইন পরীক্ষা সংক্রান্ত ইনজাংসন প্রত্যাহার

১৯৭১ সালে ২২ ফেবরুয়ারি তারিখে যে এল এল বি পরীক্ষা হওয়ার কথা ঘোষিত হয়, তার ফলাফল প্রকাশ সম্পর্কে বিধিনিষেধ আরোপ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য ডঃ পূর্ণেন্দুকুমার বসুর উপর যে অন্তর্বর্তী ইনজাংসন জারি করা হয়েছিল, কলকাতা নগর দেওয়ানী আদালতের জজ শ্রী এস কে গাঙ্গুলি তা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

সুরেন্দ্রনাথ ল কলেজের শ্রীসুজিত সরকার এবং আরও দুজন পরীক্ষার্থীর তরফে একতরফা আবেদনক্রমে গত ১৮ ফেবরুয়ারি ওই অন্তর্বর্তী ইনজাংশন জারী করা হয়। জজ ইনজাংশনের আবেদন অগ্রাহ্য করেছেন।

পাকিস্তানে জঙ্গী শাসনের প্রতিবাদে শান্তিনিকেতনে মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা

শান্তিনিকেতন, ১৭ মারচ—জঙ্গীশাসন ও সামরিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গত ৭ মার্চ শান্তিনিকেতনে এক মিছিল আশ্রম-পরিক্রমা করে।

বিশ্বভারতী ছাত্র সম্মিলনীর পক্ষ থেকে ঐ মিছিলের আয়োজন হয়। ছাত্রছাত্রী কর্মী ও অধ্যাপকগণ মিছিলে যোগ দেন। মিছিলের পর তাঁরা এক সভায় মিলিত হয়ে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান ও শহীদের প্রতি সম্মান নিবেদন করে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন।

HINDUSTHAN STANDARD

Is Kenya taking over India's tea trade?

When a British Company becomes Indian, what happens?

The answers are in the Business Section of the Hindusthan Standard—the most comprehensive coverage of Indian business news you can find.
Read the Hindusthan Standard—
the Business Section appears thrice a week on Mondays, Wednesdays & Saturdays.

HINDUSTHAN STANDARD
is where the news is

আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃএর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার